



# সাংবাদিকতায় বিবেপত্তি ও সুরক্ষা

# সাংবাদিকতায় নির্ণয় ও সুরক্ষা

---

শাহনাজ মুল্লী  
জাহিদ নেওয়াজ খান  
সানাউল হক  
উদিসা ইসলাম

---

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

১ম প্রকাশ : মে ২০১৯

২য় প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৯

বাংলাদেশে মুদ্রিত

অলংকরণ : আবু হাসান

মুদ্রণ : ট্রাঙ্গপারেন্ট

ISBN 978-984-34-5451-5



9 789843 454515 >

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭

ইমেইল : [info@mrdibd.org](mailto:info@mrdibd.org), ওয়েবসাইট : [www.mrdibd.org](http://www.mrdibd.org)

# সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নীতিমালা কেন	৭
	
<b>শারীরিক নিরাপত্তা</b>	
কর্মক্ষেত্রে শারীরিক ঝুঁকি	১০
দাঙ্গা-বিক্ষেপে সাংবাদিকের নিরাপত্তা	১১
সন্ত্বাস ও সংঘাতে সাংবাদিকের নিরাপত্তা	১৪
বৈরী পরিবেশে সাংবাদিকতা	১৭
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ঝুঁকি	২৩
সাধারণ সতর্কতা	২৭
নারী সাংবাদিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা	৩০
	
<b>দুর্যোগ ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা</b>	
দুর্যোগে নিরাপদে সাংবাদিকতা	৩৬
স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও নিরাপত্তা	৪৪
	
<b>ডিজিটাল নিরাপত্তা</b>	
ডিজিটাল সিকিউরিটি কেন জরুরি?	৫০
ডিভাইসের নিরাপত্তা	৫৩
নিরাপদ যোগাযোগ	৫৬
প্রাইভেসি ও তথ্যের নিরাপত্তা	৬০
	
<b>আইনি নিরাপত্তা</b>	
সাংবাদিকতা করতে হবে আইন জেনে, নীতি মেনে	৬৬
আইনি ঝুঁকি কোথায়	৬৯
নৈতিক সাংবাদিকতাই বড় সুরক্ষা	৭৪
ঝুঁকি থেকে যেভাবে নিরাপদ থাকবেন	৮০
	
<b>প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব</b>	
প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কী	৮৮
ঝুঁকি নিরসন নয়, ঝুঁকি নিরূপণ করতে আগেই	৮৯
ঝুঁকি নিরূপণ ফরমের নমুনা	৯১
তথ্যসূত্র	৯৫

## ভূমিকা

স্বাধীনতার পর থেকে নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় বড় ধরনের বিবর্তন এসেছে। এই সময়ে গণমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ যেমন হয়েছে, তেমনি সংবাদ সংগ্রহ, পরিবেশন, প্রচারের মাধ্যম, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সাংবাদিকদের সম্মতার ক্ষেত্রে গুণগত মানেও পরিবর্তন এসেছে অনেক। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন এবং অনলাইন- সব মাধ্যমেই সংবাদের পাঠক-ভোক্তা তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞাপনের বাজার বেড়েছে কলেবরে। জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমবেশি পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে মিল রেখে কোনো প্রতিষ্ঠানেই সাংবাদিকদের নিরাপত্তায় কার্যকর কোনো কাঠামো গড়ে উঠেনি। এমনকি এই বিষয়ে সাধারণ সচেতনতাও নেই বার্তাকক্ষগুলোতে। যদিও স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশে সাংবাদিকতার ঝুঁকি এতটুকুও কমেনি। আগের মতোই দাঙা বিক্ষেপে সাংবাদিকরা কখনো পুলিশ, কখনো বিবদমান পক্ষের হাতে মার খাচ্ছেন; বিরূপ পরিবেশে শিকার হচ্ছেন হামলা বা অপহরণের; পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অথবা তার জের হিসেবে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে কমবেশি। প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের জন্য ঝুঁকির মাত্রা আরো বেড়েছে। অনলাইন হয়রানি, তথ্যচুরি ও নজরদারি দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে।

তার পরও অ্যাসাইনমেন্টের আগে ঝুঁকি নিরূপণের কোনো ব্যবস্থা নেই গণমাধ্যমগুলোতে। ঝুঁকিতে পড়লে কীভাবে সেই অবস্থা থেকে সাংবাদিক বেরিয়ে আসবেন, সে বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নেই। একটি বড় অংশের ধারণা, সাংবাদিকের নিরাপত্তা মানে রিপোর্টারের জন্য বুলেট প্রক্রফ্ট জ্যাকেট আর হেলমেটের ব্যবস্থা করা। কিন্তু নিরাপত্তা যে নিছক উপকরণের নিশ্চয়তা নয় বরং অনেক সময়ই ঝুঁকি বিবেচনা করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার আগাম কৌশল ঠিক করা- এই ধারণা অনেকটাই অস্পষ্ট।

এমন পরিস্থিতিতে সুইভিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা সিডা-এর অধ্যায়নে ইমপ্রভিং কোয়ালিটেচিভ জার্নালিজম ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি নিরাপত্তা নির্দেশিকা তৈরির উদ্যোগ নেয় ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনশিয়েটিভ (এমআরভিআই) এবং সুইভেনভিভিক ফোয়ো মিডিয়া ইনসিটিউট। এর অংশ হিসেবে সাংবাদিক ও সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং ভূক্তভোগীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকদের জন্য ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা হয়। সেখান থেকে নির্দেশিকাটির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তায় কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের প্রকাশনা, দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার ও বাংলাদেশের সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই নির্দেশিকাটি রচনা করেছেন নিউজ টোয়েন্টিফোরের প্রধান বার্তা সম্পাদক শাহনাজ মুঢ়ী, চ্যানেল আইয়ের প্রধান বার্তা সম্পাদক জাহিদ নেওয়াজ খান, এটিএন বাংলার প্রধান প্রতিবেদক সানাউল হক এবং বাংলা ট্রিভিউনের প্রধান প্রতিবেদক উদিসা ইসলাম। বার্তাকক্ষের সিদ্ধান্তগ্রহীতা ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের কাছে তাদের প্রাথমিক খসড়াটি উপস্থাপন করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করে পরবর্তী সময়ে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়।

এই বইয়ের বিষয়ভিত্তিক পাত্রলিপি পর্যালোচনা করেছেন দৈনিক প্রথম আলোর সংবাদ বিভাগের প্রামাণ্যক কুরুরাতুল-আইন-তাহ্মিনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান, দি ইনফরমেশন সিকিউরিটি এজেন্ট লিমিটেডের চিফ সিকিউরিটি কনসালট্যান্ট মোহাম্মদ সাহাদাত হোসেন, দি ডেইলি স্টার-এর প্ল্যানিং এডিটর সাখাওয়াত লিটন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ, সিটিটিসি) মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন এবং ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন) মো. আকরাম হোসেন। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি নির্দেশিকাটির চূড়ান্ত পর্যালোচনা করেছেন ইউএন রেডিওর প্রামাণ্যক ও সাংবাদিক কামাল আহমেদ। তার মতামত এই নির্দেশিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমরা তার কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

উন্নত দেশের গণমাধ্যমগুলোতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে এবং তা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, যা সাংবাদিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রের বুঁকি করাতে সাহায্য করে। এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি সুরক্ষাকাঠামো তুলে ধরা। যাতে তারা নিজেদের সম্পাদকীয় নীতিমালা, মানবসম্পদ কাঠামো এবং আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী সাংবাদিকদের জন্য নিজস্ব একটি নিরাপত্তা-কাঠামো গড়ে তুলতে পারেন। নির্দেশিকাটি যদি দেশের কোনো সাংবাদিকের কর্মজীবনকে নিরাপদ করে, তাহলে আমরা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব।

## নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নীতিমালা কেন

বিশ্বে সাংবাদিকতাই সম্ভবত একমাত্র বেসামরিক পেশা, যাতে দায়িত্ব পালনের সময়ে ঝুঁকির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আত্মরক্ষার পর্যাপ্ত প্রস্তুতির বিষয়টি বেশিরভাগ সময়েই উপেক্ষিত থাকে। সামরিক সংঘাতে সামরিক বাহিনী সশস্ত্র থাকে, বেসামরিক দাঙা-হাঙামায় পুলিশের থাকে দাঙা মোকাবিলার নানা ধরনের প্রস্তুতি। এ ছাড়া, সজ্ঞাস এবং পেশাদার অপরাধীদের হামলা তো সাধারণত জানান (পূর্বঘোষণা) দিয়ে আসে না। অথচ, এ সবকিছুর ক্ষেত্রেই তথ্য সংগ্রহ তা বস্তনিষ্ঠভাবে প্রচারের দায়িত্বটা সাংবাদিকদেরই। ফলে সাংবাদিকতা পেশার ঝুঁকি অত্যন্ত ব্যাপক এবং তা এড়ানোর সুযোগও খুবই সীমিত।

এ ক্ষেত্রে, একমাত্র বিকল্প হচ্ছে ঝুঁকি মোকাবিলা এবং ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো। এই ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা বা মোকাবিলায় সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি ও সাবধানতা। বিশ্ব জুড়ে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩০ জনের মতো সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে নিঃস্ত হচ্ছেন। আহত আছেন আরো অনেক বেশি।

অনেক সাংবাদিক তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার বিরাগভাজন হয়ে উঠছেন। সাংবাদিকদের মোবাইল ফোন, ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট এমনকি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা ইন্টারনেটে নজরদারি করা হচ্ছে। হ্যাকিং অথবা আড়ি পেতে জেনে নেওয়া হচ্ছে মূল্যবান তথ্য। অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের মারাত্মক মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কর্মক্ষেত্র এবং পরিবারের ক্ষতি করা, যৌন হয়রানি এবং পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। এর বাইরে অসাবধানতা বা অজ্ঞতার কারণে নিছক দুর্ঘটনা বা বিরুদ্ধ পরিবেশ শারীরিক অসুস্থিতায়ও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন অনেকে।

আন্তর্জাতিক সংগঠন কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)-এর হিসাবে বাংলাদেশে ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৭ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিঃস্ত হয়েছেন ২১ জন সাংবাদিক। পঙ্কু বা হামলার শিকার হয়েছেন কত জন তার সঠিক কোনো হিসাব নেই। জনসভায় থ্রেনেড হামলা, নিজের অফিসে কর্মরত অবস্থায় (যশোরের শামসুর রহমান), রাস্তায় চলাচলের সময় (ফেরদৌস আলম দুলাল, মানিক সাহা প্রমুখ) এবং রাজনৈতিক সহিংসতার খবর সংগ্রহের সময় গণমাধ্যমকর্মীরা অপ্রত্যাশিত হামলার শিকার হয়েছেন।

প্রযুক্তিগত অগ্রায়াত্মা ও ক্লিপান্টের কারণে প্রায় সব সাংবাদিকই এখন ভিডিওচিত্র ধারণের কাজ করেন। ফলে তাদের জন্য ঝুঁকি বেড়ে যায় বহুগুণ। ২০১৮ সালের সড়ক

নিরাপত্তা আন্দোলনের সময় এমন অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে। বাংলাদেশে সংবাদকমীদের জন্য এখন এই ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। অথচ আগে থেকেই সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নিলে এসব মৃত্যু এবং অঙ্গহানি বা মানসিক চাপ এড়ানো অথবা কমানো সম্ভব। সেই উদ্দেশ্য থেকেই এই নীতিমালা।



## নিরাপত্তা ঝুঁকির রকমফের

সাংবাদিকতা দিন দিন বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। পেশা হিসেবে এর কলেবর বেড়েছে। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের পর সাংবাদিকতা এখন অনলাইন, ব্লগ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়েই নয়, সাংবাদিকতার ক্ষেত্র এখন ছোট পরিসর বা অধ্যল পর্যন্ত পৌছেছে। সংবাদের জনপ্রিয়তা যেমন বেড়েছে, একই সঙ্গে এর শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় বা বিটে বিশেষায়িত সাংবাদিকতার প্রসার হয়েছে। অপরাধ, চোরাচালান, মাদক, যুদ্ধ, সংঘাত বা সহিংসতাও হয়ে উঠেছে সাংবাদিকদের কাজের বিষয়। ফলে শারীরিক নিরাপত্তার দিক থেকে সাংবাদিক বা সংবাদকমীরা এখন ঝুঁকির মধ্যে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনা, মহামারি বা রোগের প্রাদুর্ভাবে এগিয়ে যেতে হয় সংবাদকমীদের। তাই স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা ঝুঁকি ক্রমশ বাঢ়ছে। সাধারণত সাংবাদিকরা যেসব ঝুঁকিতে পড়েন তা বিবেচনা করে এই সহায়িকাকে পাঁচটি ভাগে আমরা ভাগ করেছি :

**শারীরিক নিরাপত্তা (দৈহিক আঘাত/দুর্ঘটনায় হতাহত)**

**স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা (দুর্ঘটনা ও বিজ্ঞপ্তি পরিবেশে স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে সুরক্ষা)**

**ডিজিটাল নিরাপত্তা (ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে নিরাপদ থাকা)**

**আইনি নিরাপত্তা (আইনি জটিলতা থেকে সুরক্ষা)**

**প্রতিষ্ঠানের করণীয়**



শারীরিক নিরাপত্তা



## কর্মক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ঝুঁকি

আপনি যে ধরনের রিপোর্টই করেন না কেন, যে পরিস্থিতিতে যে এলাকায় যান না কেন, শারীরিক ঝুঁকির বিষয়টি সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। মনে রাখবেন, রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, প্রতিবাদ মিছিল বা যে-কোনো সংঘর্ষ হোক- ঝুঁকি থাকতে পারে। একইভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাভার করতে বিপদ যে-কোনো সময় ঘটতে পারে। তাই সংঘাতময় পরিস্থিতি হোক আর অনুসন্ধানী রিপোর্ট, বিভিন্ন ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নিতে হবে। সাংবাদিকরা সাধারণত যেসব ক্ষেত্রে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারেন-

- যুদ্ধক্ষেত্র ও সহিংসতা, লড়াই বা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে সাংবাদিকরা গুলি, ক্রসফায়ার, ল্যান্ড মাইন, ফ্লাস্টার বোমা, ট্র্যাপ এমনকি পদাতিক, কমান্ডো বা বিমানবাহিনীর হামলার শিকারও হতে পারেন।
- বেশি ভিড়, জনসমাবেশ বা কোলাহলপূর্ণ এলাকা কাভার করতে অবরুদ্ধ বা আটকে পড়তে পারেন, শারীরিকভাবে হামলা বা নির্যাতনের শিকার হতে পারেন, যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারেন, মূল্যবান যন্ত্রপাতি বা সহায়ক উপকরণ হারিয়ে যেতে পারে। সংঘাত নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস বা জলকামানে আক্রান্ত হতে পারেন।
- সন্ত্রাসবাদ ও উগ্র জঙ্গিবাদী আক্রমণের ক্ষেত্রে ছুরি ও আঞ্চেরান্ত্রের আক্রমণ, বোমা হামলা এমনকি আত্মাভূতি হামলার শিকার হতে পারেন।
- মুক্তিপণ বা আর্থিক সুবিধা আদায়, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের আক্রমণের শিকার হতে পারেন। এমনকি অপহরণ বা গুমের শিকার হতে পারেন।
- সড়ক, আকাশ বা নৌপথে দুর্ঘটনা বা যে-কোনো ধরনের হামলার শিকার হতে পারেন।
- সীমান্ত অঞ্চল পেরোতে সীমান্তরক্ষীর বাধার মুখে পড়তে পারেন। সীমান্তে জঙ্গি-সন্ত্রাসী, ঢোরাকারবারি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে জিমি বা অপহরণ হতে পারেন।
- অপহরণ বা আটকের সময় শারীরিক আক্রমণের শিকার হতে পারেন। আপনার পরিবারের সদস্য বা ঘনিষ্ঠ কেউ একই ধরনের আক্রমণ বা অপহরণের শিকার হতে পারে।
- গোপন ক্যামেরা, ক্ষ্যানার বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক নিরাপত্তা ডিভাইসের মাধ্যমে আপনি শনাক্ত হতে পারেন।
- পরিচিত বা আস্থাভাজনদের বিশ্বাসভঙ্গের শিকার হতে পারেন। আপনার সোর্স, ড্রাইভার, সহায়তাকারী, প্রত্যক্ষদর্শী বা পরিচিত অন্য কেউ আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারেন।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে। বিশেষ করে বন্যা, ঘূর্ণিবাড় বা জলোচ্ছাসের ঘটনা কাভার করার সময় আপনি বিপদে পড়তে পারেন।

- আগুন, রাসায়নিক বিক্ষেপণ, ভূমিকম্প বা ভবনধসের মতো দুর্ঘটনা কাভার করতে গিয়ে অসাবধানতায় নিজের বিপদ ডেকে আনতে পারেন।
- রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাব, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র থেকে নিউজ কাভার করতে গিয়ে আপনি বা আপনার সহকর্মী পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, ম্যালেরিয়া বা এইডসের মতো ভয়াবহ রোগের ঝুঁকির কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে।



## দাঙ্গা-বিক্ষেপে সাংবাদিকের নিরাপত্তা

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের জন্য সমাবেশ, দাঙ্গা বা বিক্ষেপের মতো কর্মসূচি কাভার করা প্রায় নিয়মিত ঘটনা। স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা প্রায়ই হামলার শিকার হন। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই সময়ে তথ্য সংগ্রহ বা ছবি তুলতে গিয়ে অন্তত এক ডজন সংবাদকর্মী হামলার শিকার হয়েছেন।

দাঙ্গা বা বিক্ষেপের সময় শুধু বিবদমান পক্ষ নয়, প্রায়ই পুলিশেরও পিটুনির শিকার হন সাংবাদিকরা। লাঠিচার্জ বা কাঁদানে গ্যাসের মুখোমুখি হয়েছেন এমন অভিজ্ঞতাও নেহাত কম নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একজন সংবাদকর্মীর জন্য নিজেকে নিরাপদ রাখার কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যম অনুসরণ করে থাকে।

### অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে কী করবেন

- অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে এলাকা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিক্ষার ধারণা নিন। এলাকায় প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ জেনে রাখুন, যাতে বিপদে দ্রুত সরে যেতে পারেন। বিপদে পড়লে কী করবেন সেই পরিকল্পনা আগে থেকেই তৈরি রাখুন।
- মোবাইল পুরোপুরি চার্জ করা আছে কি না দেখে নিন, অতিরিক্ত ব্যাটারি সঙ্গে রাখুন।
- প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম (যেমন : হেলমেট, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ইত্যাদি) সঙ্গে রাখুন।
- একটি ব্যাকপ্যাকে প্রাথমিক চিকিৎসার টুকিটাকি, পানি এবং ছোট তোয়ালে সঙ্গে নিন।
- অবশ্যই পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখুন এবং সাধারণ পরিস্থিতিতে গলায় ঝুলিয়ে নিন।
- প্রদর্শন ঝুঁকিপূর্ণ হলে পরিচয়পত্র পকেটে রাখুন, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত দেখাতে পারেন।
- এমন পোশাক পরিধান করুন, যা স্বচ্ছ চলাচলে সাহায্য করবে।
- দ্রুত আগুন ধরে যায় এমন পোশাক (সিল্ক/নাইলন বা সিলখেটিক) পরিহার করুন।



- ফটোগ্রাফার হলে সঙ্গে একজন সঙ্গী/রিপোর্টার রাখুন, যে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে।
- অতিরিক্ত মেমোরি কার্ড সঙ্গে রাখুন, যাতে একটি ছিনিয়ে নিলেও কাজ চালাবে যায়।
- আপনার গাড়িটি যাতে ভালোমানের হয়, চালক বিশ্বত ও শান্ত মেজাজের হয় তা নিশ্চিত করুন, সিটবেল্ট ব্যবহার করুন এবং সরঞ্জামাদি হারাবেন না।

## ঘটনাস্থলে কীভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখবেন



- কারা বিশ্বজ্ঞলা করতে পারে তা আগেই বোঝার চেষ্টা করুন এবং নিরাপদ দূরত্বে থাকুন।
- ছবি বা তথ্য সংগ্রহে কয়েকজন একসঙ্গে থাকুন এবং নিজেরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করুন।
- সম্ভব হলে ছাদ বা উঁচু জায়গায় অবস্থান নিন, যেখান থেকে বেরোনোর একাধিক পথ আছে।
- দু'পক্ষের মাঝামাঝি কখনোই থাকবেন না, কারণ পরিস্থিতি সহিংস হলে সরে আসা কঠিন হবে।
- পুলিশের গতিবিধির ওপর নজর রাখুন, তাদের পদক্ষেপ দেখে সাবধানতা অবলম্বন করুন।
- যে-কোনো পক্ষের টার্গেট হওয়া এড়াতে এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকবেন না।
- বিবদমান পক্ষগুলোর স্পর্শকাতর দিক বুঝো, তাদের সঙ্গে সংবেদনশীল আচরণ করুন
- ক্যামেরা গলায় না ঝুলিয়ে কাঁধে নিন, যাতে কেউ কেড়ে নিতে চাইলে গলায় ফাঁস না লাগে।
- বস্ত্রনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা ও ভারসাম্য বজায় রাখুন, ঘটনা সম্পর্কে সব পক্ষের ভাষ্য নিন।
- ভিডিও ধারণের সময় অবশ্যই সঙ্গী রাখুন, যে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করবে।
- খেয়াল রাখুন ঘটনার ভিডিও করতে দেখে বিশ্বজ্ঞলা সৃষ্টিকারীরা আরো বিশুল্ক হচ্ছে কি না।
- ভিড়, সংঘর্ষ বা দৌড়াতে হতে পারে এমন ক্ষেত্রে চুল পলিটেল বা এক বেগি করে বাঁধা এবং গলায় চেইন বা নেকলেস না পরাই ভালো। এগুলো সহজে টেনে ধরা সম্ভব। ছেলেদের মধ্যেও অনেকে লম্বা চুল রাখেন এবং ঝুঁটি বাঁধেন। হাতের মুঠোয় ধরা যায় এমন দৈর্ঘ্যের যে-কোনো চুলই বিপদ বাঢ়ায়। চুল ধরলে হামলাকারীর হাত থেকে বাঁচা কঠিন।

## ঘটনাস্থলে হামলার শিকার হলে কী করবেন



- হামলাকারীর শরীরী ভাষা বুঝো নিজের শরীরী ভাষা দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করুন। হামলাকারীর সঙ্গে আই কন্টাক্ট বজায় রাখুন, কখনোই তার চোখ থেকে চোখ সরাবেন না।
- হাতের প্রচলন ইশারা এবং অনর্গল শান্ত ভাষায় কথা বলে তাকে বোঝাতে থাকুন।
- হামলাকারী আপনাকে ধরে ফেললে তার হাত দৃঢ়তার সঙ্গে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

- কোণঠাসা হয়ে পড়লে এবং বিপদ নিশ্চিত হলে সাহায্যের জন্য নির্দিষ্ট চিহ্নকার করুন।
- হামলাকারীরা চড়াও হলে এক হাত দিয়ে নিজের মাথা রক্ষার চেষ্টা করুন।
- হামলা হলে মাটিতে পড়ে যাওয়া এড়াতে ছোট ছোট পদক্ষেপে নড়াচড়া করুন।
- যদি দলবদ্ধ অবস্থায় হামলার শিকার হন, তাহলে একে অপরের হাত ধরে একসঙ্গে থাকুন।
- এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে হামলাকারী আপনার ওপর আরো খেপে যায়।

## কাঁদানে গ্যাস : প্রস্তুতি ও নিরাপত্তায় কী করবেন

দাঙা গোলযোগ বা সহিংসতা দমনে কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার খুব বেশি হয়। সাধারণত পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দুই ধরনের কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে— স্প্রে এবং বিশেষ ধরনের বন্দুকের মাধ্যমে ছোড়া ছেনেড-ক্যানিস্টার। কাঁদানে গ্যাসের বিষক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি, শরীর জ্বালাপোড়াসহ চোখ ও ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ক্যানিস্টার বা টিয়ারশেলও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। উক্ত শেল সরাসরি আঘাত করলে দঙ্গ ও আহত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ ধরনের অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় মাথায় রাখবেন :



### কাঁদানে গ্যাস সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা

টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হলে দ্রুত উপরামের বেশকিছু পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এগুলো ভুল ধারণা এবং এর কোনোটাই বিজ্ঞানসম্মত নয়। এতে বরং শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চোখে সরাসরি বা চোখের সামনে কাপড়ে ভিজিয়ে পানি, ভিনেগার, লেবু বা লেবু জাতীয় ফলের রস, টুথপেস্ট, কয়লা বা আগুন এমনকি পেঁয়াজ কেটে ধরার মতো প্রাথমিক চিকিৎসার কথা কেউ কেউ বলেন। তবে এগুলোর কোনোটাই ভালো উপায় নয়। তাই এগুলো এড়িয়ে চলা শ্রেয়।

- শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য কাঁদানে গ্যাস ঝুঁকিপূর্ণ; সুতরাং আক্রান্ত এলাকা থেকে দূরে থাকুন।
- গ্যাস মাস্ক এবং চোখের প্রটেক্টিং গগলস (চশমা) সঙ্গে রাখুন এবং যখনই দরকার হয় পরে ফেলুন। নির্মাণকাজে ব্যবহার করা মাস্ক বা ধুলাবালি প্রতিরোধী মাস্কও কিছুটা সুরক্ষা দেবে।
- কাপড় দিয়ে মুখ, নাক ও চোখ বেঁধে কিছুটা সুরক্ষা সম্ভব, তবে ভেজা কাপড় নয়।
- কাঁদানে গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী বলে সহজে ওপরে ওঠে না, তাই আক্রান্ত হলে দ্রুত উচু জায়গায় অবস্থান নিন।
- ঘটনাস্থলে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহৃত হলে বাতাসের উলটো দিকে থাকুন।
- কাঁদানে গ্যাসের ধোয়া কাপড়ে লেগে থাকে। তাই বাড়তি পোশাক সঙ্গে রাখুন এবং আক্রান্ত হলে পোশাক বদলে নিন।

- তৈলাক্ত ক্রিম, লোশন বা মেকআপ নিয়ে স্পটে যাবেন না, এসব কাঁদানে গ্যাসে থাকা ক্রিস্টালকে তৃকের সঙ্গে আটকে রাখে, ফলে জ্বালাপোড়া বাঢ়ে।
- চোখ বা শরীরের আক্রান্ত অংশ ঘষবেন না, যত দ্রুত সম্ভব ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধূয়ে ফেলুন।
- কাঁদানে গ্যাস কাপড়ে দীর্ঘদিন লেগে থাকে তাই ভালোভাবে না ধূয়ে নিলে পরেও আপনি গ্যাসে আক্রান্ত হতে পারেন।
- কাঁদানে গ্যাসে আক্রান্ত হলে চোখের কন্টাক্ট লেঙ্গ দ্রুত খুলে ফেলুন।
- এলাকার পরিচিত ল্যান্ডমার্ক চিনে রাখুন, যেন গ্যাসের কারণে দেখতে সমস্যা হলেও পথ চেনা যায়।



## সন্ত্রাস ও সংঘাতে সাংবাদিকের নিরাপত্তা

জঙ্গি হামলা বা তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান সাম্প্রতিক সময়ে দেশে অনেক খবরের জন্ম দিয়েছে। জেএমবি নেতা শায়খ আবদুর রহমানকে আটকের অভিযান থেকে শুরু করে হোলি আর্টিজানে হামলা পর্যন্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গেল এক দশকে জঙ্গি বা সন্ত্রাসীদের আক্রমণের ধরন, তাদের ব্যবহার করা বোমা বা অঙ্গের ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক কৌশল, সবকিছুতেই পরিবর্তন এসেছে। একইভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মপদ্ধতিও বদলে যাচ্ছে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের জন্য খবর সংগ্রহও দিনে দিনে বুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঠিকমতো প্রস্তুতি না নিলে এসব ঘটনায় সাংবাদিকরা যেমন সন্ত্রাসীদের টাগেটি হতে পারেন, তেমনি শিকার হতে পারেন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনারও। সন্ত্রাসী হামলার সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাড়তি সাবধানতা এখন আরো জরুরি হয়ে পড়ছে; কেননা, সাম্প্রতিক প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা প্রথম লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর পর গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য অপেক্ষায় থাকে এবং আত্মাভূতী হামলা চালায়। তাই এমন ঘটনা সংবাদ সংগ্রহ করার সময় অবশ্যই কতগুলো নির্দেশনা মেনে চলা উচিত।

## অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে কী করবেন

- আগেই গবেষণা করুন, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জঙ্গি বা সন্ত্রাসী সংগঠনের হামলা বা অন্ত ব্যবহারের ধরন কী। সেই তথ্য মাথায় রেখে পরিকল্পনা করুন, ঘটনাস্থলে আপনি কোথায় অবস্থান নেবেন।
- যদি আগে একই ধরনের ঘটনা কাভার করে থাকেন, সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। অথবা আগে এমন ঘটনা যারা কাভার করেছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে নিজের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করুন।



- ঘটনার এলাকা সম্পর্কে আগেই ধারণা নিন। কোন পথে যাবেন, বিপদে পড়লে কোন পথ দিয়ে বের হবেন এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সহকর্মীদের সঙ্গে কোথায় মিলিত হবেন আগেই ঠিক করে রাখুন।
- নিজের পরিচয়পত্র, হেলমেট ও বুলেট প্রফ জ্যাকেটসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম সঙ্গে নিন।
- খাবার, বিশুদ্ধ পানি, ফোন এবং ব্যাটারি চার্জার সঙ্গে রাখুন, কারণ এসব ঘটনা দীর্ঘ সময় চলতে পারে।
- যে-কোনো বিপজ্জনক ঘটনায় কী করবেন তা আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখুন।

### সাংবাদিকরা সাধারণত যেসব ভুল করেন

- গুলি বা বোমার স্প্লিন্টার কোন দিক থেকে আসবে না বুঝেই অবস্থান নেওয়া।
- ছবি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ছাদ, প্রাচীরের ওপর বা ঘটনাস্থলের খুব কাছে অবস্থান করা।
- অপারেশনে থাকা সশস্ত্র পুলিশের ছবি তোলা বা টেলিভিশনে এর সরাসরি বর্ণনা দেয়া।
- বিফোরক দ্রব্য সম্পর্কে না জানা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোনো নিরাপত্তা-সরঞ্জাম ব্যবহার না করা।
- অতি উৎসাহ বা অতি কৌতৃহল দেখানো অথবা সহকর্মীদের বড় দল নিয়ে ঘোরাঘুরি করা।
- দলছুট হয়ে অভিযান এলাকায় একা ঘোরাফেরা করা।
- ঘটনার অগ্রগতি সম্পর্কে দীর্ঘ সময় অবহিত না থাকা।

## ঘটনাস্থলে কীভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখবেন

- পরিচয়পত্র সব সময় প্রদর্শিত অবস্থায় রাখুন।
- ঘটনাস্থলে পৌছেই পুলিশের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিন।
- গুলি বা স্প্লিন্টার থেকে রক্ষা পেতে কোন দিক থেকে গুলি বা হামলা হচ্ছে (লাইন অব ফায়ার) বুঝে অবস্থান নিন।
- বিপদে পড়লে কংক্রিটের দেয়াল অথবা পুলিশ কমান্ড সেন্টারের পেছনে আশ্রয় নিন।
- দলবদ্ধ অবস্থায় থাকুন; দল বেশি বড় করবেন না, তাতে হামলাকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারেন।
- ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকতে পারে; অফিসে সংবাদ, ছবি বা ভিডিও পাঠানোর বিকল্প ব্যবস্থা রাখুন।
- কথা বলা, আচরণ ও আলোচনার সময় সতর্ক থাকুন, বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।
- স্থানীয় লোকজন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করুন।



## ঘটনাস্থলে বোমা বা বিস্ফোরক পেলে কী করবেন

জঙ্গিদের ও সজ্জাসীরা ইদানীং প্রায়ই বিস্ফোরক বা আইইডি (Improvised Explosive Device) ব্যবহার করে। আইইডির বিস্ফোরণে খুব কম সময়ে অনেক মানুষ আহত ও নিহত হতে পারে। জনতার ভিত্তির মধ্যে এসব অস্ত্র ব্যবহার করলে বা করার আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুবই কঠিন। এগুলো সাধারণত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন হয়। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা এসব পর্যবেক্ষণ বা নাড়াচাড়া করেন। কোথাও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলে বা বিস্ফোরক নিক্রিয় করার পরিস্থিতি তৈরি হলে কিছু সাধারণতা অবলম্বন করুন।



- কোথাও বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে বাড়িতি সতর্কতা অবলম্বন করুন। কারণ সেখানে অবিস্ফোরিত অবস্থায় আরো বোমা থাকতে পারে।
- পুলিশ পৌছানোর আগেই আপনি ঘটনাস্থলে গেলে বোমাসদৃশ যে-কোনো বস্তু, ব্যাগ, বস্তা বা বাল্ল থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। অতিরিক্ত কৌতুহল প্রাণহানির কারণ হতে পারে।
- বোমা নিক্রিয়কারী ইউনিটের নির্দেশনা মেনে সংবাদকর্মীদের নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে, কারণ তারা বোমার আকার ও ক্ষমতা বুঝে কত দূরে থাকতে হবে সেই নির্দেশনা দেন।
- নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার পরও কোনো কংক্রিটের দেয়াল অথবা ছাউনির নিচে অবস্থান নিন। কারণ স্প্লিন্টার অনেক দূর পর্যন্ত ছড়াতে পারে।
- কোনো কংক্রিটের দেয়াল বা ছাউনি না থাকলে অবশ্যই হেলমেট এবং নিরাপত্তা জ্যাকেট ব্যবহার করবেন। প্রয়োজনে গাড়ি বা ভারী বস্তুর পেছনে আশ্রয় নিতে পারেন।
- বাতাসের বিপরীতে অবস্থান নেওয়া উচিত, যাতে কোনো বিপজ্জনক গ্যাসে আক্রান্ত না হন।
- একেক্ষেত্রে পূর্বভিজ্ঞতার ওপর ভরসা না করাই ভালো, কারণ প্রতিটি বিস্ফোরকের চরিত্র আলাদা।

## সংঘাত বা যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিক কী করবেন

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি বা যুদ্ধক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন খুব একটা প্রাসঙ্গিক না হলেও বিষয়টি জেনে রাখা ভালো। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা যেভাবে বিবর্তিত হচ্ছে, তাতে যে-কোনো গণমাধ্যমের সাংবাদিক অন্য দেশে যুদ্ধ কাভার করতে যেতে পারেন। আবার মিয়ানমার সীমান্তে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য গেলে পেতে রাখা মাইনের ঝুঁকি, ওত পেতে থাকা সৈন্যদের গুলি বা অপহরণের ঝুঁকিকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যারা সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে রিপোর্ট করতে যাবেন তারা নিম্নোক্ত সতর্কতাগুলো অবলম্বন করতে পারেন।



- ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করুন।
- স্থানীয় সংস্কৃতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে জানুন এবং সংঘাত এলাকার হালনাগাদ তথ্য জানার চেষ্টা করুন। তবে পরিস্থিতি দ্রুতই পাল্টে যেতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

- সংশ্লিষ্ট দেশের সীমান্ত ও অভিবাসন আইন এবং ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন।
- অ্যাসাইনমেন্টের আগে সম্পাদক পর্যায়ে দায়িত্বশীল একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রস্তুতি পর্যালোচনা করুন।
- যাওয়ার আগে বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিন।
- সাংবাদিক বা টিভি পরিচয় দৃশ্যমান এমন হেলমেট এবং জ্যাকেট পরুন, যাতে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কাছে বেসামরিক পরিচয় স্পষ্ট হয়। মনে রাখবেন, আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধক্ষেত্রেও বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।



## বৈরী পরিবেশে সাংবাদিকতা

বৈরী পরিবেশ মানে হচ্ছে এমন জায়গা বা পরিস্থিতি যার ওপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এটি হতে পারে যুদ্ধক্ষেত্র বা সংঘাতময় এলাকা, আপনি অনুসন্ধান করছেন এমন কোনো রাজনীতিবিদ বা প্রভাবশালী ব্যক্তির নিজ এলাকা বা কর্মক্ষেত্র, কোনো সংঘবন্ধ অপরাধী দল বা জঙ্গিগোষ্ঠীর বিচরণক্ষেত্র, এমনকি নিছক কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি-খেখানে আপনি কোনো অপরাধীর সাক্ষাত্কার নিতে যাচ্ছেন। সাংবাদিকরা হরহামেশাই নিজ কর্ম-এলাকার বাইরে এমন পরিবেশে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান। এমন যে-কোনো অ্যাসাইনমেন্টেই তারা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন। বিশেষ করে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য এ ধরনের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। অ্যাসাইনমেন্টের ধরন, শক্র ক্ষমতা, পরিস্থিতির তাৎক্ষণিকতা অনুযায়ী বিপদের ধরনও আলাদা আলাদা রকমের হতে পারে। যেমন :

- প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে, তার অনুসারীরা আপনাকে আটকে নির্যাতন করতে পারে।
- কোনো সংঘবন্ধ অপরাধী চক্র বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে নিয়ে অনুসন্ধানের সময় আপনি অপহরণের শিকার হতে পারেন।
- দুর্যোগ-পরিস্থিতিতে সংকুল স্থানীয়রা যে-কোনো মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে আপনাকে ঘিরে ধরে হামলা করতে পারে।
- অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তার লোকজন সাক্ষাত্কার নেওয়ার সময়ই আপনাকে অবরুদ্ধ করতে পারে।

### বৈরী পরিবেশে ঝুঁকি

- আটকে রেখে নির্যাতন
- সংঘবন্ধ গোষ্ঠী কর্তৃক অপহরণ
- সংবাদ প্রকাশের পর হমকি ও চাপ
- টার্গেটেড বা পরিকল্পিত আক্রমণ
- অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক হামলা

- সংবাদ প্রকাশের পর আপনাকে হত্যা বা হামলার হুমকি দেওয়া হতে পারে।
- টার্গেটেড অ্যাটাক বা শুধু আপনাকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিত হামলা হতে পারে।

এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সচেতনতা। এজন্য অনেক দেশেই মাঠে নামার আগে সাংবাদিকদের জন্য হস্টাইল এনভায়রনমেন্ট ট্রেনিং বাধ্যতামূলক। যে-কোনো পরিস্থিতিতে কী ধরনের বিপদে আপনি পড়তে পারেন তা আগে থেকে আঁচ করতে পারলে, ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায়। এ কারণে সবখানেই সাংবাদিকের নিরাপত্তায় ঝুঁকি যাচাই ও তা মোকাবিলার আগাম পরিকল্পনা তৈরিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সহায়িকার পরবর্তী অংশে ঝুঁকি যাচাই নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

## সাংবাদিক অপহরণ

বাংলাদেশে সাংবাদিক অপহরণের ঘটনা নেহাত কম নয়। বিশেষ করে ঢাকার বাইরের সাংবাদিকরা এ ধরনের ঘটনার শিকার হল বেশি। এই অপহরণের ধরণ একেক ক্ষেত্রে একেক রকম। যেমন, বগুড়ায় একজনকে তুলে নিয়ে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণের চেকে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়। জয়পুরহাট ও সুনামগঞ্জে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সাংবাদিকদের অপহরণ করেছেন, এমন খবরও পত্রিকাগুলোতে চোখে পড়ে। নিরাপত্তা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে রাতে ঘর থেকে সাংবাদিককে তুলে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা মুক্তি পেয়েছেন।



### অপহরণের ঝুঁকি কোথায় কেমন

কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট- সিপিজের হিসাবে ২০০৭ থেকে ২০১১- এই পাঁচ বছরের তথ্য অনুসারে কেবল আফগানিস্তানেই ২০ জন সাংবাদিক অপহৃত হয়েছেন। এই দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে আছে কলম্বিয়া, ফিলিপিন্স, রাশিয়া, ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মের্সিকো ও সোমালিয়া। রিপোর্টার্স উইন্ডাউট বর্ডারস- আরএসএফ-এর হিসাবে, ২০০০ সাল থেকে কেবল মের্সিকোতে ২৩ জন সাংবাদিক গুম বা অপহরণের শিকার হয়েছেন। আরএসএফ বলছে, বাংলাদেশের সাংবাদিকরাও এমন ঝুঁকিতে রয়েছেন।

আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে জঙ্গিগোষ্ঠীরা যেভাবে অপহরণের ঘটনা ঘটায়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি তেমন নয়। তবে সংবাদ সংগ্রহ করতে কোনো এলাকায় গিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি বা অপরাধী গ্রুপের কর্মীদের হাতে আটকে পড়া বা অবরুদ্ধ হওয়ার ঘটনা হ্রামেশাই ঘটেছে। মাঠে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে, রিপোর্ট প্রকাশের পর প্রতিশোধ হিসেবে কিংবা মুক্তিপণের জন্য যে-কোনো সময়ই একজন সাংবাদিক অপহরণের শিকার বা অবরুদ্ধ হতে পারেন। এমনকি জঙ্গিগোষ্ঠী বা পার্বত্য এলাকায় বিছিন্নতাবাদী সংগঠনের হাতে অপহরণের শক্তাও কম নয়। খেয়াল রাখতে হবে, এ ধরনের ঘটনা ঘটে আকস্মিকভাবে। হয়তো প্রতিদিনই গুরুতর অপহরণের ঘটনা ঘটে না; কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বিপদ এক দিনই হয় আর তার শিকার যে-কেউ হতে পারে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক বা মতাদর্শিক দৰ্দ, আর্থিক কেলেঙ্কারি, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, দুর্ঘোগ ও দুর্ঘটনা, চোরাচালান ও পাচার, এমনকি সামরিক, আধাসামরিক বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ে এ ধরনের ঝুঁকি আছে। সব ক্ষেত্রেই বিপদ মোকাবিলা করে আপনাকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরে আসতে হবে। পরিকল্পনা অনুসারে আপনার রিপোর্টিংও করতে হবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে নিরাপদ রাখার বিষ্ণুরিত কৌশল লেখা আছে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস- সিপিজের সাংবাদিক নিরাপত্তা সহায়িকায়। আরো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সেইফটি ইনসিটিউট- ইনসির ওয়েবসাইটে। সেখান থেকেই কিছু পরামর্শ এখানে তুলে ধরা হলো।

## অপহরণ বা অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কী করবেন

- মাঠে যাওয়ার আগে ভাবতে হবে সেখানে অবরুদ্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি আছে কি না। সেটা যাচাই করে আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে।
- আপনি কোথায় কীভাবে যাবেন, কার কার সঙ্গে কথা বলবেন- তাদের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে রাখুন যেন আপনি হারিয়ে গেলেও এসব ঠিকানা বা নম্বর আপনাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে।
- ঝুঁকিপূর্ণ স্পটে যাওয়ার আগে আপনার অফিস বা বিশ্বস্ত কাউকে জালান। কর্তৃপক্ষ পর পর আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন সে ব্যাপারে আলোচনা করে নিন। আপনার কোনো খবর না পেলে যথাসময়ে কী পদক্ষেপ নেবেন তারও একটি পরিকল্পনা করুন। আগেই নির্ভরযোগ্য কাউকে জানিয়ে রাখা মানে অপহরণের পর আপনাকে উদ্বারের অর্ধেক কাজ এগিয়ে রাখা।
- অপহরণ বা গুমের পর আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে তারা ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং নিজের সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য ইন্টারনেটে শেয়ার না করাই ভালো। আপনি যতই প্রাচারে বিশ্বাসী হন না কেন- আপনি আপনার ব্যক্তিগত, পরিবার বা কর্মক্ষেত্রের তথ্য যত বেশি ইন্টারনেটে শেয়ার করবেন, তত বেশি বিপদ ডেকে আনবেন।



## অপহরণ বা আটক হলে কী করবেন

- অপহরণের প্রথম কয়েক মিনিট খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতেই যদি দেখেন চারপাশে লোকজন আছে, তাহলে চি�ৎকার করে সাহায্যের জন্য ডাকুন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত প্রথম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিতে হবে। কেউ না থাকলে নিজেকে শান্ত রাখুন।
- কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আপনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে- তাহলে লড়াই করুন, চি�ৎকার করুন এবং কারো দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করুন। যথাসময়ে ঝুঁকি নেওয়া খুবই জরুরি, খুব দেরি হয়ে যাবে যদি খারাপ কিছু ঘটে যায়।



- অপহরণকারীরা আপনাকে ধরে ফেললে আর প্রতিরোধ করে খুব একটা লাভ হয় না। এ সময় তাদের বাধা দিলে বরং বিপদ আরো বাড়তে পারে। তারা আপনাকে গাড়ি বা কোনো বাহনে তুলে ফেললে পালানোরও আর সুযোগ থাকে না।
- অপহরণ হয়ে গেলে ঘাবড়াবেন না, উভেজিত হবেন না বা চিংকার করবেন না। আপনার নিজের সম্মান বজায় রেখে তাদের সঙ্গে আচরণ করুন। কারণ আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির গায়ে হাত তোলা মনন্তাত্ত্বিকভাবেই কঠিন।  
পরবর্তী কৌশল ঠিক করার জন্য চারপাশ পর্যবেক্ষণ করুন। কারা অপহরণ করেছে, তাদের হাতে আগ্রেয়ান্ত্র আছে কি না, কতজন আছে সেই দলে, তারা কি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, তাদের কি পূর্বপ্রস্তুতি ছিল, আচরণ কেমন, ইত্যাদি তথ্য নিন।
- আপনাকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছে সেই জায়গা কোথায় হতে পারে, আশপাশ থেকে গাড়ির হৰ্ণ বা আজানের শব্দ এমন কিছু শোনা যাচ্ছে— এ জাতীয় তথ্যও জানার চেষ্টা করুন।
- অপহরণের পর আপনার প্রধান কাজ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। এজন্য অপহরণকারীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখুন, ভালো ব্যবহার করুন। কথা বলুন। বোঝার চেষ্টা করুন, আপনাকে কোন উদ্দেশ্যে আটকে রাখা হয়েছে।
- অপহরণকারীরা যা বলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্রয়োজনে আপনার স্টোরি সম্পর্কে তাকে জানান, আপনার নিরপেক্ষ অবস্থান বা ভূমিকা সম্পর্কে বলুন। আপনি যেসব পক্ষের মতামত তুলে ধরে রিপোর্ট করেন, তা বোঝানোর চেষ্টা করুন।
- কোনো দল বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে অপহৃত হলে এমন কিছু করবেন না, যেন আপনাকে দল থেকে আলাদা করে ফেলে। একে অন্যকে সাহস ও পরামর্শ দিন। তবে সাবধান থাকবেন, অপহরণকারীরা যাতে একে সন্দেহের চোখে না দেখে।
- ছোটখাটো সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। অপহরণকারীদের নেটওয়ার্ক অনেক বড় হতে পারে। পালানোর কারণে আপনি আরো বেশি বিপদে পড়তে পারেন।

## অপহরণ বা অবরুদ্ধ হলে নিউজরুম বা প্রতিষ্ঠান কী করবে

- উদ্বারের জন্য প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।  
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরিবারকে আশ্বস্ত করা জরুরি।
- উদ্বারের জন্য মধ্যস্থতাকারী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা একসঙ্গে করুন।
- অপহরণকারীরা অপপ্রচার বা আটক সাংবাদিকের পরিবারের ক্ষতির চেষ্টা করতে পারে।  
প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সতর্কতা বা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তায় পরিবারকে সহযোগিতা করতে পারে।
- প্রতিষ্ঠান যা-ই করক পরিবারের সম্মতি নিয়েই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে- এতে উভয়ের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি হবে না।



## আটক অবস্থায় জরুরি সতর্কতা

আপনি পালাবেন কি পালাবেন না তা আসলে নির্ভর করবে কারা, কী উদ্দেশ্যে আপনাকে আটকে রেখেছে এবং তাদের শক্তি বা ক্ষমতা কেমন তার ওপরে। তবে কিছু কিছু চিহ্ন মনে রাখবেন। যা আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। যেমন : অপহরণকারীরা যদি আপনার ব্যক্তিগত পরিচিতি সম্পর্কে একটু পরপর খুঁটিনাটি তথ্য জানতে চায়, ধরে নিতে পারেন, কেউ আপনার মুক্তির জন্য তাদের সঙ্গে দর-কষাকষি করছে। তখন না পালিয়ে বরং অপেক্ষা করা ভালো।



আবার অপহরণকারীরা যদি আপনাকে খাবার দেওয়া বন্দ করে দেয় বা তাদের পরিচয় আর লুকানোর চেষ্টা না করে- তখনই সতর্ক হোন। এর অর্থ এমনও হতে পারে, যে তারা আপনাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চারপাশে খুব হাইচাই, শব্দ বা গোলাগুলির মানে হতে পারে কেউ আপনাকে উদ্ধারের জন্য এসেছে। তখন উদ্বেজিত হবেন না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ তখনে জানে না আপনি অপহরণকারী না অপহরণের শিকার। তাই তারা যা বলে তা-ই করুন। এমনকি তারা আপনার হাতে হাতকড়া পরাতে গেলেও বাধা দেবেন না। সুযোগ বুঝে আপনার পরিচয় দিন।

### কেস স্টাডি ১



#### অনুসন্ধানী সাক্ষাত্কার নিতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার

শিশির মোড়ল  
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, প্রথম আলো



অনুসন্ধানে যাবার আগে আপনি কি  
অফিসে জানিয়েছিলেন?

শিশির : আমি বিষয়টা এক সহকর্মীকে  
জানিয়েছিলাম, তবে খুব গুরুত্বের সঙ্গে  
জানাইনি।

আপনার প্রতিষ্ঠানে কি নিরাপত্তা ও  
সুরক্ষায় নীতিমালা আছে?

শিশির : ঠিক প্রতিষ্ঠানিকভাবে নয়,  
আমরা সহকর্মীরা একে অন্যকে জানিয়ে  
যাই। যেন তারা প্রয়োজনে সাহায্য করতে  
পারে।

অনুসন্ধানের সময় আপনার সঙ্গে কে  
যোগাযোগ করেছিল?

শিশির : আমার গাড়িচালককে ফোন  
করতে বলেছিলাম কিন্তু আমাকে না পেলে  
কী করতে হবে, সেই নির্দেশনা দেওয়া  
হয়ে ওঠেনি।

বিপজ্জনক অনুসন্ধানে অফিস বা  
পুলিশকে জানানো দরকার?

শিশির : বিপজ্জনক কোনো জায়গায়  
যাওয়ার আগে অফিসে সম্পাদক বা  
সিনিয়র কাউকে জানিয়ে রাখলে ভালো  
হয়। আক্রমণ হওয়ার ভয় থাকলে লোকাল  
থানা পুলিশকে জানিয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়া  
নিরাপদ।

পরে কি আপনি এ সংক্রান্ত রিপোর্ট  
করতে পেরেছিলেন?

শিশির : হ্যাঁ করেছিলাম। তবে আমার  
সঙ্গে রেকর্ডের থাকলেও, তরেজ রেকর্ড  
করার সুযোগ হ্যালি। স্পাই ক্যামেরা  
ব্যবহার করতে পারলে আরো ভালো  
হতো।

আপনার অভিজ্ঞতা থেকে সাংবাদিকদের  
কী শেখার আছে?

শিশির : বিশেষ কোনো অনুসন্ধানের সময়  
সাংবাদিকরা অনিরাপদ থাকে। যে-কোনো  
ধরনের আঘাত আসতে পারে তাই সতর্ক  
থাকা জরুরি।

আমি প্রথমে এক সোর্সের মাধ্যমে খবর পাই ঢাকার শিকদার মেডিকেলের একজন চিকিৎসক  
শফিউল আজম সরকারি চাকরি না ছেড়ে শিকদার মেডিকেল কলেজে চাকরি করছেন এবং একসঙ্গে  
একাধিক ডিপ্রি ও পদ ব্যবহার করছেন।

সেই সময় ব্যক্তিগত কাজে চট্টগ্রামে যাই আমি। সেখানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের  
সামনে শফিউল আজমের চেম্বারে রোগী সেজে দেখা করি। চেম্বারের সামনের সাইনবোর্ডে তার  
নামের সঙ্গে একাধিক পদের ব্যবহার দেখতে পাই। তবে সেই সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস না করে  
একজন সাধারণ রোগীর মতো তার সঙ্গে কথা বলি। তিনি বলেন, যেহেতু ঢাকাতে থাকেন সেহেতু  
কোনো একদিন সময় সুযোগমতো ঢাকায় আসেন।

পরে ঢাকা এসে ২০১৪ সালের ১৩ মে সকালে শিকদার মেডিকেলে ফোন করে সাংবাদিক পরিচয়  
দিয়ে ওনার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যাওয়ার সময় আমি অফিসের একজন সহকর্মী, যিনি ক্রাইম  
রিপোর্টের তাকে ক্যাজুয়ালি জানাই। পাশাপাশি আমার গাড়ির ড্রাইভারকে বলি, একটু পরপর  
আমাকে ফোন দিতে।

শিকদার মেডিকেলটা একটু বিচ্ছিন্ন এলাকায় আর নির্জন। আমি যখন চিকিৎসকের রুমে ঢুকলাম,  
সেখানে চিকিৎসক এবং আরো দুজন লোক ছিলেন। আমি বললাম, আপনার বিরণকে দুর্নীতির  
অভিযোগ আছে। তিনি বললেন, কী ধরনের অভিযোগ? আমি বললাম, আপনি নিজের ভিজিটিং  
কার্ড ও সাইনবোর্ডে একাধিক পদবি ব্যবহার করছেন এবং সরকারি চাকরি ছেড়ে না দিয়ে  
বেসরকারি হাসপাতালে পূর্ণকালীন চাকরি নিয়েছেন। আপনি কখনো সহকারী অধ্যাপক, কখনো  
সহযোগী অধ্যাপক আবার কখনো শুধু অধ্যাপক পদবি ব্যবহার করছেন বলে তথ্য আছে।

অভিযোগটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কিন্তু হয়ে আমাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেন। চড়, থাঙ্গড়, কিল, ঘূঁষি ও লাথি মারতে শুরু করেন। আরো কয়েকজন সেখানে এসে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে পাশের একটি কক্ষে আটকে রাখেন। তারা আমার পকেট থেকে মোবাইল ফোন, পরিচয়পত্র ও মানিব্যাগ কেড়ে নেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে তারা আমাকে আটকে রাখেন। শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করেন এবং গালাগাল ও হৃষিকিধমকি দিতে থাকেন। মোবাইল ফোন সঙ্গে না থাকায় আমি কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। আমার গাড়ির ড্রাইভার নিয়মিত আমাকে কল করছিল, কিন্তু সে জানত না আমি ফোন রিসিভ না করলে সে কী পদক্ষেপ নেবে। আমি তাকে আগে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনাও দেই নাই।

এক পর্যায়ে শফিউল আজম ও তার সঙ্গে থাকা লোকজন আমাকে হৃষিকি দিয়ে কাগজে জোর করে স্বাক্ষর নেন। সেই কাগজে লেখা ছিল যে, আমি তথ্য অনুসন্ধানে এসেছিলাম। কিন্তু কোনো তথ্য পাই নাই। আমি এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি এবং আর করব না ইত্যাদি। এরপর তারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসে, আমার সঙ্গে কথা বলে এবং তারপর তারা আমাকে উদ্ধার করে।



## অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ঝুঁকি

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সব দেশে সব পরিস্থিতিতেই কমবেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এটি দুর্নীতি ও অনিয়ম তুলে ধরে এবং তার সঙ্গে জড়িতদের মুখোশ উন্মোচন করে। এ কারণে প্রতিশোধমূলক হামলা, মামলা, হৃষিকি, চাপ এবং হয়রানিসহ নানারকম ঝুঁকি এ ধরনের সাংবাদিকদের জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ঝুঁকি যে শুধু মাঠ পর্যায়ে সংবাদ সংগ্রহ বা অভিযুক্তদের মুখোমুখি হওয়ার থাকে, সবসময় তা নয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পরও মামলা এবং হৃষিকির ঝুঁকিতে থাকেন সাংবাদিকরা। এ ক্ষেত্রে ঝুঁকি



এড়াতে যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কার্যক্রম নিয়ে অনুসন্ধান করা হবে তাদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব আগাম গবেষণা করা, স্থাপনাগুলো রেকু করা, তাদের অতীত জানা, অপরাধের রেকর্ড আছে কি না, থাকলে সেগুলোর ধরন ও প্রকৃতি জেনে নেওয়া জরুরি। এসব তথ্যের আলোকেই দরকারি প্রস্তুতি নিতে হবে। এরপর প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই বা ফ্যাক্টচেক করা এবং প্রতিবেদন লেখার পর কোনো আইন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নেওয়া জরুরি। এসব পদক্ষেপ আইনি ঝুঁকি থেকেও সাংবাদিককে সুরক্ষা দেবে।

## মাঠ পর্যায়ে নিজেকে নিরাপদ রাখতে কী করবেন

- সবার আগে নিজে সতর্ক হোন, মাথায় রাখুন যে-কোনো সময়ই আপনি বিপদে পড়তে পারেন।
- যে-কোনো অ্যাসাইনমেন্টের আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদে পড়ার ক্ষেত্রে চিহ্নিত করুন।
- যে ধরনের বিপদে পড়ার শঙ্কা আছে, তা মোকাবিলার আগাম পরিকল্পনা তৈরি করুন।
- যেসব সহকর্মী আগে একই ধরনের প্রতিবেদন করেছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন।
- অ্যাসাইনমেন্ট এলাকায় যারা বিপদের কারণ হতে পারে তাদের নাম-ঠিকানাসহ তালিকা করুন। যারা আপনাকে বিপদ থেকে উদ্বার করতে পারবে তাদের নাম ও ফোন নম্বরসহ তালিকা সঙ্গে রাখুন। অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগেই স্থানীয় পুলিশের ফোন নম্বর এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহে রাখুন।
- যাকে বা যে গোষ্ঠীকে নিয়ে অনুসন্ধান করছেন তাদের আচরণ সম্পর্কে আগেই জেনে নিন।
- যেখানে যাবেন সেখানকার সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতি সম্পর্কে জানুন এবং মেনে চলুন।
- আপনার গতিবিধি কাউকে জানিয়ে রাখুন, যাতে বিপদে পড়লে ব্যবস্থা নিতে পারে।
- ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধানে গোপন ক্যামেরা/রেকর্ডার ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন।



## অপরিচিত পরিবেশে সতর্কতা

- জনাকীর্ণ বা সংঘাতময় স্থানে বেশি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়বেন না, ভিড় থেকে বেরোনোর পথটি সম্পর্কে ধারণা রাখুন।
- স্পটে বা অপরিচিত কোনো স্থানে রাতে থাকতে হলে আপনার হোটেল বা আবাসনের ব্যবস্থা যেন নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়।
- নিচতলায় থাকবেন না এবং নিশ্চিত হোন হোটেলটি আপনার অনুসন্ধানের আওতাভুক্ত নয়।
- রামের দরজা সব সময় লক রাখবেন। প্রয়োজনে আপনার নিজস্ব তালা ব্যবহার করতে পারেন। বিপদের আশঙ্কা আছে এমন পরিস্থিতি বা জায়গায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় থাকবেন না।



- ফাঁকা জায়গা, নির্জন সড়ক বা গলিপথে একা বা অপরিচিত লোকের সঙ্গে যাবেন না।
- অপরিচিত লোকের দেওয়া খাবার, পানীয় বা কোনো ধরনের নেশাজাতীয় জিনিস নেবেন না।
- স্থানীয় ট্যাক্সি বা ভাড়া করা গাড়ি ব্যবহারে সতর্ক থাকবেন। কারো সঙ্গে ট্যাক্সি বা গাড়িতে শেয়ার করে উঠবেন না। সম্ভব হলে বাস, ট্রেন বা গণপরিবহন ব্যবহার করা ভালো।

## হৃষকি পেলে কী করবেন

কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান বা রিপোর্ট কাভার করতে আপনি হৃষকির মুখে পড়তে পারেন। সে হৃষকি কেবল আপনার রিপোর্ট বন্ধ করার কৌশল হিসেবেই নয়, বরং সত্যিই আপনার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। সিপিজের গবেষণা বলছে, বিশে খুন হওয়া সাংবাদিকদের অন্তত ৩৫ শতাংশই তাদের ওপর আক্রমণের আগে হৃষকিধর্মকির শিকার হয়েছেন। তাই যে-কোনো ধরনের হৃষকি এড়িয়ে গেলে চলবে না। একে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। হৃষকির পর তা মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ নেবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার সমাজ, আইনের শাসন, সরকার বা রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর। যেখানে আইনের প্রয়োগ ও সুশাসন আছে, ন্যায়বিচার নিশ্চিত আছে সেখানে পুলিশের কাছে হৃষকির বিষয়ে অবহিত করাই যথেষ্ট। যেখানে সুশাসন, ন্যায়বিচার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর আস্থা কম, সেখানে পুলিশকে অবহিত করা বা মামলা করলেই সমস্যার সমাধান হবে, এমন নয়। তার পরও হৃষকির মোকাবিলায় যা যা করতে পারেন।



- কোনো ধরনের হৃষকি পেলে অবশ্যই তার খুঁটিনাটি সম্পাদক বা প্রধান প্রতিবেদককে জানাতে হবে। অথবা বিশ্বস্ত কোনো সহকর্মীকেও জানাতে পারেন, প্রয়োজনে যেন তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। হৃষকির বিষয়টি সংবাদ আকারে ছাপতে বা প্রচার করতে পারেন।
- অনেক বেশি হৃষকি পেলে, পরিস্থিতি বেশি ভয়ংকর হলে প্রয়োজনে আপনার নির্দিষ্ট বিট বা বিষয়ে কাজ থেকে সাময়িক বিরতি নিন। বিষয়টি অন্য রিপোর্টারকে ফলো করতে বলুন। দরকার হলে বিট পরিবর্তন করে ফেলুন।
- খুব বেশি ঝুকিপূর্ণ বা ভয়ংকর কিছুর আশঙ্কা থাকলে শহর বা দেশ ছেড়ে সাময়িক বা কিছুদিন অন্য কোথাও থাকুন। নিজের পরিবার ও সন্তানসহ অন্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- হৃষকি কি ব্যক্তিগত, আপনার পরিবার বা সন্তানের, নাকি আপনার কর্মক্ষেত্রও-নিরাপত্তা ঝুঁকিতে সেটা জেনেবুঁৰো চলুন।
- ব্যক্তিগতভাবে হৃষকির মুখে থাকলে দৈনন্দিন রুটিটি বদলে ফেলুন। আপনার শক্ত আপনার জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আপনার দুর্বলতম এবং বেখেয়াল অবস্থাকেই হামলার জন্য বেছে নেবে।
- প্রতিদিন যে সময়ে বের হন সেই সময় বদলান। যে পথ দিয়ে নিয়মিত চলাচল করেন তার বিকল্পগুলো ব্যবহার করুন; কোনো জায়গাতেই দীর্ঘ সময় থাকবেন না।

- প্রয়োজনে বাসা এবং অফিসে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সব সময়ে বিশ্বস্ত কাউকে সঙ্গে রাখার চেষ্টা করুন।
- প্রিয় পোশাক বা পরিধেয় সাময়িক সময়ের জন্য বর্জন করুন, যাতে পোশাক দেখে আপনাকে সহজে শনাক্ত না করা যায়।
- সন্দেহজনক কাউকে দেখলে কৌশলে তাকে/তাদেরকে এড়িয়ে চলুন।
- অপরিচিত পার্সেল নিরাপত্তাব্যবস্থায় ক্ষ্যাতি না করে ছাই বা খুলবেন না।

## কেউ কি আপনাকে অনুসরণ করছে?

অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা সব সময়ই কমবেশি ঝুঁকিতে থাকেন। রিপোর্ট প্রকাশের পর অথবা আপনি কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন তা জানাজানি হওয়ার পর যে-কোনো সময়ই পরিকল্পিত হামলার আশঙ্কা থাকে। টার্গেটেড অ্যাটাকের ক্ষেত্রে শক্তদের কেউ-না-কেউ আপনার গতিবিধি অনুসরণ করবে। এমন পরিস্থিতিতে সতর্কতার স্বার্থে যা মাথায় রাখা জরুরি :



- কোনো ব্যক্তি বা গাড়িকে নিয়মিত আপনার বাসা, চলাচলের পথ বা কর্মক্ষেত্রের আশপাশে দেখলে সন্দেহ করুন।
- সন্দেহজনকভাবে কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে, তাকে চিনে রাখুন।
- নিজের চারপাশের পরিস্থিতি সব সময় খেয়াল রাখুন, স্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে অস্বাভাবিকতা মিলিয়ে দেখুন।
- নিজের অনুভূতির ওপর বিশ্বাস রাখুন, সমস্যা মনে হলেই পুলিশ, নিরাপত্তা রক্ষী বা কর্তৃপক্ষকে জানান।

যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে অনুসরণ করে, তাহলে তাকে চেনার জন্য (ইংরেজিতে A to H নামে পরিচিত) যে ৮টি বিষয় খেয়াল করবেন:

১. বয়স ও লিঙ্গ (A – Age and gender)
২. শরীরের গঠন/মোটা না পাতলা (B – Build)
৩. পোশাক ও গায়ের রং (C – Clothing/Colour of skin)
৪. পরিচিতিমূলক বৈশিষ্ট্য (D – Distinguishing features)
৫. উচ্চতা (E – Elevation/Height)
৬. মুখাবয়ব (F – Facial features)
৭. হাঁটার ধরন (G – Gait)
৮. চুল (H – Hair)

যদি কোনো গাড়ি আপনাকে অনুসরণ করে, তাহলে তাকে চেনার জন্য (ইংরেজিতে স্ক্রিম বা SCRIM নামে পরিচিত) যে পাঁচটি বিষয় খেয়াল করবেন :

১. আকার (S – Shape)
২. রং (C – Colour)
৩. নিবন্ধন (R – Registration)
৪. শনাক্ত করার মতো চিহ্ন (I – Identifying marks)
৫. তৈরির সাল ও মডেল (M – Make and model)



সাংবাদিকের জন্য বিপদ যে-কোনো সময়ই আসতে পারে। অনেক সময় রিপোর্টিংয়ের বিষয়বস্তু ঝুঁকিপূর্ণ না হলেও, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়; বিশেষ করে, অচেনা পরিবেশে কাজের সময়। ধরা যাক, আপনি সাধারণ কোনো বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলেন। কিন্তু আপনি নিয়মিত যে ওযুধ থান, তা সঙ্গে নিয়ে যাননি। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলেন সেখানকার কোনো ফার্মেসিতেই সেই ওযুধ নেই। কিন্তু ওই এলাকায় আপনাকে কয়েক দিন থাকতে হবে। এই সাধারণ অবহেলা একজন রিপোর্টারকে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলতে পারে। আপনার গাড়ি কোনো নির্জন দুর্গম এলাকায় দুর্ঘটনায় পড়ল। অফিসে যোগাযোগ করেছেন, কিন্তু অফিস থেকে আরেকটি গাড়ি বা আপনাকে উদ্ধার করার জন্য কাউকে পাঠাতে দেরি হবে। এবং আপনাকে সেখানে রাত কাটাতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে একটি চার্জলাইট আর মোবাইলের পাওয়ার ব্যাংক আপনার নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই সব রিপোর্টারেরই অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে কিছু সাধারণ প্রস্তুতি থাকা দরকার। তারই একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

## সাংবাদিকদের জন্য চেকলিস্ট

### ব্যক্তিগত জিনিসপত্র

- ওয়ালেটে ব্লাড ডোনার কার্ড রাখা বা একটা লেমিনেটেড কাগজে রক্তের গ্রুপ ও স্বাস্থ্যতথ্য লিখে রাখা। কোনো অ্যালার্জিক কিংবা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে তা লিখে রাখা।
- পর্যাপ্ত অর্থ সঙ্গে রাখা। তবে তা বিশেষ কোনো জায়গায় বা মানিব্যাগের গোপন কূঠুরিতে ভালোভাবে লুকিয়ে রাখতে হবে।
- নিজের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা।



## গাড়িতে কী রাখবেন

- ফ্ল্যাশ লাইট বা ইমার্জেন্সি লাইট
- নিরাপদ পোশাক
- আশপাশের এলাকার মানচিত্র
- কম্বল, খাওয়ার পানি
- স্পেয়ার টায়ার, জ্যাক, ছেটখাটো ঘন্টপাতি

## ব্যাগে কী রাখবেন

- প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, চশমা পরলে একটা বাড়তি চশমা
- সানগ্লাস, কলম, নোটবুক, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ
- চার্জার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ভয়েস রেকর্ডার ইত্যাদি

## ব্যাকপ্যাকে কী ধাকবে

- বিশুদ্ধ পানির বোতল
- বাড়তি ব্যটারি
- প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, অ্যাডাপ্টার, কেব্ল, ইয়ারফোন ইত্যাদি
- যথেষ্ট ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ
- শুকনো খাবার
- ঝাতুভেদে প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড়

## বিদেশে অ্যাসাইনমেন্টে সতর্কতা

বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে সাংবাদিকতা করতে যাওয়ার কিছু আলাদা ঝুঁকি আছে। যারা কোনো নির্দিষ্ট সভা, কনফারেন্স বা কারো আমন্ত্রণে যান তাদের জন্য বিষয়টি কম ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু যারা কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য যাচ্ছেন অথবা কোনো ইভেন্ট কাভার করতে গিয়ে অন্য কোনো স্টোরি করে আনতে চাইছেন, তাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা দরকার। যাওয়ার আগে যা ভাবা জরুরি :



- যে দেশে যাচ্ছেন সেখানে সাংবাদিকদের জন্য আলাদা ভিসা প্রয়োজন? আপনি কি সেই ভিসাতেই যাচ্ছেন? যদি প্রযোজ্য ভিসায় না গিয়ে থাকেন তাহলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে, সে সম্পর্কে কি আপনি যথেষ্ট পড়ালেখা করেছেন?
- আপনি যে দেশে যাচ্ছেন বিদেশি সাংবাদিকদের সম্পর্কে সেই দেশের সরকারের মনোভাব কী? যেমন : ফিলিপাইন বা মালয়েশিয়া বিদেশি সাংবাদিকদের প্রতি বিরুদ্ধ। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করতে যাওয়া আরো ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডায় হয়তো ততটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়।
- অনেক সময় ভালো ফিল্মার রাখা বিদেশে সাংবাদিকতার ঝুঁকি কমায়। আপনি কি স্থানীয় কোনো ফিল্মারকে সঙ্গে নিচ্ছেন? ফিল্মারের ব্যাকগ্রাউন্ড কি ভালোমতো চেক করে নিয়েছেন? কারণ অনেক সময় বিদেশে যারা আপনাকে সাহায্য করার কথা, তারাই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- আপনি সমস্যায় পড়লে কীভাবে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন সেই পদ্ধতি কি ঠিক করেছেন? স্থানীয় এমন কেউ আছে যে আপনাকে সাহায্য করতে পারে? যদি থাকে তাদের কি আপনার ভ্রমণ সম্পর্কে জানিয়েছেন? তাদের কতটা জানাবেন ভেবেছেন?
- যে দেশে যাচ্ছেন সেখানকার আইন সম্পর্কে জানুন; বিশেষ করে কোথায় ছবি তুলতে পারবেন, কোথায় পারবেন না, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিধিবিধান কী জেনে নিন। নয়তো ছোটখাটো কারণেই ঘ্রেফতার হতে পারেন।
- যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কি কোনো সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ আছে? যদি থাকে আপনাকে অবশ্যই আগে প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন নিতে হবে।

## বিদেশ ভ্রমণের সাধারণ প্রস্তুতি

- যে দেশে যাচ্ছেন সে দেশের আবহাওয়া বুঝে পোশাক সঙ্গে নিন।
- বিদেশে যেখানে যাবেন বলে ঠিক করেছেন, সেখানকার ম্যাপ ও যাতায়াতের উপায় সম্পর্কে আগেই ধারণা নিন।
- যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখিয়ে চলুন।
- বিদেশে গেলে পাসপোর্ট, ট্রাভেল ডকুমেন্ট সঙ্গে রাখুন।
- পাসপোর্ট ও ট্রাভেল ডকুমেন্টের ফটোকপি আলাদা কোনো জারগায় সংরক্ষণ করুন।
- কয়েক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সঙ্গে রাখা ভালো।
- সব সময়ে যথেষ্ট ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ সঙ্গে রাখুন।
- সব দেশে কাজ করে, এমন চার্জার এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য আন্তর্জাতিক অ্যাডাপ্টার সঙ্গে রাখুন। মোবাইল রিচার্জ করুন যাতে আপনার ভ্রমণ এলাকায় স্থানীয় সিমকার্ড কাজ করে। ব্যাকআপ হিসেবে অন্য প্রোভাইডারের অতিরিক্ত সিমকার্ড সঙ্গে রাখুন।



## ক্রাইম সিলে কেন সতর্কতা প্রয়োজন

ক্রাইম সিল খবরের অংশ নয়; এটা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ এবং আদালতের বিষয়। সংবাদকর্মীরা সেখান থেকে ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, তবে কোনোভাবে তদন্তকাজ বাধাগ্রস্ত করে নয়। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কিছু নিয়ম মানা উচিত, যাতে ক্রাইম সিল বা অপরাধের সূত্র নষ্ট না হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন :



- পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখুন এবং প্রদর্শন করুন।
- যাওয়ার আগে ঘটনার খুঁটিনাটি জানুন।
- জুতা ও মাথার জন্য কভার আর হাতের জন্য প্লাটস ব্যবহার করুন।
- ক্রাইম সিলে প্রবেশের আগে কিউরেটরের অনুমতি নিন, অনুমতি ছাড়া সেখানে যাবেন না।
- কোনো উপকরণ বা প্রমাণের ওপর পা ফেলবেন না, ঘটনাস্থলের কোনো কিছু ধরবেন না।

- ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে কর্তৃপক্ষকে জানান।
- ঘটনাস্থলে বেশিক্ষণ থাকবেন না। ক্রাইম সিলে অতিরিক্ত সময় থাকায় পুলিশের প্রমাণ সংগ্রহে বাধা হয়ে দাঢ়ায়।
- এমন তথ্য, ছবি বা ভিডিও প্রকাশ/প্রচার করবেন না, যা অপরাধীদের পক্ষে যায়।
- যদি আপনি লাইভে অথবা সরাসরি সম্পর্চারে থাকেন, তবে সচেতন থাকুন ঘটনাস্থলের লোকজন আপনার কাভারেজে নজর রাখতে পারে।

## নারী সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

নারী-পুরুষনির্বিশেষে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা প্রযোজ্য। তবে নারী সাংবাদিকদের জন্য স্বাভাবিক কারণেই আরেকটু বাড়তি সতর্কতা প্রযোজ্য। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট-সিপিজের তথ্যানুসারে, ১৯৯২ সাল পর্যন্ত নিহত সাংবাদিকদের ৯৩ শতাংশই পুরুষ। এ পরিসংখ্যানে বাংলাদেশে কোনো নারী সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের তথ্য নেই। পুরুষ সাংবাদিকরাই মূলত হত্যা, হামলা বা মারধরের শিকার হন, অন্যদিকে নারী সাংবাদিকরা যৌন নিপীড়ন কিংবা অনলাইন হয়রানির শিকার হন, যদিও সব ধরনের হৃষকিই প্রত্যেকের ওপর প্রভাব ফেলে।

পুরুষের তুলনায় নারী সাংবাদিক হিসেবে আপনি প্রায়ই অনেক এলাকায় প্রবেশাধিকার পান, একটি অন্য স্টেറি পেতে সেটা ব্যবহার করুন এবং বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পরিহার করুন। আপনি হয়তো সব ধরনের বিপদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না কিন্তু সতর্ক থাকলে ঝুঁকি কমাতে পারেন। ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করার সময় নিরাপত্তা-পরিকল্পনার মধ্যে সে কাজটিই করতে হয়।

### আপনার পোশাক-পরিচ্ছন্দ কেমন হওয়া উচিত

নারী সাংবাদিকদের কখনো কখনো পোশাকের ক্ষেত্রে একটু আলাদা প্রস্তুতি রাখতে হয়। পরিস্থিতি অনুসারে হানীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি মেনে পোশাক, চুল বাঁধা এবং সেজে যাওয়া দরকার। পোশাক ঢিলেচালা ও স্বত্ত্বদায়ক হওয়াই ভাল। এমন পোশাক পরা দরকার যেন আপনাকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হয়। কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে নিজেকে ঢেকে চলার প্রস্তুতি ও থাকতে হয়।



পুরুষদের মতো নারী সাংবাদিকরাও যেন পোশাকের কারণে কোন সন্দেহ, জনরোষ বা হৃষকির মুখে না পড়েন এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। পুলিশ, সেনা বা আধা সামরিক বাহিনীর মতো দেখায় এমন কাপড় পরবেন না। চিহ্নিত কোন অপরাধীর মতো দেখায় এম পোশাকও পরিহার করুন। সহিংসতার সময় কোন বিশেষ গ্রহণ বা দলের মতো পোশাক পরবেন না। সানগ্লাস না পরাই ভাল।

ওড়না ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রযোজ্য। ওড়নার কারণে আপনি কোথাও আটকে যেতে পারেন, কেউ টেনে ধরতে পারে। ওড়না ব্যবহার করলে এমনভাবে করুন যেন আটকে গেলে বা কেউ টেনে

ধরলে তা সহজে খুলে ফেলা যায়। প্রয়োজনে ছোট ছোট কাপড় নরম সুতায় জোড়া লাগিয়ে বিশেষ ধরনের ওড়না তৈরি করে ব্যবহার করুন যা সহজে ছিঁড়ে ফেলা যায়।

সহিংসতা, দুঃটিনা, দুর্যোগ বা জনবহুল এলাকায় কাজ করার সময় অথবা গোপনীয় কোন অনুসন্ধানের সময় দামি অলংকার বা ঘড়ি পরবেন না। চোর বা ছিনতাইকারীদের আক্রমনের শিকার হতে পারেন। অনেক পুরুষও এখন হাতে ব্রেসলেট বা কানে দুল ব্যবহার করেন। এই সতর্কতা তাদের জন্যও।

জুতা পরার ক্ষেত্রে সচেতন থাকবেন। হাই হিল বা উঁচু স্যান্ডেল নয়, সমান শক্ত স্যান্ডেল পরুন। অথবা কেডস বা রানিং সু পরতে পারেন, যেন প্রয়োজনে দ্রুত দৌড়ানো বা উঁচু নিচু স্থানে ওঠা নামা করতে পারেন।

## মানসিক প্রস্তুতি

নারী সাংবাদিকদের অনেক সময়ই প্রয়োজনের চাইতে বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে হয়। আপনি একা চলার সময় এমনভাবে চলবেন, প্রতিটি পদক্ষেপ এমন হবে যাতে কেউ সহজে আপনাকে বাধা দিতে বা বিপদে ফেলতে সাহস পাবে না। ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে বেশি সতর্ক থাকুন। অচেলা মানুষের সাথে নিজের কাজ ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।



আবেগ যথা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনার আচরণে যেন কেউ কষ্ট না পায় বা রেগে না যায়। আপনার মধ্যে রাগ, ভয় বা বিব্রত বোধ যেন প্রকাশ না পায়। কোন বিপদ হলে নিজেকে নিরাপদ রাখার উপায়গুলো ভাবুন। ভয় পাবেন না বা ঘাবড়াবেন না। সাহস ধরে রাখুন। সম্ভব হলে খালি হাতে আত্মরক্ষার কিছু কৌশল শিখে রাখুন যেন হঠাতে কোন আক্রমণ হলে ঠেকাতে পারেন। ভাল শারীরিক ফিটনেস আপনাকে সহযোগিতা করবে।

আপনি যেখানে কাজ করছেন সেখানকার সামাজিক রীতিনীতি আচরণ সম্পর্কে জানা এবং মেনে চলার চেষ্টা করুন। মেরেরা ধূমপান করবে বা মদ্যপান করবে এমন বিষয় অনেক সমাজেই মেনে নিতে পারে না। এতে অস্তিত্ব বা সামাজিক সমস্যা হতে পারে। এমন জায়গায় কাজ করতে হতে পারে যেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। আবার এমন সংরক্ষিত জায়গা থাকে- যেখানে পুরুষরা প্রবেশ করতে পারেন না। মেয়েদের সাথে একা কথা বলার ক্ষেত্রেও অনেক সময় অনুমতি নিতে হতে পারে। এসব সামাজিক রীতির সাথে আপনি একমত না হলেও, কাজের প্রয়োজনে মেনে চলা দরকার। কেবল নারী নয়, পুরুষ সাংবাদিকদেরও এসব মেনে চলা দরকার।

## স্বাস্থ্যগত বিবেচনা

- দীর্ঘ বিপজ্জনক কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে সম্ভব হলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিন।
- শারীরিক প্রয়োজন, বিশেষ করে টয়লেটে যাওয়ার দরকার পড়লে অনেক নারী সাংবাদিকই ব্যাপারটি চেপে যান। অনেকে পানি কম খান। ফলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে টয়লেটে যাওয়ার বিষয় নিয়ে লজ্জা বা অস্তিত্ব কিছু নেই।



- পিরিয়ড বা মেপট্রয়েশন নারীদের আরেকটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। যে-কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে ব্যাগে প্রয়োজনীয় স্যানিটারি ন্যাপকিল রেখে দিন। কেননা অনেক সময় দরকারি এ জিনিসটি হয়তো আপনি হাতের কাছে নাও পেতে পারেন।
- গর্ভাবস্থায় কোনো অ্যাসাইনমেন্টে গেলে মেডিক্যাল ব্যাকআপ প্ল্যান তৈরি রাখুন। অফিসেও নিজের গর্ভাবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতনদের এবং সহকর্মীদের জানিয়ে রাখুন।

## ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা

- সহকর্মী, বন্ধু বা পরিবারের সদস্যকে ভ্রমণ-পরিকল্পনা জানিয়ে রাখুন। কোথায় যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন, ঠিক সময়ে না ফিরলে কী করতে হবে সবকিছুর পরিকল্পনা করে রাখুন।
- ভ্রমণের সময় সম্ভব হলে দলবেঁধে চলা উচিত। নইলে এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত, যিনি যে-কোনো বিপদে দ্রুত সাহায্য করতে পারবেন।
- নারী সাংবাদিকরা যে-কোনো তথ্য শেয়ারিংয়ের সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। অপরিচিত কারো সঙ্গে সব বিষয়ে কথা বলতে যাবেন না।
- নারীদের পাবলিক ট্রাঙ্গপোর্টে একা চলাচলের সময় সিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাসের পেছনের সিটে না বসে দরজার কাছে সামনের দিকে বসা ভালো।
- যে-কোনো জরুরি অবস্থার কথা মাথায় রেখে ব্যাকআপ প্ল্যান তৈরি রাখা উচিত।



## যৌন হয়রানির ঝুঁকি

- যৌন হয়রানির আশঙ্কা এড়াতে যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার সামাজিকতা, আচার-ব্যবহার ও পোশাকের রীতি মেনে চলুন।
- অলংকার বা মাথার চুল এমনভাবে বাঁধবেন না, যেন কেউ সহজে আটকে ফেলতে পারে।
- সঙ্গে পেপার স্প্রে ডিওডরেন্ট বা আত্মরক্ষামূলক কোনো স্প্রে জাতীয় কিছু রাখুন।
- অচেনা এলাকায় ভ্রমণের সময় স্থানীয় সহায়তাকারীর সাহায্য নিন। তাঁর সঙ্গে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয় নিয়ে আপনার পরিকল্পনা শেয়ার করুন। বিশেষ করে, যখন আপনি কোনো জনাকীর্ণ বা গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি কান্ডার করবেন তখন আপনার সহায়তাকারী সঙ্গীটি যেন সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।
- এমন দৃষ্টিকোণ আছে, যেখানে সহায়তাকারীর হাতেই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সাংবাদিক। সুতরাং সাহায্যকারী যেন অবশ্যই বিশ্বস্ত হয়। গাড়ি চালককে আগেই জানিয়ে রাখুন। প্রয়োজনে তার সাহায্য নিন।
- সাধারণভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারেন, এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন। কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলুন। গভীর রাতে একা ভ্রমণ করা, অপরিচিত মানুষের গাড়িতে লিফট নেওয়া, প্রত্যন্ত অধিগ্রহণে বিশ্বস্ত কোনো সহযোগী ছাড়া চলে যাওয়া ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ।
- নিউজরুমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন। যে-কোনো বিপদে নিউজরুমের সহায়তা নিন।



- আত্মরক্ষার কিছু নিয়মকানুন শিখে রাখুন, আচমকা আক্রমণ হলে যাতে সেটা প্রতিরোধ করতে পারেন। চেহারায় বলিষ্ঠতা ধরে রাখুন। শুরুতেই নার্ভাস হয়ে যাবেন না।
- কিছু নিয়ন্ত্রণযোজনীয় জিনিস অঙ্গ হিসেবে সঙ্গে রাখতে পারেন। যেমন, হেয়ার স্প্রে বা স্প্রে ডিওডোরেন্ট। পেপার স্প্রে (মরিচের গুঁড়া)। আক্রমণ হলে এই স্প্রেগুলো আক্রমণকারীর চোখে স্প্রে করে সহজেই আপনি পালিয়ে যেতে পারেন।
- আশপাশে মানুষজন থাকলে চিৎকার করুন, সাহায্য চান। অনেক নারী সাংবাদিক বাঁশি বা ছাইসেল সঙ্গে রাখতে পারেন, বিপদে পড়লে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।
- একা অপরিচিত জায়গায় বা কারো বাড়িতে সোর্সের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না। যদি সন্দেহজনক মনে হয়, তাহলে সঙ্গে একজন সহকর্মী বা বন্ধুকে নিয়ে যান। কোনো রকম অস্বাভাবিক কিছু মনে হলে ফোনে কথা বলুন, নয়তো কথা বলতে যাবেন না। প্রয়োজনে ব্যন্ত বা জনবহুল জায়গায় সোর্সের সঙ্গে দেখা করুন। নয়তো নিরাপদ কোনো স্থানে দেখা করুন। নারী ও পুরুষ উভয় সাংবাদিকের জন্য এটি প্রযোজ্য।



## কেস স্টাডি ২

### সংঘাত ও সমাবেশ কাভার করতে গিয়ে হামলার শিকার

নাদিয়া শারমিন  
স্টাফ রিপোর্টার, একান্তর টেলিভিশন



ধর্মীয় সংগঠন হেফাজত-ই-ইসলামের মহাসমাবেশকে ঘিরে ঢাকা সেদিন ছিল উত্তপ্তি। ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলের শাপলা চতুর অবরুদ্ধ। সংগঠনের হাজার হাজার কর্মী, সমর্থক ও শরিক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা রাজপথে। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রস্তুতি ও ব্যাপক। দুপুরের পর থেকেই প্রেসক্লাব, পল্টন, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, দৈনিক বাংলা, ফকিরের পুল, কমলাপুর পর্যন্ত রংক্ষেত্র। এ অবস্থায় পরিস্থিতি কাভার করতে যাই আমি। সংঘাতপূর্ণ ইভেন্ট কাভার করার অভিজ্ঞতা এবং প্রস্তুতি দুটোই ছিল। কিন্তু এই ঘটনা যে এত ভয়াবহ হয়ে উঠবে তা কারো ধারণা ছিল না।

একপর্যায়ে চার দিকে যখন সংঘর্ষ, তখন পল্টন এলাকায় আমি আমার ক্যামেরাপারসনের সঙ্গে কর্মরত। হঠাতে করেই টের পাই সংগঠনের কর্মীরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা পরিস্থিতি বুঝতে পেরে প্রথমে অফিসের সহযোগিতা চাই। আশপাশের মানুষ এবং পুলিশেরও সহায়তা চাই। কিন্তু সাড়া না পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করি। তবে ততক্ষণে পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে।

**সেদিনের ঘটনায় আপনার কী প্রত্তি ছিল?**

নাদিয়া : সাধারণত সমাবেশ বা সহিংসতা কাভার করার জন্য আমাদের যেমন প্রত্তি থাকে। বুলেটপ্রফ জ্যাকেট, হেলমেট সবই ছিল। কিন্তু আমরা সেগুলো কাজে লাগাতে পারিনি।

**নিরাপত্তা উপকরণ কেন কাজে লাগাতে পারেননি?**

নাদিয়া : পরিস্থিতি এমন ছিল যে ওখানে সাংবাদিক পরিচয় প্রকাশ করে কাজ করা আরো ভয়বাহ ছিল। তাই আমরা ওসব গাড়ির মধ্যেই রেখেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি যে এতটা খারাপ হবে, বুঝতে পারিনি। আমার সহকর্মী ক্যামেরাম্যানও আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। গাড়িও কাছাকাছি রাখা সম্ভব হয়নি।

**এ ধরনের ইভেন্ট কাভার করার আগে**

**কোনো ধরনের ঝুঁকি নিরূপণ করা হয় কি?**

নাদিয়া : প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর কোনো ব্যবস্থা নেই, বলা যায় তেমন একটা গুরুত্ব নেই। এ নিয়ে কোনো ভাবনাও নেই। তবে নিরাপত্তা সরঞ্জাম নিয়ে যেতে বলা হয়।

**বুঁকির মধ্যে পড়লে প্রতিষ্ঠান কি সাহায্য করে?**

নাদিয়া : স্পটে রিপোর্টাররা কতটা বুঁকির মধ্যে থাকেন নিউজরুমে তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। তাই ততটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। আর বেশি খারাপ পরিস্থিতি হলে ফোনে যোগাযোগ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সাহায্য সব সময় পাওয়া যায় না।

**ঘটনার পর আপনার শারীরিক-মানসিক অবস্থা কেমন ছিল?**

নাদিয়া : ঘটনার পর ভয়বহু এক সময় পার করেছি আমি। তবে প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কম পেয়েছি। আত্মিয়স্বজন ও বন্ধুরা সমর্থন ও সাহস দিয়েছে। আত্মবিশ্বাস থেকেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরেছি।

**সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে আপনার ভাবনা কী?**

নাদিয়া : নিরাপত্তার বিষয়ে একটা নীতিমালা থাকা দরকার, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যেটা মানতে বাধ্য থাকবে। এতে কেবল শারীরিক নিরাপত্তাই নয়, আর্থিক এবং আইনগত সহায়তাও যুক্ত করা দরকার।

আমি বুঝতে পারি, আমাকে টাগেট করেই আক্রমণ করা হয়েছে। আমার ক্যামেরাম্যান দূর থেকে ছবি নিয়েই পালিয়ে যান। আমি প্রথমে পালিয়ে একটি গাড়ির ভেতর আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করি। তবে বিশুরু কর্মীরা গাড়ির ওপর আক্রমণ করতে চাইলে বেরিয়ে পড়ি। আশপাশের দু-একজন সাহায্য করতে চাইলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সহিংস কর্মীরা আমাকে ধাওয়া করে। প্রথমে শারীরিকভাবে আঘাত করে। আমি পড়ে গিয়ে আবার উঠে দৌড়ানোর চেষ্টা করি। পরে দ্বিতীয়বার আবার আঘাত করে। আমার ব্যাগ, আমার সঙ্গে থাকা টাকা এবং আমার দুটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে অন্য টেলিভিশনের সংবাদকর্মীদের সহায়তায় ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। পরে তারাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

আমি দীর্ঘদিন এই ঘটনা ভুলতে পারিনি। ঠিক ভীতসন্ত্বন্ত না হলেও স্ফুর্ক হয়েছি। মনোবৈচিক একধরনের প্রতিক্রিয়ায় ভুগেছি। সেটা কাটিয়ে উঠতেও আমার অনেক দিন সময় লেগেছে।



দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা



## দুর্ঘটনার নিরাপত্তা সাংবাদিকতা

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্টি বিভিন্ন দুর্ঘটনা, যেমন— অগ্নিকাণ্ড, ভবনধস, কেমিক্যাল দুর্ঘটনা, বন্যা, ঘূর্ণিবাড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, ভূমিধস, জঙ্গি কর্মকাণ্ড ইত্যাদি দুর্ঘটনার সময় সাংবাদিকরা জীবন বাজি রেখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনার তাৎক্ষণিক সংবাদ ও তথ্যচিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরেন। জনস্বার্থে পেশাগত দায়িত্ব পালনে নিভীক ও নিরলসভাবে সক্রিয় হলেও নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টিও এ সময় বিবেচনায় নিতে হবে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার পাশাপাশি নিজেদের জীবন ও পরিবার-পরিজনের প্রতি সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে— এটি সব সময় মনে রাখতে হবে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হলে কিছু নিরাপত্তা-নির্দেশনা অবলম্বন করা দরকার।

যে কোন দুর্ঘটনা পরিস্থিতিতে সবসময় প্রথম অগ্রাধিকার যত বেশি সম্ভব ভিকটিমকে উদ্ধার করা। উদ্ধারকর্মীদের চলাচলের পথে সাংবাদিক হিসেবে আপনার অবস্থান কিংবা প্রশ্নের মাধ্যমে বিব্রত করে তাদের উদ্ধার তৎপরতায় যাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করুন। অথবা এমন ঝুঁকি নেবেন না যাতে ভিকটিমদের পরিবর্তে আপনাকেই উদ্ধার করতে হয়।

### যে-কোনো দুর্ঘটনার যেভাবে প্রস্তুতি নেবেন

- কোথায় দুর্ঘটনা (অগ্নিকাণ্ড, ধস, ইত্যাদি) ঘটেছে জেনে নিন।
- ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌছার জন্য রাস্তার দিকনির্দেশনা জেনে নিন।
- ধস বা অগ্নিকবলিত স্থাপনা/প্রতিষ্ঠানের নাম ও সাধারণ তথ্য জানুন (যেমন— কততলা ভবন, কী কাজে ব্যবহৃত)
- দুর্ঘটনার কেউ তাৎক্ষণিক হতাহত হয়েছে কি না, তা জেনে নিন।
- ইতিমধ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কোনো ইউনিট পৌছেছে কি না নিশ্চিত হোন।
- উদ্ধারকাজে নেতৃত্ব দেওয়া কর্মকর্তার নাম/পরিচয় জেনে নিন।
- প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তাসামগ্রী (হেলমেট, আই প্রটেকশন, ডাস্ট মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি শু) সঙ্গে রাখুন।
- দীর্ঘক্ষণ দায়িত্ব পালন করতে হলে সঙ্গে শুকনা খাবার, ফল, চকলেট, ওর স্যালাইন ও পানি সঙ্গে রাখুন।
- আগ্নের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয় এমন কোনো সিনথেটিক পোশাক অথবা প্লাস্টিক জুতা পরবেন না, যা গলে গিয়ে আপনার শরীরে লেগে যেতে পারে।



## অগ্নিকাণ্ড

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার আধিক্য, দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে দেশের সবখানে ক্রমবর্ধমান হারে বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন, দোকানপাট, শপিং মল, শিল্পকারখানা ইত্যাদি গড়ে উঠায় অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি এবং সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগুনে সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাণহানির সংখ্যাও বাঢ়ছে। অগ্নিকাণ্ডের তাৎক্ষণিক সংবাদ ও প্রকৃত চিত্র দ্রুত গণমাধ্যমে প্রচার এবং জনসম্মূখে তুলে ধরার দায়িত্ব সাংবাদিকদের। দিন বা রাত যে-কোনো সময়, যে-কোনো স্থানে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে।



### আগুন কাভারের জন্য যা জানা জরুরি

- ধোঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করবেন না। ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়া বিপজ্জনক। ধোঁয়ার সূক্ষ্ম কণা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। রেসিপিরেটর ব্যবহার করুন।
- আগুনে দক্ষ হওয়ার ভয় আছে। তাই দ্রুত ও নিরাপদে বের হওয়ার পথ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে অগ্নিকবলিত ভবন বা স্থানে প্রবেশ করবেন না।
- অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সে স্থানে বাতাসে অব্রিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়, কার্বন-মনোক্সাইড এবং সায়ানাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। ফলে শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হয়। উত্তে বাতাসে শ্বাস নিলে শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- হঠাতে আগুন ফুঁসে উঠে থেকে সতর্ক থাকুন। এ সময় মারাত্মক অগ্নিদক্ষ হওয়ার ভয় থাকে। অগ্নিকবলিত ভবনের কোনো দরজা খুলতে যাবেন না। ব্যাক ড্রাফটের শিকার হতে পারেন।
- ধোঁয়ায় আটকা পড়লে নিচু হয়ে বসে পড়ুন। মেঝেতে হামাগড়ি দিয়ে নিকটবর্তী বাহির পথ দিয়ে বেরিয়ে আসুন।
- অগ্নিদুর্ঘটনায় শরীরের পোশাকে আগুন লেগে গেলে তৎক্ষণাতে মুখ চেকে মাটিতে গড়াগড়ি দিন।
- অগ্নিকবলিত এলাকায় গরম ছাই, উত্তে ধাতব বস্ত্র, ধারালো টিন, কাঠ, পেরেক, কাচের টুকরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। সেফটি শু পরিধান করে অগ্নিকাণ্ড এলাকায় চলাফেরা করুন।
- আগুন নিতে যাওয়ার পরও অগ্নিকবলিত ভবন বা স্থাপনায় প্রবেশ ঝুঁকিপূর্ণ। বুলন্ত বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে যেতে পারেন বা মাটিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসতে পারেন। সতর্ক হোন।
- অগ্নিকাণ্ডস্থলে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তাই অগ্নিকাণ্ডস্থলে ধূমপান পরিহার করুন। কোনো গ্যাসের গন্ধ পেলে সতর্ক হোন। উদ্ধার বাহিনীকে অবহিত করুন।
- আগুন থেকে অন্তত ৮ ফুট দূরে থাকুন, অন্তত ৫০ ফুট দূরে গাড়ি পার্কিং করুন।

## ভবনধস

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায়ই ভবনধস দুর্ঘটনা ঘটছে। ভূমিকম্প, ভূমিধস, ভূস্তরের ফটিল বা নির্মাণক্রটির কারণে বেশিরভাগ ভবনধসের ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ভবনধস ‘রানা প্লাজা ভবনধস দুর্ঘটনা’ ২০১৩ সালে ঢাকার সাভার এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল। এ ছাড়া স্পেক্ট্রাম গার্মেন্টস ভবনধস, শাখারীবাজারে ভবনধস, তেজগাঁও এলাকায় ফিনিক্স ভবনধস, রামপুরা এলাকায় ভবনধসে বহু প্রাণহানি ঘটেছে। ভবনধস এলাকায় দায়িত্ব পালনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।



### ভবনধস কাভারের জন্য যা জানা জরুরি

- বিধ্বস্ত ভবনে প্রবেশ ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ অবকাঠামো নড়বড়ে হয়ে যায় ও ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকে। বিধ্বস্ত ভবনে বিদ্যুতের ঝুলন্ত তার থাকতে পারে, তাই হাঁটাচলায় সতর্ক হোন ও সেফটি শু পরুন।
- বিধ্বস্ত ভবনে গ্যাস লিকেজ, অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঝুঁকি থাকতে পারে, তাই ধূমপান করবেন না। ওপর থেকে ভারী বা ধারালো কোনো বস্তু পড়ে আঘাতপ্রাণী হতে পারেন, তাই দায়িত্ব পালনকালে হেলমেট পরুন।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনাকালে আকস্মিক কোনো বিপদ দেখা দিলে/সতর্ক সংকেত জারি হলে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।
- ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া/আটকা পড়া লোকজনের ছবি তোলা ও তথ্য সংগ্রহের সময় সংবেদনশীল আচরণ করুন।
- বিধ্বস্ত ভবনের কমপক্ষে ৫০ ফুট দূরে যানবাহন পার্ক করুন।

## ভূমিকম্প

বাংলাদেশ একটি দুর্ঘেস্থিত দেশ। প্রতিবছর এ দেশে বন্যা, ঘূর্ণিবাড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, ভূমিধস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘেস্থি জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ভূমিকম্প এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্ঘেস্থি যার কোনো পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। যে-কোনো সময়, যে-কোনো স্থানে ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। অধিক জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত বাড়িগুলির নির্মাণ, সঠিক জনসচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা অনেক বেশি। মনে রাখতে হবে ভূমিকম্প নিজে মানুষকে আঘাত করে না। মানুষের তৈরি দুর্বল স্থাপনা, অবকাঠামো ভেঙে পড়ে মানুষ হতাহত হয়। ভূমিকম্প এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তা নির্দেশনা অনুসরণ করা প্রয়োজন।



## ভূমিকম্প কাভারের জন্য যা জানা জরুরি

- একবার ভূমিকম্প হলেই যে আপনি নিরাপদ তা নয়। প্রথমবার ভূমিকম্পের পর পুনরায় একাধিকবার ভূমিকম্প (after shock) হতে পারে। তাই পরবর্তী কয়েক দিন সতর্ক থাকুন।
- ভূমিকম্পের সময় আপনি কোনো ভবনে অবস্থান করলে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত শক্ত টেবিল বা খাটের নিচে, রংমের কোনা, কলামের পাশে বা বিমের নিচে বসে পড়ুন এবং মাথাকে সুরক্ষিত করুন। যানবাহনে চলাচলের সময় ভূমিকম্প অনুভূত হলে রাস্তার পাশে খোলা স্থানে গাড়ি থামিয়ে গাড়ির ভেতরে অবস্থান করুন।
- ভূমিকম্পের সময় খোলা স্থানে উঁচু গাছ, উঁচু ভবন, বিদ্যুতের খুঁটি, বিলবোর্ড থেকে দূরে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিন। বসে পড়ুন এবং মাথাকে সুরক্ষিত করুন।
- ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভবনে প্রবেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কংক্রিটের টুকরা, বিদ্যুতের তার, টিন, বাঁশ, কাঠের ধারালো অংশ, জানালার কাচে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য মাথায় হেলমেট ব্যবহার করুন এবং সেফটি শু পরিধান করুন।
- ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভবনে বিষাক্ত গ্যাস লিকেজ, অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঝুঁকি থাকতে পারে, তাই ধূমপান করবেন না।
- ভূমিকম্প এলাকায় ভূমিদসের ঝুঁকি থাকে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় (ভারী বৃষ্টি, বাঢ়া হাওয়া ইত্যাদি) এই ঝুঁকি বাঢ়ে।

### বন্যা ও জলোচ্ছাস

বন্যা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি সাধারণ চিত্র। প্রতিবছর দেশের অধিকাংশ জেলা বন্যাপ্লাবিত হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বন্যাকবলিত এলাকার সাধারণ মানবের দুঃখ-দুর্দশা এবং বন্যার ভয়াবহতা সাংবাদিকগণ জনসম্মূখে তুলে ধরেন। বন্যা এলাকায় দায়িত্ব পালন যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নিরাপত্তা-নির্দেশিকা অনুসরণ করা প্রয়োজন।



### বন্যা কাভারের জন্য যা জানা জরুরি

- বন্যাকবলিত এলাকায় দায়িত্ব পালনের সময় লাইফ জ্যাকেট পরুন।
- পানিপূর্ণ/কর্দমাক্ত এলাকায় চলা ফেরার সময় গামবুট পরিধান করুন।
- বন্যার প্রবহমান পানির মধ্যে হাঁটবেন না। পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারেন।
- বন্যা-উপদ্রুত এলাকায় সাপের উপদ্রব থাকে। সতর্ক হোন।
- বন্যার পানির মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাবেন না।
- বন্যার পানিতে রাস্তা ভেঙে গর্ত সৃষ্টি হতে পারে। চলাফেরায় সতর্ক হোন।

- বিদ্যুতের তার মাটিতে পড়ে থাকলে এড়িয়ে চলুন।
- কোনো বিপদের আলামত টের পেলে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিন।
- শুকনা খাবার, ওর স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সঙ্গে রাখুন।

## ভূমিধস

বাংলাদেশের পাহাড়ি জেলাগুলোতে প্রতিবছর, বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। ভূমিধসে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার পাশাপাশি বহু প্রাণহানিও ঘটে। ভূমিধসের ফলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে পাহাড়ি জেলাগুলোর যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভূমিধস এলাকায় সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য।



### ভূমিধস কাভারের জন্য যা জানা জরুরি

- একবার ভূমিধসের পর পুনরায় ভূমিধস হতে পারে, সাবধানে চলাফেরা করুন।
- ভূমিধস এলাকায় যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, বিকল্প পথে দুর্ঘটনাস্থলে পৌছানোর ব্যবস্থা নিন।
- ভূমিধস এলাকায় আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ হলে রেইনকেট ও গামবুট পরুন।
- ভূমিধসের এলাকা দুর্গম হলে শুকনা খাবার, পানি, দরকারি ওযুদ্ধপত্র সঙ্গে নিন।
- এককভাবে চলাফেরা না করে দলবদ্ধভাবে কাজ করা কম ঝুঁকিপূর্ণ।
- বজ্রপাত থেকে সুরক্ষার জন্য পাকা ভবনে আশ্রয় নিন। খোলা স্থানে থাকলে বসে পড়ুন।
- অসুস্থ বা ক্রান্ত হয়ে পড়লে উদ্ধার বাহিনীর তাঁবুতে আশ্রয় নিন।
- দুর্গম এলাকায় পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখুন। (পরিচয়পত্রে রক্তের গ্রাফ উল্লেখ থাকা জরুরি)

## সাইক্লোন ও ঝড়

সাইক্লোন অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা বাংলাদেশে প্রতিবছরই আঘাত হানে এবং ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। দেশের উপকূল এলাকার জেলাগুলো সাইক্লোনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাইক্লোনজনিত ব্যাপক জলচাপাস বা সমুদ্রের জোয়ারে ঘরবাড়ি, গবাদিপন্ড, খেতের ফসল বিনষ্ট হয়, অনেক প্রাণহানিও ঘটে। সাইক্লোন আক্রমণ এলাকায় সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কারণ দুর্যোগপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়।



## ঝড় কাভারের জন্য যা জানা জরুরি

- সাইক্লনের বিপদাবলি সম্পর্কে জানুন (ভারী বৃষ্টি, বোঢ়ো হাওয়া, ভূমিধস, জলোচ্ছাস ইত্যাদি)। মাটিতে ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তার বিপজ্জনক। সতর্ক হোন। ধ্বংসস্তূপে চলাফেরাকালে সতর্ক হোন, উপর্যুক্ত নিরাপত্তা পোশাকাদি পরিধান করুন।
- সাইক্লন এলাকায় যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন বা রাস্তাঘাটে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে, বিকল্প পথ সম্পর্কে ধারণা রাখুন।
- সাইক্লন এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে, তাই যোগাযোগের বিকল্প উপায় ভেবে রাখুন। সাইক্লন এলাকায় বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে, তাই টর্চ, ব্যাটারি চার্জার ও অতিরিক্ত ব্যাটারি সঙ্গে রাখুন।

### আপনি কি যথেষ্ট সংবেদনশীল

দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের স্পর্শকাতরতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সজাগ থাকা জরুরি। অনেক সময়েই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মর্যাদা এবং গোপনীয়তার অধিকার উপেক্ষা করি। মুর্মুরু অবস্থাতেও একটা কিছু বলানোর জন্য পীড়াপীড়ি করি, যা তাকে এবং আশপাশের অন্যদেরকে ক্ষুঁক করে তুলতে পারে। নিজেদের জন্য নেওয়া অত্যাবশকীয় রসদ অসহায় মানুষদের নজরের আড়ালে রাখার চেষ্টা করা উচিত। নাহলে, সেগুলোও হঠাতে করে কাউকে ক্ষুঁক বা উপ্রেজিত করতে পারে। সব ধরনের বাহ্য তাই অবশ্যবজ্ঞীয়। এগুলো সন্তাসী হামলা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অগ্নিকাণ্ড বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শিকার ক্ষতিগ্রস্ত ও আহত ব্যক্তি—সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।



### দুর্ঘটনাকালে উদ্ধার কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ

সাংবাদিকরা দুর্ঘটনার সঠিক চিত্র এবং দুর্ঘটনা মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপের সর্বশেষ তথ্য গণমাধ্যমে প্রচার করে থাকেন। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।



সাধারণত দুর্ঘটনাকালে এলাকায় তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলো হচ্ছে :

- স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক স্থাপিত নিয়ন্ত্রণকক্ষ
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কন্ট্রোল অ্যান্ড কমান্ড সেন্টার
- সম্মিলিত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (বড় আকারের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে)

ওপরে উল্লিখিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবেন। তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাচাই করে নেবেন।

## দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা প্রাপ্তি

দুর্যোগ আক্রমণ এলাকায় সাংবাদিকদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনসহ সকল সেবা সংস্থা ও উদ্ধার বাহিনীর সার্বিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সাংবাদিকরা যেহেতু জনস্বার্থে কাজ করেন, সেজন্য যে-কোনো উদ্ভূত সমস্যায় তারা দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।



## উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তাকরণ

দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা একটি চ্যালেঞ্জিং ও দীর্ঘ শ্রমসাধ্য কাজ। দুর্ঘটনায় আটকা পড়া বা চাপা পড়া লোকজনকে বাঁচানোর জন্য উদ্ধার কর্মকাণ্ডে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সুতরাং যেসব উদ্ধারকর্মী চলমান উদ্ধারকার্বে সরাসরি নিযুক্ত বা কর্মরত তাদের সঙ্গে কথা বলা বা সান্ধানকার গ্রহণের চেষ্টা না করাই উত্তম। উদ্ধার কার্যক্রম তদারককারী কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।



## উদ্ধার কর্মকাণ্ডের ছবি ও ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ

দুর্ঘটনাস্থলে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রেখে এবং উদ্ধার কার্যক্রমের কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সাংবাদিকরা উদ্ধার-কর্মকাণ্ডের ছবি ও ভিডিও গ্রহণ করবেন। এ ছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিজস্ব মিডিয়া উইং রয়েছে, যারা অগ্নিদুর্ঘটনায় চলমান উদ্ধার কর্মকাণ্ডের স্থির চিত্র এবং ভিডিও চিত্র গ্রহণ করে থাকেন। সাংবাদিকরা তাদের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় ছবি ও ভিডিও ফুটেজ নিতে পারেন।



## দুর্যোগে সাংবাদিকের দায়িত্ব

- দুর্যোগের প্রকৃতি ও বিপদ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকতে হবে।
- দুর্যোগ এলাকায় দায়িত্ব পালনের জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা এবং প্রস্তুতি থাকতে হবে। দুর্যোগ এলাকায় কোনো উদ্ধার বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের ওপর নির্ভর না করে আত্মনির্ভর হতে হবে।
- নিউজরুমের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করতে হবে। দুর্যোগে আটকা পড়লে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নিউজরুম জরুরিভাবে কাকে সংবাদ দেবেন তা আগে থেকে নির্ধারণ করতে হবে।
- বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেই যেন বিপদাক্রান্ত না হন, অসুস্থ বা আহত না হন সেজন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।



## আগুন থেকে নিরাপত্তায় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের করণীয়

- পর্যাপ্ত ফায়ার এক্সটিংগুইশার সংরক্ষণ করতে হবে (ডিসিপি এবং সিওটু টাইপ)।
- ফায়ার ব্লাংকেট সংরক্ষণ করতে হবে।
- স্মোক ডিটেক্টর স্থাপন করতে হবে।
- ফায়ার ডোর স্থাপন করতে হবে।
- স্মোক কার্টেন স্থাপন করতে হবে।
- ইমারজেন্সি এলিউট (illuminated) থাকতে হবে।
- ফায়ার অ্যালার্ম থাকতে হবে।
- গ্যাস ডিটেক্টর থাকতে হবে।
- পারবলিক অ্যান্ড্রেসিং (পিএ) সিস্টেম থাকতে হবে।
- ম্যানুয়াল ফায়ার কল পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে।
- হোজ রিল এবং ওয়েট রাইজার থাকতে হবে।
- ফায়ার সেফটি প্ল্যান থাকবে।
- স্টেচার থাকবে।
- ফাস্ট এইড কিট থাকবে।
- আউটডোর অ্যাসেন্ডলি এরিয়া থাকবে (ভবন থেকে ন্যূনতম ৫০ ফুট দূরে)।
- আন্তরিক ওয়াটার রিজার্ভার থাকবে।

## দুর্ঘটনায় নিরাপত্তায় দরকারি সরঞ্জাম



গ্যাস মাস্ক ও  
রেসপিরেটর



আই প্রোটেক্টর



হেলমেট



এয়ার প্লাগ



হান্ড গ্লাভস



সেফটি শু



বাঁশি



লাইফ জ্যাকেট



রেইন কোট



গাম বুট



## স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও নিরাপত্তা

সাধারণত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাক, কোনো বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব, মহামারি ও শরণার্থীসংক্রান্ত বিষয় কাভার করতে গিয়ে রিপোর্টারদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়। খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ, দৃষ্টিত বা বিষাক্ত পরিবেশে অবস্থান অথবা নিছক অসাবধানতা ও দুঃটিনার কারণে প্রায়শই স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েন সংবাদকর্মীরা। এই ঝুঁকি আপনার অনুসন্ধান বা অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনাকে বা আপনার প্রতিষ্ঠানকে সময় ও আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে আপনার শারীরিক সংকটের কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় সর্তর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

### প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বাস্থ্যগত সমস্যা

সাংবাদিকদের অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রাকৃতিক সংকটে দুর্যোগক্ষেত্রিক বা দুর্যোগপ্রবণ স্থানে সফর করতে হয়। পেশাগত কারণে থাকতে হয়, কখনো দীর্ঘ সময় থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। সুতরাং দায়িত্ব পালনের কারণে সংবাদকর্মীরা বিপদের সঙ্গেই বসবাস করেন। বাংলাদেশে বন্যা, খরা, জলচ্ছাস, পাহাড়ধস ও নদীভাঙ্গনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় প্রতিবছরই হয়ে থাকে। আর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভূমিকম্প ও এখানে বড় দুর্যোগ হয়ে দেখা দিতে পারে যে-কোনো সময়। আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল বলে পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, কখনো মারাত্মক আকার নেয়। পাহাড়ি অঞ্চলে মশা ও ক্ষতিকর

### সংক্রামক রোগ

অঞ্চলভেদে সাংবাদিকরা বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। এর জন্য কোনো অঞ্চলে যাওয়ার আগে সেখানকার পরিবেশ, রোগবালাইয়ের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে যাওয়া ভালো। কখনো কখনো কোনো কোনো দেশে মহামারি আকারে কিছু রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও সামান্য ঠাণ্ডা-কাশিও আপনাকে ভোগাতে পারে। পেশাগত কারণে আপনি আক্রান্ত হতে পারেন বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক গ্যাস ও তেজক্রিয় উপাদানে। সুতরাং সাবধান থাকবেন। যেসব রোগ/ভাইরাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জানা এবং প্রয়োজনে ওষুধ, টিকা বা প্রতিবেধক নেয়া দরকার—বার্ড ফ্লু, সার্স, নিপাহ, সোয়াইন ফ্লু, ইবোলা, জিকা, ডায়রিয়া ও কলেরা, ম্যালেরিয়া, অ্যান্থ্রাক্স, প্লেগ, বসন্ত, কালাজুর ইত্যাদি।

কীটপতঙ্গ আপনার শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাগুলি এড়াতে যেসব দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার :

- ফাস্ট এইড ও রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা
- অতিপ্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সঙ্গে রাখা (যেমন খাবার স্যালাইন ও ব্যথানাশক ওষুধ)
- পানি ও খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা, প্রয়োজনে নিরাপদ পানি ও শুকনো খাবার সঙ্গে রাখা
- দুর্ঘটনার ক্ষতি হতে পারে বা বাড়তে পারে, এমন কোনো রোগ থাকলে আগাম সতর্কতা
- আপনি উপযুক্ত পোশাক বা নিরাপত্তা সামগ্রী সঙ্গে রাখছেন কি না
- নৌপথ ব্যবহার করলে লাইফ জ্যাকেট সঙ্গে রাখা (সাঁতার জানা রিপোর্টারকে পাঠানো)
- আগে থেকে প্রয়োজনীয় টিকা, প্রতিষেধক ব্যবহার করা
- স্থানীয় বা বিশেষজ্ঞদের কাছে ঝুঁকি সম্পর্কে জানা
- প্রয়োজন ছাড়া খুব ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে না যাওয়া
- প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাগুলি ব্যাহত হয় এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা

## মানসিক আঘাত বা ট্রিমা

শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রচও আঘাত পেলে মানুষের মধ্যে একধরনের মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইংরেজিতে একে ট্রিমা (Trauma) বলা হলেও, এর যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ নির্ধারণ খুবই কঠিন। তবে সহজ কথায় আমরা বলতে পারি, প্রচও মানসিক আঘাত বা কোনো ঘটনাপরবর্তী মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া। সাংবাদিকরা সংঘর্ষ, রক্ত, আহত বা নিহত মানুষ দেখে অভ্যন্ত হলেও, অনেক সময় এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় পড়তে হয়। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা কোনো ঘটনা, যেটি পরবর্তী সময়ে আপনার আবেগ, শরীর ও মনে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, আপনাকে স্থুর বা অবসাদগ্রস্ত করে তোলে, তাকেই ট্রিমাটিক অবস্থা বলা যায়।



মানসিক আঘাত নিয়ে বা ট্রিমার মধ্যে কাজ করা সাংবাদিকতার একটি অংশ। সাংবাদিকদের আকস্মিক মৃত্যু, সহিংসতা, ব্যক্তিবিশেষের ট্র্যাজেডি, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়, খুন বা ভয়ংকর দুর্ঘটনা কান্তার করতে হয়। তখন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে, প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে বা আহত নিহতদের বীভৎস ছবি তোলার সময় মানসিকভাবে সাংবাদিকরা বিপর্যয়ের শিকার হতে পারেন।

মানুষ অধিকাংশ সময় এমন পরিস্থিতি সামলে নিতে পারেন। কিন্তু ট্রিমার প্রভাব স্বীকার না করলে দীর্ঘ মেয়াদে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ট্রিমা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার মূলমন্ত্র হলো নিজে প্রতিক্রিয়াগুলো বোঝা এবং তা সামলে চলার জন্য কৌশল নির্ধারণ করা।

## স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

একই ঘটনায় একেক জন একেক রকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। কোনো ভয়াবহ বা বীভৎস ঘটনা কাভার করার পর আপনার নিচের প্রতিক্রিয়াগুলো হতে পারে :



- শরীর কাঁপতে থাকা অথবা অসাড় বা অবশ লাগা, মাথা ঘোরা।
- আপনার কান্না আসতে পারে বা আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন।
- আপনি রাগান্বিত বা উত্তেজিত হতে পারেন।
- আপনার মনে হতে পারে, আপনি ক্লান্ত, বিরক্ত, উত্তেজিত।
- আপনি রাগান্বিত বোধ করতে পারেন, প্রতিকার না করতে পারায় লজ্জিত বোধ করতে পারেন।
- আপনার ভয় লাগতে পারে, নিজেকে একা মনে হতে পারে, হতাশ বোধ করতে পারেন।
- আপনি উদ্ধিষ্ঠ হতে পারেন, অসহায় মনে হতে পারে, অপরাধবোধেও ভুগতে পারেন।

পরের ধাপে আপনার যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে, সেগুলো হচ্ছে-

- আপনি প্রায়ই দৃঢ়স্বপ্ন দেখতে পারেন। প্রায়ই বীভৎস শূন্তি চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে।
- কী ঘটেছে সে সম্পর্কে বলতে গেলে আপনার কথা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে।
- দৈনন্দিন কাজে মনোযোগের অভাব ঘটতে পারে।
- ঘুমের সমস্যা হতে পারে।
- আপনার মনে হতে পারে, কাজ ছেড়ে দিই বা সব ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাই।

প্রথম কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটা স্বাভাবিক। তবে মাসখানেকের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আপনি আরেকটু ভালো বোধ করতে পারেন। এর কারণ আপনার মন্তিক এরই মধ্যে আপনাকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবে এবং বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনবে। যদি প্রতিক্রিয়াগুলো চলতেই থাকে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে আপনি বিপর্যস্ত বোধ করেন, তাহলে আপনাকে কিছু সহায়তা নিতে হবে।

## মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত হলে কী করতে হবে



- নিজের প্রতি খেয়াল নিন, যা ঘটেছে তা স্বীকার করুন, বাস্তবতা মেনে নেওয়ার চেষ্টা করুন। বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করুন, ভালো খাবার খান, কিছু ব্যায়াম করুন। মেডিটেশনও করতে পারেন।
- পরিবারের সদস্য ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সময় কাটান। যেখানে সম্ভব সেখানে নিজেকে খালিকটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে রাখুন।
- সহকর্মী, বিশ্বস্ত বন্ধু বা সিনিয়র ভাইবোনদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা কথা বলুন।
- যদি বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা না করে, তাহলে তা লিখে রাখুন।
- এমন কিছু করুন, যা আপনাকে রিল্যাঞ্চ করে বা হাসতে সাহায্য করে। হাসি দুর্ভাবনা তাড়ায়। সহায়তার জন্য বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

- সময় ও পরিমাণ মেনে খাবার গ্রহণ করুন। প্রচুর পানি পান করুন। নিয়ম মেনে ঘুমাতে হবে।
- অ্যালকোহল বা নেশাজাতীয় দ্রব্য বর্জন করুন। উভেজক ওষুধ গ্রহণ করবেন না।
- দৈনন্দিন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে তা আপনার মনকে প্রশান্তি দিতে পারে।
- ব্যক্তিগত পছন্দের বই পড়া, গান শোনা, ছবি আঁকা, ডায়রি লেখায় সময় দিন।
- নেতিবাচক চিন্তা দূর করে আশাবাদী হতে হবে। ইতিবাচক ও গঠনমূলক চিন্তা করুন।
- জীবনের ঘটনাপ্রবাহকে সহজ শান্তভাবে গ্রহণ করুন। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন।

## কেউ ট্রিমা বা মানসিক আঘাতে আক্রান্ত হলে তাকে সাহায্য করতে পারেন এভাবে -



- ট্রিমা বা মানসিক আঘাতে আক্রান্ত মানুষটির কথা শুনুন, অবাধে থ্রাপ খুলে কথা বলতে দিন।
- তিনি কী ভাবছেন তা জানতে চান, তার ভাবনায় সমর্থন বা সাহস দিন।
- দরকার পড়লে তার দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করুন।
- তিনি যা অনুভব করছেন সেটা আপনি বুঝতে পারলেও, তাকে জানানোর দরকার নেই।
- যদি ট্রিমা আক্রান্ত ব্যক্তি কোনো অস্বাভাবিক আচরণ করে, সেটা ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না।
- সামাজিক বন্ধন, সহকর্মীদের ভালোবাসা ও সহযোগিতা ট্রিমা কাটিয়ে উঠার সহায়ক।
- প্রিয়জনের সাম্মিলন ট্রিমা দূর করতে সহায়ক।
- ট্রিমা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাহস জোগাতে হবে। আশ্বস্ত করতে হবে।

## নিউজরুম বা প্রতিষ্ঠান যা করতে পারে



- ট্রিমা ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ট্রিমা আক্রান্ত ব্যক্তিকে হালকা দায়িত্ব দিতে হবে অথবা সাময়িকভাবে ছুটি প্রদান করতে হবে।
- মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে কোনো সহকর্মীকে সাহস জোগানো এবং সহায়তার জন্য দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।
- পেশাদার চিকিৎসকের মাধ্যমে সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি থাকলে নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- স্বাস্থ্য ও ঝুঁকিবিমা/জীবনবিমা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।



## কেস স্টাডি ৩

### রানা প্রাজা ধনধসের ছবি তুলতে গিয়ে ট্রিমায় আক্রান্ত

তাসলিমা আক্তার, আলোকচিত্র শিল্পী



তাসলিমা আখতার, পেশায় আলোকচিত্রী। একই সঙ্গে গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির প্রধান হিসেবে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছেন। ২০১৩ সাল ২৪ আগস্ট রানা প্রাজার ধনধসের ঘটনার পর টানা থেকেছেন স্পষ্টে। একই সঙ্গে ছবি তোলা, শ্রমিক উদ্বারে এবং পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনে কাজ করতে গিয়ে গত পাঁচ বছর ভিকটিম পরিবারের সঙ্গে কাজ করেছেন। শুরুর সময়ে কাজ করতে গিয়ে ট্রিমার মধ্য দিয়ে গেছেন। কীভাবে এর মধ্য দিয়ে কাজ করে গেছেন বলতে গিয়ে তাসলিমা বলেন, ‘প্রথম কয়েক দিন কীভাবে কেটেছে বলতে পারব না। এত লাখ, এত কান্না তার মধ্যে শ্রমিকদের সামলে রাখা। বাসায় ফিরতাম যখন, তখনো চোখের সামনে থেকে এসব যেত না। কর্পূরের গন্ধ লেগে ছিল গায়ে। কিন্তু কাজটা তো করতে হবে। এত বড় হত্যাকাণ্ড আমরা আগে দেখিনি। ফলে যাই কাজ করেছেন, তারা সকলেই এই ট্রিমার মধ্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাদের আচরণ নিয়ে, তাদের স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা নিয়ে কেউ কাজ করেননি।’

‘রানা প্রাজা ধনধসের পর উদ্বারকাজ চলার সময় তোলা একটি ছবি, যেখানে কংক্রিটের স্তূপের নিচে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে আছেন একজন নারী ও একজন পুরুষ ছবিটির শিরোনাম ‘শেষ আলিঙ্গন’। দুজনেই মৃত। ছবিটি তুলেছেন তাসলিমা। ছবিটি এখনো তাকে ভাবায়, ‘যতবার আমি ছবিটির দিকে তাকাই, ফিরে যাই সেইসব সময়ে। আমার মনে হয়, ছবির দুই নারী-পুরুষ বলছেন, আমরা শুধু সন্তা শ্রমিক বা সন্তা প্রাণ নই; আমরাও মানুষ। আমাদের এভাবে মরার কথা ছিল না। আলোকচিত্রী নাসিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা অনেকেই সেই দম্পত্তিকে দেখেছিলাম কিন্তু ছবি তুলতে হাত সরেনি, আমরা ততক্ষণে লাশ দেখতে দেখতে ট্রিমাটাইজড। কোনটা তুলব আর কোনটা দেখব না সে সিদ্ধান্ত নেয়ারও সামর্থ্য সকলের ছিল না।’

‘এ ধরনের ঘটনা কাভার করতে সাংবাদিকের কী কী করণীয় এবং তাদের নিজেদের মানসিক প্রশান্তির জন্য কোন ধরনের উদ্যোগ নেয়া উচিত সেসব নিয়ে কাজ করা জরুরি। টানা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, সাংবাদিকরা লাইভে উল্টাপাল্টা বলছেন। আমরা ছবি তুলতে গিয়ে ফ্রেম হারিয়ে ফেলছি, পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় পরিস্থিতি বোঝেন না। ফলে আমরা খারাপ ব্যবহার করে ফেলি, তারা কষ্ট পান কিন্তু আসলে কী এবং কেন ঘটে আমরা বুঝতে পারি না। সাংবাদিকরা এ সময় কী করবেন এবং অফিস ও তাদের পরিবার কীভাবে তাদের সহায়তা দেবেন সেসব নিয়ে কাজ হওয়া জরুরি।’



ডিজিটাল নিরাপত্তা



## ডিজিটাল সিকিউরিটি কেন জরুরি

ডিজিটাল ডিভাইস ছাড়া এখনকার সময়ে জীবন ভাবা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ যেখানে ডিভাইসহীন জীবন ভাবতে পারছেন না, সেখানে নিউ মিডিয়ার যুগের সাংবাদিক ডিজিটালি সক্রিয় হবেন না এটি বাস্তবসম্মত নয়। আর সেই সাংবাদিক যদি হন একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক, তাহলে আরো বেশি তাকে সক্রিয় থাকতে হবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একই সঙ্গে তার ঝুঁকিগুলো আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্নতর। এ কারণেই একজন রিপোর্টারের মনে দুটি বিষয় সব সময় রাখা জরুরি :

- আপনার ব্যবহৃত ডিভাইস ও নিজেকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন
- আপনার কনটেন্টগুলো কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন

ডিজিটাল এই বিশ্বে একজন সাংবাদিকের গোপন তথ্য চুরি করা, এখন আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অনেক সহজ। তথ্যপ্রযুক্তিতে বেশি জ্ঞান রাখা যে-কেউ খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনার ডিভাইসে অনুপ্রাবেশ করে জেনে নিতে পারে, কার সঙ্গে কী কথা বলছেন, ইমেইল বা এসএমএসে কাকে কী বার্তা পাঠাচ্ছেন, কোথায় কী ছবি তুলছেন, কে আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের জন্য কোন ডকুমেন্ট দিচ্ছে, আপনার একান্ত ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, এমনকি আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কী খাচ্ছেন এমন সব তথ্য।

মাত্র একটি ম্যালওয়ার (ক্ষতিকর সফটওয়্যার) আপনার ল্যাপটপে কখন কোন বাটন চাপছেন, কী পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন এমন সব তথ্য পাঠিয়ে দিতে পারে এমন কারো কাছে, যে আপনার ক্ষতি চাইছে। সরকারি-বেসরকারি নজরদারির এই যুগে আপনার হাতের ডিভাইসটিই যে আপনার বিরুদ্ধে গুপ্তচর্বৃন্তি করছে না, সেটা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। তাই গোটা বিশ্বেই সাংবাদিকদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষার প্রথম ধাপ হয়ে উঠেছে ডিজিটাল নিরাপত্তা। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং বিষয়টি দিনে দিনে আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে দেশের গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য। তবে প্রযুক্তি ব্যবহারে নিজেকে নিরাপদ করার আগে কয়েকটি বিষয় মাথায় গেঁথে রাখুন :

- নিরাপত্তার প্রথম শর্ত নিজের হুমকি বা ঝুঁকি সম্পর্কে জানা।
- প্রযুক্তি ব্যবহারে নিজের সবচেয়ে দুর্বল বা অনিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করছেন।
- যত দামি ডিভাইস তত বেশি নিরাপদ, এটি একেবারে ভুল ধারণা।
- পুরোপুরি নিরাপদ বলে কিছু নেই, নিরাপত্তা নির্ভর করবে ব্যক্তির নিজস্ব ঝুঁকির ওপর।
- আজকে যে প্রযুক্তি নিরাপদ, কাল তা-ই হয়ে উঠতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ, নিজেকে আপডেট রাখুন।

## আপনার নিরাপত্তা কি হুমকির মুখে

বলা বাহ্যিক, প্রত্যেক সাংবাদিক তার কাজের জায়গায় তিনি নিজস্ব কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেন। নিজের তথ্য বা যোগাযোগ সুরক্ষিত করবেন কী করে, তথ্যগুলো হাতছাড়া না হয় সেসব বিবেচনা করে যতটা সম্ভব তিনি নিজের মধ্যেই রাখেন। কিন্তু নিজস্ব পদ্ধতির বাইরে সাধারণ কিছু বিষয় যদি তিনি মাথায় রাখেন সে ক্ষেত্রে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। কোনো অনুসন্ধানে হয়তো রিপোর্টের যাকে কখনোই হুমকি মনে করছেন না, তিনিই-বা সেই বিষয়টিই তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে সামনে আসতে পারে। ফলে অ্যাসাইনমেন্টের শুরু থেকে শেষ এবং সেটি প্রকাশিত বা প্রচারিত হওয়ার পর আর্কাইভ করার সময় পর্যন্ত রিপোর্টের সম্ভাব্য ডিজিটাল ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। সব অ্যাসাইনমেন্টে হ্রবহ এই জিনিস কাজে লাগবে, এমনটা হয়তো নয় কিন্তু সাধারণ এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণে নিরাপদ বোধ তৈরি হবে।



ডিজিটাল জগতে একেক সাংবাদিকের জন্য হুমকি বা ঝুঁকির ধরন একেক রকম হতে পারে। যিনি রাষ্ট্রের কোনো গোপন বিষয় নিয়ে বড় ধরনের অনুসন্ধান করছেন তার জন্য হয়তো হুমকি হতে পারে গোয়েন্দা সংস্থা। যিনি প্রভাবশালী ব্যক্তির দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করছেন, তার জন্য হয়তো জরুরি অবস্থান, চলাচলের পথ, বাড়ির ঠিকানা বা প্রিয়জনের পরিচয় গোপন রাখা। আবার রাজনৈতিক বিষয়ে যিনি প্রতিবেদন করেন, স্পর্শকাতর যোগাযোগের ক্ষেত্রে তার জন্য হয়তো সবচেয়ে জরুরি নিজের ফোনে ইমেইলগুলোকে নিরাপদে রাখা। তাই ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে জরুরি একজন সাংবাদিকের নিজস্ব ঝুঁকি বা হুমকি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা।

সবার কাছ থেকে, সব ধরনের তথ্য, সব সময়ের জন্য গোপন রাখা রীতিমতো দুঃসাধ্য একটি কাজ। হুমকিটা জানা থাকলে শুধু সেখান থেকে নিজেকে কতটা নিরাপদ রাখা যায়, তার পরিকল্পনাই ডিজিটাল নিরাপত্তার প্রথম ধাপ। এজন্য আগে নিজের ঝুঁকিটা যাচাই করে নিন। তাহলেই নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবেন। এজন্য জানতে হবে :

### সবার আগে আপনি কী নিরাপদে রাখতে চান

- মোবাইলে কথাবার্তা বা বার্তা? ■ ইমেইলে যোগাযোগ?
- ল্যাপটপে রাখা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস? ■ ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ড তথ্য?
- নাকি অন্য কিছু?



### কার কাছ থেকে নিরাপদে থাকতে চান

- আপনি যার দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করেছেন? ■ কোনো গোয়েন্দা সংস্থা?
- সহকর্মী বা পরিবারের কোনো সদস্য? ■ সাধারণ হ্যাকার?
- অথবা অন্য কেউ?



## যদি নিরাপদে রাখতে না পারেন তাহলে কী ক্ষতি হতে পারে

- আপনার সোর্সের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাবে।
- আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে কেউ আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করবে।
- আপনার আর্থিক ক্ষতি হবে। ■ আপনি শারীরিক আক্রমণ বা মানসিক চাপের শিকার হবেন।
- আপনার প্রতিবেদনের বিষয় ফাঁস হয়ে যাবে। ■ অথবা অন্য কোনো ক্ষতি।



## আপনার ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা কতটুকু



- আপনি প্রায় নিশ্চিত হামলার শিকার হবেন।
- আপনি আশঙ্কা করছেন, কিন্তু নিশ্চিত নন।
- আশঙ্কা নেই, তবু নিরাপদ থাকা ভালো মনে করছেন।

## ক্ষতি এড়াতে আপনি কতটা ঝামেলা কাঁধে নিতে রাজি



- নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজনে টাকা খরচ করতে রাজি?
- নিরাপত্তার জন্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলতে হবে?
- এজন্য যা করা দরকার তা-ই করতে হবে?
- যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু নিলেই চলবে?

ঝুঁকি যাচাইয়ের জন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা দরকার সবার আগে। কারণ এর ওপরই নির্ভর করবে নিজের ডিজিটাল নিরাপত্তায় আপনি কী ধরনের ব্যবস্থা নেবেন। উপরে যে উত্তরগুলো দেওয়া আছে, তা উদাহরণ মাত্র। একেক জনের জন্য হ্রাসকর ধরন এবং প্রশ্নের উত্তরও আলাদা হতে পারে। তাই আগে হ্রাসকর কী, কোথায়, কার কাছ থেকে, কতটা, কীভাবে সুরক্ষার জন্য যা করতে হবে এসব প্রশ্নের উত্তর জানুন। একটি প্রতিবেদন তৈরির জন্য সাংবাদিককে যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, এখানেও প্রস্তুতি অনেকটা সেরকমই।

## কীভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখবেন



নিজের হ্রাসকর চিহ্নিত করার পর আপনাকে জানতে হবে কোন ঝুঁকি মোকাবিলায় কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে, কী করতে হবে আর কী করা যাবে না। ডিজিটাল নিরাপত্তার ব্যাপ্তি বিশাল জায়গা নিয়ে। এটি একজন বিশেষজ্ঞের জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযুক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, এমন ব্যক্তির জন্যও প্রাসঙ্গিক। তবে এখানে নিরাপত্তার বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে একজন সাংবাদিকের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে। সেই হিসেবে, কয়েকটি বিষয়ে নিরাপত্তার মৌলিক ধারণা থাকা জরুরি।

- ডিভাইসের নিরাপত্তা ■ যোগাযোগের নিরাপত্তা ■ তথ্যের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা



## ডিভাইসের নিরাপত্তা

### আপনার ব্যক্তিগত সেলফোনটি কি যথেষ্ট সুরক্ষিত?

একবার চিন্তা করে দেখুন। একজন সাংবাদিক হিসেবে ডিজিটাল জগতের সঙ্গে আপনার সবচেয়ে বড় যোগসূত্রটা কোথায়? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নত আসবে মোবাইল ফোন। এটি সাংবাদিকদের জন্য এখন জরুরি, প্রয়োজনীয় এমনকি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছে। কোনো সাক্ষাৎকার নেওয়া, সম্পাদক থেকে শুরু করে বার্তাকক্ষের সহকর্মী বা সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, ছবি তোলা থেকে শুরু করে ডকুমেন্ট সংগ্রহ পর্যন্ত সবকিছুই এখন হয় মোবাইলের মাধ্যমে। তথ্য বিনিময় বা যাচাইয়ের জন্য রিপোর্টারের কাছে টেলিফোন যেমন জরুরি হয়ে পড়েছে, তেমনি সেসব কারণেই রিপোর্টারের ফোন সরকারি সংস্থা, হ্যাকার কিংবা অপরাধী তিনি পক্ষের কাছেই প্রয়োজন বা আগ্রহের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

যখন কেউ সাংবাদিকের মোবাইল বা তথ্য সংরক্ষণ করা এমন অন্য কোনো যন্ত্র চুরি করেন তখন তিনি সেই সাংবাদিকের তথ্যকে নয়, অভ্যাস এবং জীবনযাপনের অনেকখানি জেনে ফেলতে পারেন। তার সোর্সদের বিষয়েও জানতে পারেন। এটা খুবই ভয়ানক এবং অনিরাপদ। কেবল সাংবাদিক তার সোর্সের পরিচয় প্রকাশ করতে চান না নিরাপত্তার স্বার্থেই। কিন্তু ফোন চুরি বা হারিয়ে গেলে রিপোর্টাররা সেই নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। তাই সাংবাদিকদের তার নিজস্ব ফোনটিকে নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট থাকা উচিত। ফোন নিরাপদ রাখতে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রাখা জরুরি-

### এনক্রিপশন কী?

এনক্রিপশন হলো আপনার যে-কোনো তথ্যকে এমন সংকেতে পরিণত করা, যাতে অন্য কেউ পড়তে না পারে। একবার এনক্রিপ্ট করা হলে, সেই তথ্যকে ‘ডিক্রিপ্ট’ না করা পর্যন্ত কেউ পড়তে পারবে না। তথ্যকে সংকেতে পরিণত করা এবং তাকে আবার পাঠ্যোগ্য করার জন্য পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়।

- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য ব্যবহার বা কথা বলায় সতর্ক থাকুন।
- গোপন তথ্য বা ছবি ফোন থেকে আপলোড করা থেকে বিরত থাকুন।
- মোবাইলে স্পর্শকাতর তথ্য সংরক্ষণ করা থেকে বিরত থাকুন।
- গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি এড়াতে ফোন যতটা সম্ভব ‘পরিষ্কার’ রাখা ভালো।
- ব্যক্তিগত ও পেশাগত কাজে আলাদা টেলিফোন ব্যবহারের অভ্যাস করুন।

## কীভাবে নিরাপদ রাখবেন আপনার ফোন



- পাসকোড দিয়ে আপনার ফোন সব সময় লক রাখুন, যাতে হারিয়ে গেলেও ছেট করে কেউ খুলতে না পারে।
- পাসকোড হিসেবে অন্যদের জানা থাকতে পারে এমন সংখ্যা (জন্মদিন, বাসার নম্বর, অ্যাকাউন্ট নম্বর) না দেওয়া ভালো।
- যে ফোনে সুযোগ আছে সেখানে পাসকোড ও ফিংগার প্রিন্ট লক দুটোই ব্যবহার করুন।
- ফোনে অটো লক অপশন চালু রাখুন, যাতে ব্যবহারের পর আপনি ভুলে গেলেও তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে যায়।
- নিজের ডিভাইস অন্য কাউকে ব্যবহার করতে না দেওয়াই ভালো।
- পাসকোড কখনো কাগজে লিখে রাখবেন না, কাগজ চুরি বা হারালে বিপদে পড়বেন
- স্মার্টফোনে ডিভাইস লোকেটর চালু রাখুন, চুরি বা হারিয়ে গেলে ট্র্যাক করতে পারবেন

## মোবাইল এনক্রিপ্ট করুন



আধুনিক মোবাইল আপনার তথ্য এনক্রিপ্ট করতে পারে। যেমন, আধুনিক স্মার্টফোনগুলোতে হ্যান্ডসেট লক হওয়ামাত্রাই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সব তথ্য এনক্রিপ্ট হয়ে যায়। এর ফলে লক না খোলা পর্যন্ত কেউ ভেতরের কোনো কিছুই পড়তে পারে না। কেউ যদি ফোনের সব তথ্য কপি করেও নিয়ে যায়, লাভ নেই। যতক্ষণ না সেই পাসকোড দেওয়া হচ্ছে।

আইফোনের ক্ষেত্রে সেটিংসে গিয়ে ‘ডাটা প্রটেকশন’ চালু করুন। আর অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে সেটিংস > সিকিউরিটি > এনক্রিপ্ট ডিভাইস অ্যান্ড ফলো দ্য প্রস্পেক্টস, এই ধারা অনুসরণ করে সম্পূর্ণ ফোনটিকে এনক্রিপ্ট করে ফেলতে পারবেন। তাই ফোন কেলার সময় দেখে নিন, তাতে এনক্রিপশন-সুবিধা আছে কি না। এতে আপনার মোবাইল যদি হারিয়ে যায়, চুরি হয় বা কেউ জরুরি করে, তাহলেও আপনার তথ্য নিরাপদ থাকবে।

## রিমোট ওয়াইপ সেট করুন



আধুনিক সব ডিভাইসেই এই সুবিধা নেওয়া যায়। আইফোনে আইক্রাউড বা অ্যান্ড্রয়েডের গুগল সিঙ্ক সেটআপ করা যত সহজ, ঠিক একইভাবে রিমোট ওয়াইপও সেট করে রাখা যায়। ডিভাইস হারিয়ে গেলে আপনি নিজের পিসি বা অন্য ফোন থেকে লগইন করে, চুরি হওয়া ডিভাইসের সব তথ্য মুছে দিতে পারবেন। যখনই সেই হারানো ডিভাইস ইন্টারনেটে যুক্ত হবে, সঙ্গে সঙ্গে রিমোট ওয়াইপ, সব তথ্য মুছে দেবে। এমনকি এর অন্যান্য ফিচার ব্যবহার করে ডিভাইসটি কেওয়ায় আছে, সেই অবস্থানও জানা যাবে।

## অ্যাপ ডাউনলোড ও ব্যবহারে সতর্ক থাকুন

স্মার্টফোন চলেই অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপের মাধ্যমে। কথা বলা, ছবি তোলা, মেসেজ পাঠানো, একেকটি অ্যাপ, একেক কাজ করছে। কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে ফোনে শুধু দরকারি অ্যাপই ব্যবহার করুন। কারণ অনেক অ্যাপ গুরুতরবৃত্তি এবং তথ্যচুরির কাজে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় শিশুদের একটি সাধারণ গেমিং অ্যাপ আপনার কাছ থেকে অডিও, ছবি, ভিডিও, অবস্থান এমনকি কন্ট্রুল লিস্টে প্রবেশাধিকার চেয়ে বেশ। অ্যাপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এইসব তথ্য বিক্রি করে আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন।



- ফোনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি (গেম, সেলফি বা কম দরকারি) অ্যাপ ব্যবহার না করাই ভালো। কেবল সঠিক সোর্স যেমন প্লে স্টোর, উইনডোজ বা অ্যাপল স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
- ডাউনলোডের আগে অ্যাপের রেটিং দেখে নিন। রেটিং 4.5-এর বেশি হলে ভালো ধরা হয়। ডাউনলোডের আগে রিভিউ পড়ে নিন। অনেক ভালো রেটিংসম্পন্ন অ্যাপের খারাপ রিভিউ পাওয়া যায়।
- অ্যাপ ইনস্টল করার সময় খেয়াল করুন, সেটি কোন কোন তথ্যে প্রবেশাধিকার চাইছে।
- ডাউনলোডের পর অ্যাপটিকে কোন তথ্যে প্রবেশাধিকার দেবেন, সেটিংসে গিয়ে তা নিজেই নির্ধারণ করুন। যে অ্যাপ ব্যবহার করছেন তা নিয়মিত আপডেট করুন।

## কীভাবে নিরাপদ রাখবেন আপনার কম্পিউটার

একজন সাংবাদিক তার কাজের জন্য কমবেশি কম্পিউটারের ওপর নির্ভরশীল, হোক তা ব্যক্তিগত ল্যাপটপ বা অফিস-বাসার ডেস্কটপ। ডকুমেন্ট সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রতিবেদন লেখা, ছবি, আর্কাইভ, এমনকি নিজের জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংক হিসাবের মতো ব্যক্তিগত সব তথ্যও সেখানেই রেখে দেন। সহজ কথায়, একজন সাংবাদিকের যা গোপন রাখা দরকার, তার সবকিছুই তার কম্পিউটারে পাওয়া যায়। তাই ল্যাপটপ বা পিসির কিছু হলে তার কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দুটোই সংকটে পড়ে। এ কারণে এ ধরনের ডিভাইসের নিরাপদ রাখা জরুরি।



## পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন

- আপনার উইন্ডোজ অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত রাখুন।
- নিশ্চিত করুন স্লিপ মোড থেকে ওপেন করতেও যেন পাসওয়ার্ড লাগে।
- শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। "password", "123456", "qwerty" "monkey" এমন সহজ সংখ্যা বা শব্দ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন না।
- পাসওয়ার্ড কখনোই কাগজে লিখবেন না।
- কাউকে পাসওয়ার্ড দেবেন না।



## পাসওয়ার্ড কেমন হওয়া উচিত

- কমপক্ষে আট অক্ষর, বেশি হলে ভালো ■ বড় ও ছোট হাতের অক্ষর থাকবে
- অক্ষরের সঙ্গে সংখ্যা থাকবে ■ %,\*,# এর মত চিহ্ন থাকবে
- শব্দ হবে এমন, যা আন্দাজ করা কঠিন

## শুধু পাসওয়ার্ডই যথেষ্ট নয়!

পাসওয়ার্ডকে পাশ কাটিয়েও আপনার পিসিতে প্রবেশ করা সম্ভব! পোগোস্টিকের মতো সাধারণ রিসেটিং প্রোগ্রাম ব্যবহার করে খুব সহজে কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড ভাঙা বা বদলে ফেলা যায়। এজন্য সিডি বা ইউএসবি স্টিকের মাধ্যমে পিসিকে বুট বা চালু করাতে হয়। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে আপনার কম্পিউটারে সিডি বা ইউএসবি ডিভাইসের মাধ্যমে বুট করানোর সুবিধা বন্ধ করে দিন। পিসি চালু করে F1, F4, F10 or Del বাটন চেপে বারোস (basic input/output system) সেটিংসে ঢুকে এই সুবিধা বন্ধ করা যায়। একই সঙ্গে বারোস সেটিংস যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য সেটিতেও পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখুন। এজন্য প্রয়োজনে আপনার অফিসের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

## সফটওয়্যার ব্যবহারে সতর্কতা

- পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করবেন না।
- সফটওয়্যার যারা বানিয়েছে শুধু তাদের সাইট থেকে ডাউনলোড করুন।
- পিসি ম্যালওয়্যারমুক্ত রাখতে চাইলে সব সময় সফটওয়্যার আপডেট করতে হবে।
- অপারেটিং সিস্টেমের অটো আপডেট অপশন চালু রাখুন।
- আপডেটের পর অবশ্যই পিসি রিস্টার্ট দিন।
- আপনার ব্রাউজার সব সময় আপডেট বা হালনাগাদ রাখুন।



## নিরাপদ যোগাযোগ



একজন সাংবাদিকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যোগাযোগ। প্রতিনিয়তই সংবাদের প্রয়োজনে কারো-না-কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে ইমেইলে। কথা বলতে হচ্ছে। পাঠাতে হচ্ছে মেসেজ বা বার্তা। দেশ-বিদেশের সোর্সদের সঙ্গে ভিডিও চ্যাট করতে হচ্ছে। টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থায় বিপুর সব ধরনের যোগাযোগকে বেশ সহজ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে এটি সাংবাদিকদের ওপর নজরদারির সুযোগকেও করেছে অবারিত। টেলিফোনে আপনার কোনো কথা, ইমেইল, টেক্সট

মেসেজ, ভিডিও কথোপকথনই আসলে গোপন নয়। তাই গোটা বিশ্বেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা যোগাযোগে সতর্ক। সার্ভেইল্যান্স বা নজরদারির এই যুগে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন অ্যাপ্লিকেশন বা প্রযুক্তি আসছে নিরাপদ যোগাযোগের। কিন্তু সেটিও বেশি দিন নিরাপদ থাকছে না। তাই নতুন অ্যাক্টিভিস্টরা নতুন করে আরো নিরাপদ অ্যাপ নিয়ে হাজির হচ্ছেন।

## ভয়েস, ভিডিও ও টেক্সট মেসেজ

ভয়েস কল, ভিডিও চ্যাট বা টেক্সট মেসেজের ক্ষেত্রে প্রচলিত মাধ্যমে গোপনীয়তা আরো কম। সাধারণত মোবাইল ফোনে আপনি যে কথা বলেন, যে মেসেজ পাঠান তার একটিও গোপন নয়। স্কাইপ, ফেসবুক মেসেঞ্জার বা গুগল হ্যাংআউটের মতো অ্যাপে আপনার পাঠানো বার্তা তৃতীয় কোনো পক্ষ হয়তো অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু এটি সেবাদাতা কোম্পানিগুলোর কাছে উন্মুক্ত এবং তারা সেটি সরকারি সংস্থার কাছে চাইলে হস্তান্তর করতে পারে। এজন্য এ ধরনের যোগাযোগের জন্যও বিকল্প অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যা শুধু সাংবাদিক নয়, যারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা পছন্দ করেন, তাদের সবার মধ্যেই জনপ্রিয়। যেমন :

- WhatsApp ■ Signal ■ Jitsi ■ Telegram ■ Wire

তবে এসব অ্যাপের ক্ষেত্রেও মেটাডাটা সুরক্ষিত নয়। আর নিরাপদ যোগাযোগের জন্য দুই প্রান্তেই একই অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে। আর প্রতিনিয়তই নতুন প্রযুক্তি আসছে। তাই ডাউনলোডের আগে কোন অ্যাপ ব্যবহার করবেন, সেটি একটু পড়াশোনা করে নেওয়া ভালো।



### মেটাডাটা কী

এটি হলো একটি তথ্য-সম্পর্কিত সব তথ্য। যেমন, আপনি কাউকে একটি ইমেইল পাঠিয়েছেন। ইমেইলে আপনি যা লিখেছেন তা তথ্য। কিন্তু সেই ইমেইল আপনি কখন পাঠিয়েছেন, কোন এলাকা থেকে এবং কার কাছে পাঠিয়েছেন- এগুলো হলো মেটাডাটা।

## ইমেইল

গুগল বা ইয়াছুর মতো সার্ভিসগুলোতে আপনার ইমেইলে কী লেখা আছে তা বাইরে থেকে কেউ পড়তে পারে না। আপনার ইমেইল এনক্রিপ্টেড থাকে বলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, হ্যাকার বা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা তা দেখতে পারেন না। কিন্তু গুগল, ইয়াছুর মতো সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে আপনার এই মেইল গোপন নয়। তারা চাইলে এটি পড়তে পারেন এবং সরকার বা কোনো সংস্থা চাইলে তাদের কাছে হস্তান্তরও করতে পারেন। এই সমস্যার সমাধানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড ইমেইল সার্ভিস ব্যবহার করেন। এ ধরনের ইমেইলে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানও জানে না আপনার ইমেইলে কী লেখা বা কোন ডকুমেন্ট



অ্যাটাচ করা আছে। শুধু যার কাছে সেই ইমেইল পাঠানো হচ্ছে তিনিই এটা পড়তে পারেন। যারা এ ধরনের ইমেইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছেন না, তাদের কাছেও পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত ইমেইল পাঠানো যায়। এমন কয়েকটি ইমেইল সর্ভিসের উদাহরণ :

■ Tutanota ■ Protonmail ■ Hushmail ■ Mailfence ■ Countermail

তবে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড ইমেইলও পুরোপুরি গোপন নয়। এটি আপনার মেটাডাটাকে সুরক্ষা দেয় না। এর মানে হচ্ছে, আপনি কখন, কাকে বার্তা পাঠাচ্ছেন, তার সঙ্গে কতবার আপনার যোগাযোগ হয়েছে, কে আপনাকে কত মেইল পাঠাচ্ছে— এমন সব তথ্যই উন্মুক্ত থাকে।

## যেভাবে নিরাপদ রাখবেন আপনার ইমেইল

ইমেইল এনক্রিপ্টেড হোক বা না হোক সেই অ্যাকাউন্টটিকে নিরাপদ রাখতে হবে। এজন্য কয়েকটি ধাপ আছে। সেই ধাপগুলো অনুসরণ করে আপনি আপনার ইমেইলকে যথাসম্ভব নিরাপদ করতে পারেন।



**জটিল পাসওয়ার্ড দিয়ে শুরু করুন :** এটা সাধারণ বিষয় কিন্তু নিরাপত্তার প্রথম ধাপ। ইমেইলের জন্য একটা জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন, যা কমপক্ষে 8 অক্ষরের হবে এবং তাতে বড় ও ছোট হাতের অক্ষর, নম্বর ও চিহ্ন থাকবে।

এখন অনেকেই পাসওয়ার্ডের বদলে ‘পাসফ্রেইজ’ ব্যবহার করেন। এটি হলো অনেক দীর্ঘ পাসওয়ার্ড তৈরির একটি কৌশল। ‘ফ্রেইজ’ মানে হলো একটি বাক্য। যেমন : ইমেইলের পাসওয়ার্ড হিসেবে আপনি যদি পছন্দের কোনো গান বা কবিতার একটি লাইন তুলে দেন, তাহলে তা অনেক লম্বা হবে, অন্য কারো পক্ষে জানাও সম্ভব নয়। আবার অনেক বেশি অক্ষর থাকায় এটি সহজে হ্যাক করে ভাঙ্গাও সম্ভব নয়। **উদাহরণ :** জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইন, amarsonarbanglaamitonmayvalobasi, এটি একটি পাসফ্রেইজ। এরকম নিজের প্রিয় কোন গানের লাইন বা বাক্যকে পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যা আকারে বড় এবং সহজে আন্দাজ করা যায় না বলে নিরাপদ। এমন পাসফ্রেইজকেও সংখ্যা বা চিহ্ন বসিয়ে আরো শক্তিশালী করে নিতে পারেন। **নিরাপত্তার জন্য অন্তত প্রতি দুই মাসে একবার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন।** **নিরাপত্তা প্রশ্ন :** যে-কোনো ইমেইল অ্যাকাউন্ট খোলার সময় আপনার কাছ থেকে কয়েকটি নিরাপত্তা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান (যেমন : জিমেইল, ইয়াভ) একটি তালিকা থেকে প্রশ্ন বেছে নিতে বলে। কেউ গ্রাহককে সুযোগ দেয় নিজের নিরাপত্তা প্রশ্ন তৈরির। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে, অ্যাকাউন্ট রিকভারি ও নতুন পাসওয়ার্ড স্থাপনের সময় এটি কাজে লাগে। অন্য কেউ আপনার নিরাপত্তা প্রশ্নের উত্তর জানলে সহজেই পাসওয়ার্ড বদলে ফেলতে পারবে। তাই ইমেইল অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা প্রশ্ন নিজে তৈরির সুযোগ থাকলে, এমন প্রশ্ন দিন যা অন্যের পক্ষে আন্দাজ করা কঠিন অথবা যার উত্তর শুধু আপনিই জানেন। আর বেছে নিতে বলা হলে, এমন উত্তর সেট করুন যা অন্যদের বিভ্রান্ত করবে। **যেমন :** যে শহরে আপনি জন্ম নিয়েছেন, এই প্রশ্নে এমন একটি শহরের নাম লিখুন, যা আপনার জন্মস্থান নয়।

**টু-ফ্যাট্টের অধ্যেনটিকেশন :** ইমেইলে কেবল পাসওয়ার্ড দিয়ে সন্তুষ্ট থাকার সুযোগ নেই। যত জটিল শক্তিশালী পাসওয়ার্ড হোক, হ্যাকার সেটা ভাঙতে পারবে। তাই দুই স্তরের নিরাপত্তা ব্যবহার করুন। লগইনের সময় ইমেইল অ্যাকাউন্টের সত্ত্বিকারের মালিককে যাচাই করার এটি আরেকটি ধাপ। এটি চালু থাকলে পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর দ্বিতীয় একটি মাধ্যমে জানতে চাওয়া হবে, এটি সত্ত্বিক আপনি কি না অথবা একটি কোড পাঠানো হবে এসএমএসে। সেই কোড বসানোর পরই ইমেইল খোলা যাবে।

**নিরাপদ ইমেইল সার্ভিস ব্যবহার করুন :** মাঝে মাঝে কার্যকর ভিপিএন সেবা পাওয়া দুরুহ হয়ে পড়ে। তাই আগেই নিশ্চিত হোন আপনি যে ইমেইল, ক্লাউড বেজড ইমেইল বা ওয়েবমেইল ব্যবহার করছেন, তাতে আগে থেকেই সিকিউর সকেট লেয়ার (এসএসএল) কিংবা ট্রাঙ্গপোর্ট লেয়ার সিকিউরিটি (টিএলএস) কনফিগার করা রয়েছে।

এটি আপনার ব্যবহৃত ইমেইলের ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখে। জিমেইল ও মাইক্রোসফট অফিস ৩৬৫ নিজে থেকেই এমন নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু অনেক ওয়েবমেইল সেবাতেই এই নিরাপত্তা থাকে না।

**ইমেইল এনক্রিপশন :** আপনার যদি নিরাপদ ইমেইল সার্ভিস ব্যবহারের সুযোগ না থাকে, তাহলে খুব স্পর্শকাতর বার্তা আদান-প্রদানের সময় সেই নির্দিষ্ট ইমেইলকে এনক্রিপ্ট করে দিতে পারেন। যেখানে একটি ইমেইলের জন্য আপনার নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড থাকবে। সেটি বসালেই অপর প্রান্তের ধাহক সেই মেইল পড়তে পারবে। এজন্য একটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো ওপেন পিজিপি (Open PGP)। আরো জানতে <https://ssd.eff.org/en/module/how-use-pgp-windows>, এই লিংক ভিজিট করতে পারেন।

## পাসওয়ার্ড ম্যানেজার

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের অনেকেই একেকটি অনলাইন অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহারের পরামর্শ দেন। যাতে একটি পাসওয়ার্ড চুরি হলেও অন্যগুলো নিরাপদ থাকে। এখন একজন ব্যবহারকারী ইমেইল, ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যমসহ নানান আর্থিক ও ইকমার্স সাইটে অ্যাকাউন্ট খোলেন। কিন্তু এত পাসওয়ার্ড মনে রাখা কঠিন। তাই পাসওয়ার্ড ম্যানেজার সফটওয়্যার নামিয়ে সেখানে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের তথ্য এনক্রিপ্টেড অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। যেমন: KeePassXCG ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে শুধু পাসওয়ার্ড ম্যানেজারে দেওয়া মাস্টার পাসওয়ার্ড মনে রাখতে হয়। তবে বুঁকি হলো, পাসওয়ার্ড ম্যানেজারের পাসওয়ার্ড হাতছাড়া বা চুরি হয়ে গেলে আপনার সব অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড একসঙ্গে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ম্যানেজার সফটওয়্যারের পাসওয়ার্ডটি এমন হতে হয়, যা হ্যাক করা কঠিন।



## প্রাইভেসি ও তথ্যের নিরাপত্তা

ইন্টারনেট ও ব্যক্তির গোপনীয়তা এই শব্দ দুটি জৰুরীত হয়ে উঠছে। আপনি যেই সাইটে যাচ্ছেন, যেখান থেকে কেনাকাটা করছেন, যে বিজ্ঞাপনে ক্লিক করছেন— সবাই আপনার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে। এখানে আপনার কোনোকিছুই গোপন নয়, যতক্ষণ না আপনি কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

- নিয়মিত ব্রাউজিং ডাটা, হিস্ট্রি এবং কুকি পরিষ্কার করুন।
- ইনকগনিটো মোডে ব্রাউজ করুন, যাতে কুকি ও ব্রাউজিং হিস্ট্রি না থাকে।
- অপরিচিত খুদে বার্তা বা ইমেইলে আসা ওয়েব-লিংক ক্লিক করবেন না।
- ইমেইল/সামাজিক যোগাযোগ অ্যাকাউন্ট ব্যবহার শেষে ‘লগ-আউট’ করুন।
- পাবলিক ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- তথ্য চুরি ঠেকাতে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে সব সময় ভিপিএন ব্যবহার করুন।
- অনলাইনে নিজের তথ্য পুরোপুরি গোপন রেখে ব্রাউজিংয়ের জন্য ‘টোর’ (ToR) ব্যবহার করুন।

### আপনার কর্মক্ষেত্রের নেটওয়ার্ক কর্তৃ নিরাপদ

ব্যক্তিগতভাবে আমরা যেসব মোবাইল ডিভাইস এবং ল্যাপটপ/ডেস্কটপ ব্যবহার করি তা পাবলিক নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল। আমরা চাইলেও একটি মাত্রার বাইরে এগুলোর নিরাপত্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারব না। কিন্তু, অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কগুলোর সুরক্ষাব্যবস্থা অনেক বেশি শক্তিশালী। অনেক প্রতিষ্ঠানই নিজস্ব অবকাঠামো সার্ভার, স্যাটেলাইট সংযোগ অথবা ফাইবার অপটিকস, পয়েন্ট টু পয়েন্ট একান্ত সংযোগ ব্যবহার করেন। সুতরাং, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনেক সময়েই অপেক্ষাকৃত ভালো সমাধান দিতে পারে।



### কুকিজ কী

আমরা যে ওয়েবসাইটে যাই তার ছোট একটি ফাইল কম্পিউটারে সংরক্ষিত হয়ে যায়। এই কুকিজ ব্যবহার করে একটি ওয়েবসাইট আপনার যাবতীয় অনলাইন কর্মকাণ্ড অনুসরণ ও রেকর্ড করতে পারে। এই ‘ফাস্ট পার্টি কুকিজ’ ক্ষতিকর নয়। যদিও থার্ড পার্টি কুকিজ নামে আরো কিছু কুকিজ আছে, যেগুলো ক্ষতিকর। এগুলো গুগলের মতো কাজ করে।

আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল নিরাপত্তার কাঠামো দুর্বল। পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার, দুর্বল সার্ভার ও অপর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নেটওয়ার্কে থাকা পিসিগুলো যে-কোনো সময়ই আক্রান্ত হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে আপনার স্পর্শকাতর তথ্যে যে-কেউ অনুপ্রবেশ করতে পারে। তাই অফিসের অবকাঠামো দুর্বল হলে স্পর্শকাতর তথ্য সেই নেটওয়ার্কে রাখার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত।

## আপনার ফোনে কি আড়িপাতা হচ্ছে?

একজন সাংবাদিকের ফোনে কী তথ্য সংরক্ষিত আছে সেটি জানার জন্য এখন আর তার ডিভাইসটি চুরি করার দরকার পড়ে না। ইলেক্ট্রনিক ডাটা চুরি হওয়া এখন সাংবাদিকের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকির বিষয়। তাই আড়ি পাতা সম্পর্কে সতর্ক হবেন—



- ফোন ধরলে অপর প্রান্তের কথা খুব আন্তে শোনা গেলে;
- নম্বর ডায়াল করতে ঘনঘন সমস্যা হলে;
- স্বাভাবিকের তুলনায় ব্যাটারির চার্জ দ্রুত শেষ হলে;
- ব্যবহার করছেন না, এমন সময়েও ছুট করে ফোন সক্রিয় হয়ে গেলে;
- ফোন ব্যবহারের সময় স্পিকারে অস্বাভাবিক শব্দ শোনা গেলে।

## অনলাইন হয়রানি থেকে কীভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখবেন

অনলাইন সক্রিয় থাকার সবচেয়ে নেতৃত্বাচক যেসব দিক উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে একটি হলো অনলাইনে হয়রানি। আপনাকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্থ করতে অথবা মানসিকভাবে দুর্বল করতে বিরোধীপক্ষ অনলাইনে নানা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করবে। আপনাকে ঘিরে সেরকম কিছু প্রচেষ্টা হলে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে তার আগে পর্যন্ত আপনাকে নিজে সতর্ক থাকতে হবে।



- শিশুর ছবি আপলোড করা থেকে বিরত থাকুন।
- আপনার ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য যেন পাবলিক না হয় সতর্ক থাকুন।
- ফেসবুকে অপ্রয়োজনে পাবলিক পোস্টে লাইক-কমেন্ট করা থেকে বিরত থাকুন।

## নারীদের বাড়তি সতর্কতা দরকারি কেন

যে-কোনো সতর্কতা রিপোর্টার নির্বিশেষে একই রকমের। এখানে পৃথক করার সুযোগ খুব কম। তবে, জেন্ডার-ভাবনা থেকে নারী রিপোর্টারদের হেনতা করার নানা পদ্ধতি বিশ্বজুড়েই পুরুষ রিপোর্টারের চেয়ে খানিক আলাদা। (শারীরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আপনারা এতক্ষণে জেনে গেছেন)। ডিজিটাল



মাধ্যমে নারীদের হয়রানি করার প্রবণতা বেশি। বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় ছবি বানিয়ে বা নানাবিধ তথ্য বিজ্ঞান ঘটিয়ে নারীদের সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্থ করার চেষ্টা থাকে। নারী রিপোর্টারদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে দরকার বাঢ়তি সতর্কতা।

- অথবা ব্যক্তিগত ছবি আপলোড করবেন না।
- প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে বাইরের কেউ ধারণা পায়, এমন তথ্য সামাজিকমাধ্যমে দেবেন না।
- যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই চেকইন দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- সেলফোনে যতটা সম্ভব কম তথ্য সংরক্ষণ করুন। যাতে ফোন হাতছাড়া হলেও আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেউ হয়রানির সুযোগ না পায়।

## বুঁকিপূর্ণ রিপোর্টিংয়ের সময় কী করবেন

- স্মার্টফোন জিপিএসের মাধ্যমে আপনার অবস্থান জানিয়ে দেয়। এমনকি ফোন বন্ধ থাকলেও। উবার বা গুগল ম্যাপের মতো বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনও আপনার অবস্থান ট্র্যাক করে। তাই একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক স্পর্শকাতর অ্যাসাইনমেন্টে চেষ্টা করবেন ফিচার ফোনের মাধ্যমে সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এটিও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। কারণ মোবাইল টাওয়ারের মাধ্যমে আপনার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব।
- অত্যন্ত বুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টের সময় সোর্সের সঙ্গে কখনোই এক মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন না। সশরীরে হাজির হয়ে কথা বলার চেষ্টা করুন। এ সময় সঙ্গে ডিভাইস রাখবেন না।
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। কখনোই ব্যক্তিগত তথ্য এবং নিয়মিত জীবনযাপন, বেড়ানো, ভ্রমণ অ্যাসাইনমেন্ট-সংক্রান্ত তথ্য ফেসবুকে তুলে দেওয়া যাবে না।
- কোথায় যাচ্ছেন সেটি চেকইন দেবেন না। তবে যেখানে যাচ্ছেন সে বিষয়ে বিশ্বস্ত একজনকে জানিয়ে যাবেন এবং কী ধরনের শঙ্কা হতে পারে সেটি জানিয়ে রাখবেন। (বিস্তারিত জানতে শারীরিক নিরাপত্তা অংশ দেখুন)
- সঙ্গে নেওয়া ডিভাইসগুলো যাতে অক্ষত ফিরিয়ে আনতে পারেন সে পরিকল্পনা থাকতে হবে। সেগুলো ফেলে এলে আপনার উদ্দেশ্য জানাজানি হয়ে যাবে, আপনার নিরাপত্তা বিহুত হতে পারে।
- কোথায় যাচ্ছেন অফিসকে জানিয়ে যান। সেটি সামনাসামনি জানান। টেলিফোন বা ইমেইলে নয়।



## রিপোর্টার তার কনটেন্ট সুরক্ষিত রাখতে কী করবেন



- স্পট থেকে ছবি, ভিডিও ও টেক্স্ট ক্লাউডে আপলোড করুন, যেন ডিভাইস হাতছাড়া হলেও কনটেন্ট থেকে যায়।
- আপনার লেখা, তথ্য বা ছবি পিসিতে এনক্রিপশন অ্যাপস দিয়ে সুরক্ষিত রাখুন।
- সাধারণত সাংবাদিকরা স্মার্টফোন, ট্যাব কিংবা ল্যাপটপে তথ্য রাখেন। কেউ যদি আপনার কাজে বাধা দিতে চায় তাহলে আপনার ফোন ও ল্যাপটপ নষ্ট করে ফেলাটাই তার জন্য সহজ হবে। তাই সম্ভব হলে বিশ্বস্ত একাধিক জায়গায় তথ্যের কপি রাখুন।

## হার্ড ড্রাইভ এনক্রিপ্ট করুন

আপনার ল্যাপটপ চুরি হয়ে গেলে, সেখান থেকে হার্ড ড্রাইভ খুলে অন্য কম্পিউটারে লাগিয়ে, আপনার সব তথ্য যে-কেউ প্রবেশ করতে পারবে। এমন অবস্থা থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার অন্যতম উপায় এনক্রিপশন। আপনি আপনার গোটা হার্ডড্রাইভটিকে বিটলকার (BitLocker) ব্যবহার করে সুরক্ষিত রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কেবল নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার হার্ডড্রাইভে প্রবেশ করা যাবে। বিটলকার ছাড়াও অন্য বেশকিছু সফটওয়্যার দিয়ে পিসিকে নিরাপদ রাখা যায়। যেমন : ভেরা-ক্রিপ্ট (Vera-Crypt); এটি ফ্রি, ওপেন সোর্স এবং লিনার্স বা ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমেও কাজ করে। এজন্য প্রয়োজনে আপনার অফিসের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন।



## তথ্যের ব্যাকআপ রাখুন

যে-কোনো সাংবাদিকের জন্যই তার পিসিতে রাখা তথ্যই সবচেয়ে দামি ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই ল্যাপটপ হারিয়ে গেলে, চুরি হলে কিংবা নষ্ট হয়ে গেলে তথ্য যতই নিরাপদে থাকুক, তা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। এজন্য হার্ডড্রাইভের সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ব্যাকআপ রাখুন। এটি আলাদা কোনো পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ বা স্টোরেজে হতে পারে। অথবা অনলাইনে যে-কোনো নিরাপদ ক্লাউড সার্ভিস ব্যবহার করেও ব্যাকআপ রাখতে পারেন। এটি শুধু পিসি নয়, ফোনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।





আইনি নিরাপত্তা



## সাংবাদিকতা করতে হবে আইন জেনে, নীতি মেনে

দেশের প্রচলিত আইন যেমন একদিকে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকে সুরক্ষা দেয়, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ ও প্রকাশের স্বাধীনতাকেও সীমাবদ্ধ করে। কিছু সীমাবেধ্য সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কিছু আবার সাংঘর্ষিক হতে পারে। নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিক আইনভঙ্গ করার অনেকগুলো ঝুঁকি এড়াতে পারবেন। আবার সার্বিকভাবে আইনের জ্ঞান সাংঘর্ষিক ক্ষেত্রগুলোতে ঝুঁকি বিচার করে নীতিরক্ষার কৌশল খুঁজতে সাহায্য করবে; পাঠকের সমর্থন জোগাবে। শেষ বিচারে নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতা একদিকে আইনি ঝুঁকির রক্ষাক্ষেত্র, অন্যদিকে আইনের আরোপিত বিধিনিয়ে মোকাবিলার উপায় ও সুযোগ। এখানে আইনের প্রসঙ্গ ধরে নীতি-নৈতিকতার প্রসঙ্গে যাওয়া হবে। তবে মনে রাখা দরকার, সাংবাদিকের জন্য তার নীতি-নৈতিকতাই প্রথম ও শেষ কথা।

সাংবাদিককে একদিকে বাক্সাধীনতা, মুক্তমত, গণমাধ্যম, তথ্য জ্ঞানার অধিকার এবং সাম্প্রতিক ডিজিটাল নিরাপত্তাবিষয়ক আইনগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে, অন্যদিকে নীতি-নৈতিকতার সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে নিজেকে এবং নিজের প্রতিষ্ঠানকে আইনি জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে নিরাপদ রাখতে হবে।

সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন এবং গণমাধ্যম-সম্পর্কিত আইনগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। বিভিন্ন সময় সংবাদপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে-বাইরেও নানা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। তবে, চর্চাটা হয় প্রতিমুহূর্তে। প্রতিদিন সংবাদপত্র কিংবা অনলাইনে প্রতিমুহূর্তে খবর প্রকাশে একজন সাংবাদিক যেমন আইনি সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রাখেন, তেমনি তাকে ঝুঁকির বিষয়গুলোও মাথায় রাখতে হয়। একই সঙ্গে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার দাবিগুলো ভালোভাবে জেনেবুঁো প্রতিদিনের কাজে সেগুলোর পালনে একনিষ্ঠ হতে হয়। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম অর্থাৎ টেলিভিশন ও রেডিওর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

### সাংবাদিক কেন আইন জানবেন

আমাদের সংবাদকক্ষে অনেকের মধ্যে এখনো এমন ধারণা প্রবল যে, যিনি বা যারা সুপ্রিম কোর্ট বা নিয়ন্ত্রণ আদালতের বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করবেন, শুধু তিনি বা তারাই আইন সম্পর্কে কমবেশি জানবেন। এমন ধারণা আসলে ঠিক নয়। আইনকে আমরা যতই এড়িয়ে চলতে চাই না কেন, সেটা সম্ভব নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পরতে পরতে আইন প্রভাব বিস্তার করে আছে। আইন আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সব ধরনের আচরণ; চলাফেরা; কাজকর্ম সবকিছুকে কখনো নিয়ন্ত্রণ করে; আবার কখনো সুরক্ষা দেয়।



আপনি যখন একজন সাংবাদিক হিসেবে কাজ করবেন তখন আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে ভালো প্রতিবেদন করা বা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করা অনেক সময় সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা রাষ্ট্রের প্রতিটি সংস্থা কোনো না কোনো আইন দ্বারা সৃষ্টি; আইনে তাদের এখতিয়ার এবং দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাই কার কী কাজ, কার কী এখতিয়ার সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে ওই সব সংস্থার অনিয়ম, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে ভালো প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব নয়। এ ছাড়াও মৌলিক ধারণার পাশাপাশি সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত আইনি বিধিবিধানগুলো জানা জরুরি। একজন প্রতিবেদক যেমন আইন সম্পর্কে জানবেন, তেমনি বার্তাকক্ষ যারা পরিচালনা করেন তাদেরকে বিষয়গুলো আরো বেশি মাথায় রাখতে হয়।

## প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় আইন/ নীতিমালা



১. সংবিধান
২. ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধনকরণ) আইন, ১৯৭৩
৩. প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪
৪. বাংলাদেশ সংস্থা অধ্যাদেশ, ১৯৭৯
৫. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
৬. বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪
৭. দণ্ডবিধি, ১৮৬০—বিশেষ করে মানহানির মতো কিছু ধারা
৮. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
৯. শিশু আইন (সংশোধন), ২০১৩
১০. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০
১১. টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫
১২. টেলিযোগাযোগ আইন (সংশোধন), ২০০৬
১৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধন), ২০১৩
১৪. জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৪
১৫. জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৭
১৬. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮
১৭. ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ আইন, ১৯৩৩
১৮. টেলিকম নীতিমালা
১৯. বৈদেশিক সম্পর্ক আইন, ১৯৩২
২০. আদালত অবমাননা আইন, ২০১৩
২১. কপিরাইট আইন, ২০০০
২২. দাঙ্গরিক গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩
২৩. সংবাদপত্র কর্মচারী (চাকরির শর্তাবলি) আইন, ১৯৭৪  
[প্রস্তাবিত গণমাধ্যমকর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৭]
২৪. শ্রম আইন, ২০১৭
২৫. গণপ্রতিনিধিত্ব আইন (সংশোধন), ২০১৩

## বার্তাকক্ষের জন্য আইন কেন গুরুত্বপূর্ণ

আইনি সুরক্ষার মাধ্যমে সাংবাদিক কীভাবে সত্য প্রকাশ করবেন সেটা যেমন তাকে জানতে হয়, তেমনি জানতে হয় আইনগত ঝুঁকির জায়গাগুলোও। উন্নয়নশীল দেশ যেখানে গণতন্ত্র এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়ানি, সেখানে ঝুঁকির বিষয়গুলো জানা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।



সেই জানার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে সংবিধানের কথা, যাতে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে বিধিনিষেধও আছে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি বিচার বিভাগের বিবেচ্য হলেও আইনে আরোপিত বিধিনিষেধ সাংবাদিককে সব সময়ই একধরনের ঝুঁকির মধ্যে রাখে। তাই প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই জানতে হবে যে, পরে আইনগত ব্যবস্থার মুখোমুখি হলে কোন বিষয়গুলো তাকে সুরক্ষা দেবে, সাংবাদিকতায় কোনো ভুলগুলো না করে ঝুঁকি এড়ানো যাবে।

## সংবিধানে বাক্স্বাধীনতার নিশ্চয়তা

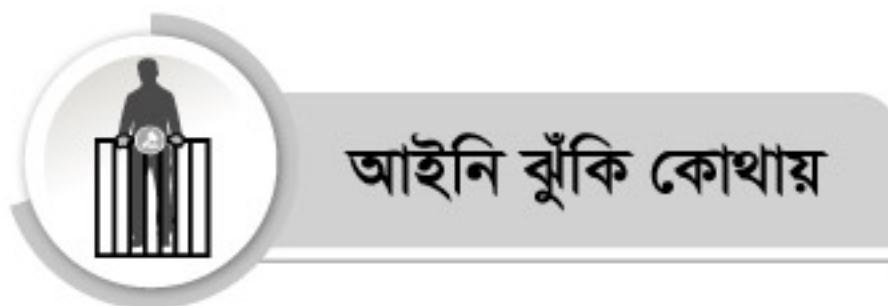
বাংলাদেশ সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, যেটিকে ‘সুপ্রিম ল অব দ্য ল্যান্ড’ বলা হয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৪৬ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সংবিধানের ১৬টি সংশোধনী আনা হলেও ৩৯ অনুচ্ছেদ কখনো সংশোধিত হয়নি; যদিও সামরিক শাসন ও জরুরি অবস্থার সময়ে এ অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা স্থগিত ছিল। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক্স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সেজন্য নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষার অলোচনায় এ অনুচ্ছেদের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।



বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। ৩৯ অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা অরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদকক্ষের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।’ গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত সংবিধানের ধারাগুলো যেমন জানা থাকা চাই, তেমনি আর যেসব আইন সাংবাদিককে সুরক্ষা দিয়েছে, সেই আইন এবং বিধিবিধানগুলোও জানতে হবে। জানতে হবে গণমাধ্যম-সম্পর্কিত অন্য আইনকানুনগুলোও। আর বিশেষভাবে জানতে হবে নির্বর্তনমূলক আইনগুলো, যেগুলো সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। এগুলোর মোকাবিলা করে নীতি ও নৈতিকতায় নিষ্ঠ সংবাদিকতা অব্যাহত রাখার উপায় খৌজা এক নিরন্তর প্রক্রিয়া।

প্রথমেই দেখে নিই সংবিধানের কোন কোন অনুচ্ছেদ গণমাধ্যম, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সুরক্ষা এবং সাংবাদিকের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত :

- অনুচ্ছেদ ৩৩ : প্রেক্ষতার ও আটক সম্পর্কে রাস্কাকবচ।
- অনুচ্ছেদ ৩৭ : সমাবেশের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত।
- অনুচ্ছেদ ৩৮ : সংগঠনের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত।
- অনুচ্ছেদ ৩৯ : চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক্স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত।
- অনুচ্ছেদ ৪৩ : নিজ গৃহে নিরাপত্তা এবং চিঠিপত্র ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা-সম্পর্কিত।
- অনুচ্ছেদ ৭৮ : সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি-সম্পর্কিত।
- অনুচ্ছেদ ১৪১এ, ১৪১বি এবং ১৪১সি : জরুরি অবস্থা-সম্পর্কিত।



## আইনি ঝুঁকি কোথায়

প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের ঘায়েল করতে যেমন পুঁতে রাখা হয় সাংঘাতিক স্তলমাইন, তেমনি একজন পেশাদার সাংবাদিকের কর্মক্ষেত্রেও নানা ধরনের স্তলমাইন ছড়িয়ে আছে। তাই একজন পেশাদার সৈনিকের মতো একজন পেশাদার সাংবাদিককেও তার চলার পথের স্তলমাইনগুলো সম্পর্কে সতর্ক হয়ে সামনে এগোতে হয়। বিশেষ করে আইনি প্রশ্নে প্রতিলিপত এমন অনেক ঝুঁকির মুখোমুখি হন তারা। আবার এমন কিছু আইনি ঝুঁকি আছে যা চাইলে এড়ানো যায়। এগুলো জড়িত সাংবাদিকতার মানের সঙ্গে। এই সহায়িকায় নজর দেওয়া হয়েছে, মূলত তেমন চারটি বিষয়ে :

- মানহানি ■ ব্যক্তিগত গোপনীয়তা
- আদালত অবমাননা ■ অনলাইন ও সামাজিকমাধ্যমে ঝুঁকি

**মানহানি :** গোটা বিশ্বেই সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যমের জন্য সবচেয়ে বড় আইনি ঝুঁকি- মানহানি, মৌখিক অথবা লেখ্য বা প্রকাশিত। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের মামলা দায়ের করতে পারেন, যদি তাদের মনে হয় প্রকাশিত খবরে কোনো অভিযোগ বা ভাষা ব্যবহারের কারণে তাদের সুনাম নষ্ট হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সেই প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা বা ভাষা ব্যবহারের ঘথার্থতা যদি প্রমাণ করা না যায়, এটা প্রকাশে জনস্বার্থের যুক্তি যদি প্রতিষ্ঠিত না করা যায়, তাহলে সাংবাদিক বিপদে পড়েন।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মামলাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তার বেশির ভাগই মানহানি-সম্পর্কিত। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি এইরূপ অভিপ্রায়ে বা এইরূপ জানিয়া বা এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলি বা

চিহ্নিদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, সেই ব্যক্তি অতঃপর ব্যতিক্রমসমূহ ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির মানহানি করে বলিয়া গণ্য হইবে।' আইন অনুযায়ী এমন খবর ছাপা বা প্রকাশও অপরাধ।

মানহানির মামলা ফৌজদারি এবং দেওয়ানি, দুই রকমেরই হতে পারে। দণ্ডবিধির ধারাটি ফৌজদারি। ফৌজদারি মামলায় দোষ প্রমাণিত হলে দায়ী ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা দুভাবেই দণ্ডিত হতে পারেন। আর দেওয়ানি মানহানির মামলায় সংকুল ব্যক্তি তার সুনামহানির জন্য টর্ট আইনে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তিনি যদি অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আদালত তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দোষী ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারেন। আমাদের দেশে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা দায়েরের সংখ্যা হাতে-গোনা। মানহানির মামলা দায়েরের পেছনে মূল উদ্দেশ্য থাকে সাংবাদিককে হয়রানি করা। আইনে যেমন মানহানির জন্য শাস্তির বিধান আছে, তেমনি সাংবাদিকদের জন্য কিছু সুরক্ষাও আছে। যেমন : জনস্বার্থে কোনো সত্য প্রকাশ, সৎ বিশ্বাসে দেওয়া কোনো বক্তব্য, জনগুরুত্ব সম্পর্ক বিষয়ে মত প্রকাশ, আদালতের কার্যক্রম, রায় বা ফলাফল প্রকাশ কিংবা রায়ের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সৎ বিশ্বাসে মন্তব্য— এমন বিষয়গুলোকে মানহানি আইনে ব্যতিক্রম হিসেবে বলা হয়েছে। অহেতুক এবং মিথ্যা বা ভুলভাবে কারো মানহানি না করা নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান দাবি।

**ব্যক্তিগত গোপনীয়তা :** সাংবাদিকতায় যে-কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতারও বড় দাবি। প্রাইভেসি শব্দটির বিস্তার ব্যাপক হতে পারে। এটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। যেমন : অপরাধ যত বড়ই হোক কোনো ব্যাংক তার গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য আইনত সাংবাদিককে দিতে পারে না। ঠিক যেমনভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়কর বিবরণী প্রকাশ করতে পারে না। ব্যক্তির স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য, উকিলের কাছে থাকা তার মক্কলের তথ্য সুরক্ষার দাবিদার। সাধারণত কোনো অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলো আদালতে গেলে, খোলা আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে সেটা উঠে এলে এবং অভিযোগটি প্রমাণিত হলে জনস্বার্থে তা প্রকাশযোগ্য হতে পারে। কখনো আইনি বাধা না থাকলেও নীতি-নৈতিকতার বাধা থাকতে পারে।

ধরা যাক, কারো এমন কোনো রোগ আছে যা তিনি গোপন রাখতে চান। আপনি কি তা প্রকাশ করবেন? একইভাবে ব্যক্তির একান্ত গোপনীয় কোনো সম্পর্ক, বাড়ির ঠিকানা, গাড়ির নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, শিশুদের নাম-পরিচয়-ছবি, কোম্পানির অনিচ্ছিক হিসাব— এমন অনেক তথ্যই আছে যা প্রকাশ বা প্রচারের আগে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার মুক্তি এবং আইনি ঝুঁকির বিষয়টি ভাবা দরকার। কোন ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য কোন পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে প্রকাশ করা প্রয়োজন- এটা জানা যেমন জরুরি, তেমনি কোন তথ্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মধ্যে পড়ে এবং তার লজ্জন হলে কী ধরনের শাস্তি অপেক্ষা করতে পারে এবং নৈতিক বিচ্যুতি ঘটতে পারে সেটা জানাও গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে যে, জনস্বার্থমূলক তথ্য আর যেসব তথ্যে জনগণের আন্দুলুম বা কৌতুহল আছে, এই দুটি বিষয় কোনোভাবেই এক নয়। নিছক জনকৌতুহল মেটানোর জন্য ব্যক্তির একান্ততার অধিকার সুরক্ষা করা যায় না।

বিবিসি একাডেমির মতে, কারো ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করার আগে সাংবাদিকের নিজেকে একটি প্রশ্ন করা প্রয়োজন : ‘এটা কি জনস্বার্থে প্রয়োজন?’ এর কারণ হচ্ছে, তথ্য যতই গভীরভাবে ব্যক্তিগত হবে, সেই তথ্য প্রকাশ করার সমর্থনে জনস্বার্থ ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সুতরাং কথিত জনকৌতৃহলের বিপরীতে জনস্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সর্তর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এমন অনেক বিষয় আছে যে মানুষ হয়তো পড়তে বা দেখতে আগ্রহী হয়, কিন্তু এর সঙ্গে জনস্বার্থের কোনো বিষয় জড়িত নয়। তাই নিশ্চিত হতে হবে, তথ্যটি কি জনগুরুত্বপূর্ণ? নাকি শুধু বিলোদন ও তামাশার জন্য।

**আদালত অবমাননা :** সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিককেরা আদালত অবমাননা নিয়েও কমবেশি সমস্যায় পড়ে থাকেন। আইনি পরিভাষার স্বীকৃত অভিধান ব্ল্যাক’স ল ডিকশনারি অনুসারে আদালতকে অপমান করা, বিচারপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা অথবা আদালতের আদেশ অমান্য করাকে আদালত অবমাননা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আদালত অবমাননার বিচারের বহু নজির রয়েছে।

১৯২৬ সালে ব্রিটিশরা আদালত অবমাননার যে আইন করে গিয়েছিল বাংলাদেশে সেটাই বলবৎ ছিল। সেই আইনের অস্পষ্টতাগুলো দূর করতে সরকার ২০১৩ সালে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করে। সে অনুযায়ী আদালত অবমাননা হলো :

ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতের রায়, ডিক্রি, নির্দেশনা, আদেশ, রিট বা কার্যক্রম অবমাননা

- আদালতকে দেওয়া কোনো অঙ্গীকারনামা ভঙ্গ করা
- এমন কোনো কাজ, কিছু প্রকাশ বা অভিপ্রায়
- যা আদালতের কর্তৃত্বকে হেয়াপ্রতিপন্ন বা তা নিয়ে অপপ্রচার করে
- যা বিচারিক কার্যধারা ক্ষুণ্ণ বা তাতে হস্তক্ষেপ করে
- যা বিচারাধীন কাজের গতিধারাকে বাধাগ্রস্ত করে

আইনে এমন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা দুই রুক্ম সাজাই রাখা হয়। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আদালত তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। নতুন আইনে সাংবাদিকদের জন্য সুরক্ষার বিধান ছিল। সেখানে বলা হয়েছিল পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ আদালত অবমাননা হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু হাইকোর্ট ওই বছরই অসাংবিধানিক আখ্যায়িত করে আইনটিকে বাতিল ঘোষণা করেন।

এরপর বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের অস্পষ্টতা তৈরি হয়। কেউ কেউ মনে করেন, ২০১৩ সালের আইন বাতিলের পর দেশে কার্যত কোনো আদালত অবমাননা আইন নেই। অবশ্য তাতে ঝুঁকি কমেনি। বরং গত কয়েক বছরে সাংবাদিক, সম্পাদক ও প্রকাশকদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে বেশ কিছু মামলা হয়েছে।

**নতুন ঝুঁকি অনলাইনে :** তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি আরো বিস্তৃত হয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অসংখ্য অনলাইন পত্রিকা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নতুন মাত্রা পেয়েছে। সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করছেন, যার রয়েছে নানা ধরনের অভিঘাত।

ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ফেরেও সাংবাদিকদের সামনে এখন নতুন নতুন আইনি ঝুঁকি এসে হাজির হচ্ছে। এরও দুটো দিক। কিছু ঝুঁকি আছে যার ওপর সাংবাদিকদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আবার কিছু ঝুঁকি আছে যা দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে মোকাবিলা করা সম্ভব। অনলাইনে লেখালেখি এবং অনলাইন থেকে তথ্য আহরণের ফেরে দায়িত্বশীলতা তথা নীতি-নৈতিকতার বিষয়গুলো বড় দাবি নিয়ে আসে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন সাংবাদিকদের জন্য তথ্যের অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছে। আবার সেই সামাজিকমাধ্যমই ভূয়া খবর, গুজব বা ভুল তথ্য ছড়ানোর সবচেয়ে বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনলাইন থেকে তথ্য নিয়ে যাচাই ছাড়া প্রতিবেদনে ব্যবহারের ঘটনা ঘটেছে। আবার ইন্টারনেট থেকে তথ্য, ছবি বা ভিডিও ডাউনলোড করে তা প্রতিবেদনে ব্যবহারের মাধ্যমে কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটেছে হরহামেশাই। নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এসব চর্চাকে প্রতিহত করবে।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলার প্রবণতা বেশি। কেননা সেখানে মত প্রকাশকারী বা সাংবাদিকদের কোনো সুরক্ষা নেই। যে-কেউ মামলা দায়ের করতে পারেন। পুলিশ চাইলে ছেন্টারও করতে পারে। এ রকম অনেক ঘটনা গত কয়েক বছরে ঘটেছে। এখানে বড় হয়ে উঠে আসছে, একজন পেশাদার সাংবাদিক সামাজিকমাধ্যমে কীভাবে নিজের মত প্রকাশ করবেন সেই বিষয়টি।



## কেস স্টাডি ৪

### বিচারককে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় ৫৭ ধারায় মামলা

গোলাম মুজতবা ফ্রুব  
প্রতিবেদক, বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডটকম



২০১৭ সালের ১৩ জুন মানিকগঞ্জের এক বিচারককে নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের কারণে বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডটকমের নিজস্ব প্রতিবেদক গোলাম মুজতবা ফ্রুব বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে একটি মামলা হয়। মানিকগঞ্জের জ্যেষ্ঠ সহকারী জজ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাদী হয়ে এই মামলাটি করেন। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় করা এই মামলায় মিথ্যা তথ্য দিয়ে খবর প্রকাশের অভিযোগ আনা হয়।

### আপনার মামলাটির কী অবস্থা?

**ক্রুতি :** আমার জানা নেই। আমাকে এ মামলা নিয়ে পরবর্তী সময় আর কেউ কিছু জানাননি। বর্তমান পরিস্থিতি আমি বলতে পারব না।

### এ ধরনের মামলা থেকে রক্ষা পেতে কী কী সর্তর্কতা থাকা জরুরি?

**ক্রুতি :** মামলা যতক্ষণ হয়রানিমূলক ততক্ষণ আপনি সেটি এড়িয়ে যেতে পারবেন না। কিন্তু যে প্রতিবেদনই করেন এমন কিছু বিষয়ে সর্তর্ক থাকতে হবে, যাতে আইনিভাবে কেউ আপনাকে হারাতে না পারে।

### সেটা কেমন?

**ক্রুতি :** যেমন ঘটনাটি সঠিক হতে হবে। সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্টে তাদের মতামত থাকতে হবে।

কোনোভাবেই একপাঞ্চিক করা যাবে না। বক্তব্য রেকর্ড থাকতে হবে। স্থানীয়দের বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়ে রাখতে হবে।

অফিসকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে রাখতে হবে। তথ্য প্রমাণের কোনো ঘাটতি যেন না থাকে।

১১ জুন বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডটকমে ‘একটি অসুস্থ শিশু, বিচারকের ট্রাক ও একটি মামলা’ শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সংবাদে স্থানীয় মানুষজনের বরাত দিয়ে বলা হয়, বিচারক মাহবুবুর রহমানের মালামাল বহনকারী ট্রাকের কারণে একটি অসুস্থ শিশুকে হাসপাতালে নেওয়ার পথ আটকে গিয়েছিল।

**বিশেষজ্ঞ অভিযন্ত :** জার্মান গণমাধ্যম ডয়েচেভেলের বাংলাদেশ প্রতিনিধি হারান উর রশীদ বলেন, সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়, তবে সেটা ন্যায়সংগত ও যৌক্তিক হতে হবে। কেউ কোনো একটি রিপোর্টের জন্য ক্ষতিহস্ত হলে মামলা করতে পারেন। তার জন্য প্রেস কাউন্সিল আছে। চাইলে ক্ষতিপূরণ মামলা হতে পারে। তিনি মানহানির মামলাও করতে পারেন। কিন্তু ৫৭ ধারায় মামলা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংবাদমাধ্যমের কষ্ট রোধ করা। সাংবাদিক ক্রুতিকে ৫৭ ধারায় মামলা করে বিচারক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মামলাটি করেছেন। তার সাংবাদিকতা জীবনকে ক্ষতিহস্ত করতেই এ কাজটি তিনি করেছেন।

হারান বলেন, সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা হতে পারে। সেটি থামানো যাবে না। কিন্তু সাংবাদিককে তার কাজের জায়গায় সর্তর্ক থাকতে হবে। তার তথ্যের জায়গায় সর্তর্ক থাকতে হবে। এ ব্যাপারে রেহাই পাওয়ার জায়গা নেই। মামলা হলেও সাংবাদিকের আইনি লড়াইয়ের জায়গা থাকে। সে ক্ষেত্রে তাকে দেখতে হবে, প্রতিবেদনে তথ্য যেন সঠিক হয়, সব পক্ষের কথা যেন থাকে এবং ঘটনাটি যেন আসলেই সত্য হয়।

## নেতৃত্ব সাংবাদিকতাই সবচেয়ে বড় সুরক্ষা

শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বেই সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের জন্য মামলা একটি বড় ঝুঁকি আর হয়রানির ক্ষেত্র। বিশেষ করে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরো থ্রেকট। দেশের বিদ্যমান বিচারব্যবস্থায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরে মামলা চলে। এসব ক্ষেত্রে যারা মামলা করেন তারা সাধারণত বিস্তারণী হন। তাদের খরচ চালাতে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু সাংবাদিক এবং সম্পাদককে দীর্ঘ সময় ধরে হাজিরা দিতে হয়। সঙ্গে মামলা পরিচালনার খরচ তো আছেই। মামলা চলাকালে সাংবাদিক সেই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিলে বিড়ম্বনা আরো বাঢ়ে।



মামলা যে শুধু প্রতিবেদনে ভুলের কারণে হয়, তা নয়। অনেক সময় নিছক হয়রানি করার জন্যও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু বা ব্যক্তির ধরনভেদে আইনি ঝুঁকি একেক রকম হতে পারে। প্রতিটি প্রতিবেদন যেমন আলাদা, তেমনি প্রতিটি পরিস্থিতি বা ঘটনারও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। বিপদের মাত্রা একেক ক্ষেত্রে এবং স্থানে একেক রকম। তাই কোথাও এমন কোনো নীতিমালা নেই, যা সম্ভাব্য সব ধরনের আইনি সমস্যার আগাম সমাধান দিতে পারে। দক্ষিণ অফ্রিকায় সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে প্রচুর মামলা হয়ে থাকে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সে দেশের প্রথম সারির পত্রিকা সানডে টাইমস-এর নীতিনির্ধারকেরা নিজেদের জন্য একটি অবশ্যপ্রাপ্ত নীতিমালা ঠিক করেছেন। মামলার ঝুঁকি আছে, এমন যে-কোনো সংবেদনশীল প্রতিবেদন ছাপার আগে প্রতিবেদককে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। প্রশ্নগুলো হলো :

- আপনার প্রতিবেদনের ব্যাকগ্রাউন্ড বা পটভূমি-প্রেক্ষাপট কী?
- আপনার সোর্স কতটা বিশ্বাসযোগ্য?
- আপনি কি নিশ্চিত, প্রতিবেদনে ব্যবহৃত প্রতিটি নামের বানান, বয়স, তারিখ এবং সংখ্যা সঠিক? প্রতিবেদনের সব তথ্যের সত্যতা কি যাচাই করা হয়েছে?
- প্রতিবেদনে ব্যবহৃত বক্তব্য কি আপনার রেকর্ড বা নোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন?
- প্রতিবেদনের যথার্থতা ও ন্যায্যতা (সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া) নিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট?
- ছাপার পর কী ধরনের আইনি সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন?
- প্রতিবেদন তৈরির সময় কেউ কি মামলার হৃতকি দিয়েছিল?
- আপনি কি প্রতিবেদনটি কোনো আইনজীবীকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে চান?
- প্রতিবেদনে উৎপাদিত অভিযোগের প্রতিটির সমর্থনের উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ কী আছে?
- বিষয়টি আদালতে গেলে আপনি কি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন?

ওপরের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, আইনি ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার সবচেয়ে বড় ও প্রথম উপায় হলো নীতিনিষ্ঠ দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা। নীতি-নেতৃত্বকার ব্যত্যয় ঘটলে শুধু যে ব্যক্তি সাংবাদিক আইনি সুরক্ষা থেকে বাধ্যত হন, এমন নয়। তার নানা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। মামলাটি রাস্তে বা প্রভাবশালী ব্যক্তি বা কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধিদের তরফ থেকে হতে পারে। তখন

শুধু যে ওই সাংবাদিকই ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িয়ে পড়েন তা নয়, বরং সংবাদ পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানকেও আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হয়। এ ছাড়া এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে সাংবাদিকতা পেশা ও পেশাজীবীদের ওপর।

অবশ্য কিছু বিষয় আছে, যেখানে সাংবাদিক সব ধরনের নীতি-নৈতিকতা মেনে সাংবাদিকতা করেও শুধু রাষ্ট্র বা কারো প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার কারণে তথাকথিত অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। কিন্তু সাংবাদিকতা যদি নীতিনিষ্ঠ হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি সাংবাদিক আইনি সুরক্ষা পেয়ে থাকেন। না পেলে তা পাওয়ার জন্য লড়াইয়ের সুযোগ হয়।

সেজন্য, কারো জিঘাংসার শিকার হয়ে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়া হোক অথবা আইনের অনিচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের মাধ্যমে মামলার বিবাদীতে পরিণত হয়ে বিপদঘন্ট হওয়া হোক অথবা রাষ্ট্রের রোধানলে পড়ে আইন-আদালতের মুখোমুখি হওয়া হোক, তা থেকে চূড়ান্ত সুরক্ষার জন্য নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতার কোনো বিকল্প নেই। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের আস্থা সাংবাদিকের সবচেয়ে বড় শক্তি। নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ছাড়া সেই আস্থা তৈরি হয় না।

প্রেস কাউন্সিলের কয়েকটি মামলার রায় পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, যেসব সাংবাদিক যথেষ্ট যাচাই-বাছাই করে সংবাদ প্রকাশ করেছেন, দায়িত্বশীল ভাষা ব্যবহার করেছেন, গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিবাদলিপি ছাপিয়েছেন তারা শেষ পর্যন্ত আইনি সুরক্ষা পেয়েছেন।

## নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতা

সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষার আলোচনায় অবশ্যজ্ঞাবীভাবে চলে আসে নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এবং সাংবাদিকতার বৈশিকভাবে স্বীকৃত আচরণবিধির প্রসঙ্গ। নৈতিক আচরণবিধি চূড়ান্ত বিচারে সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষাকে নিশ্চিত করে। সেজন্য সাংবাদিকতার বৈশিকভাবে স্বীকৃত আচরণবিধির আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। তাই সবার আগে সাংবাদিকদের জন্য প্রযোজ্য সর্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ ও মানদণ্ডলো ঝালাই করে নেওয়া যাক। কারণ সহায়িকার পরবর্তী অংশে এই বিষয়গুলো বাবের আসবে।



**ক) সত্যতা ও নির্ভুলতা (Truth and accuracy) :** পরিবেশিত সংবাদ অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, নির্ভুল ও যথাযথ হবে। ভাষার ব্যবহারে অস্পষ্টতা পরিহার করতে হবে। তথ্যপ্রমাণ যতটুকু সমর্থন করে ঠিক ততটুকুই প্রতিবেদনে বলতে হবে।

**খ) যাচাই-বাছাই (Verification) :** যাচাই-বাছাইয়ের নীতি সাংবাদিকতাকে যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম, যেমন প্রোপাগান্ডা, ফিকশন বা সূজনশীল কনটেন্ট এবং এন্টারটেইনমেন্ট বা চিন্তবিনোদনকারী কনটেন্ট থেকে পৃথক করেছে। সুতরাং যতটা সম্ভব ততটা সুনির্দিষ্ট করে সূত্রের উন্মোচন, সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলা, সব ধরনের প্রত্যক্ষদর্শীর মন্তব্য নেওয়া এবং নিজে সরেজমিনে সরাসরি পর্যবেক্ষণ পরিবেশিত সংবাদকে সত্যনিষ্ঠ, সঠিক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তথ্য সংগ্রহের সবগুলো উপায়ে পাল্টাপাল্টি মিলিয়ে দেখে যাচাই-বাছাই করতে হয়। এই নীতি অনুসরণ করে সাংবাদিকতা করলে পরিবেশিত সংবাদ যেমন নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তেমনি তা গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষার জন্যও সহায়ক হয়।

গ) পক্ষপাতশূন্যতা ও ন্যায্যতা (Impartiality and Fairness) : গণমাধ্যম পক্ষপাতহীন ও স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করবে, যার লক্ষ্য হবে ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে গণমাধ্যমগুলো পক্ষপাতশূন্যতার নীতি অনুসরণ করবে এবং তার সব পাঠক, সূত্র, বিজ্ঞাপনদাতা ও সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে ন্যায্যতার সঙ্গে বিবেচনা করবে। প্রতিবেদনের ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সব পক্ষকে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার সমান সুযোগ দেবে।

ঘ) তথ্য ও মন্তব্যকে আলাদা করা (Distinguishing facts and comments) : সংবাদ পরিবেশনের সময় তথ্য, মন্তব্য-মতামত ও ধারণাকে আলাদা করে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

ঙ) জবাবদিহি (Accountability) : প্রকাশিত যে-কোনো সংবাদ, যা কিনা ক্ষতিকরভাবে ও স্পষ্টত অসত্য বলে জানা গেছে সেটা সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এ ধরনের জবাবদিহি সাংবাদিকতাকে যেমন দায়িত্বশীল করে, তেমনি তা সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদেও আস্থা বাড়ায়। প্রেস কাউন্সিলের মামলার রায় পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, যারা সময়মতো প্রতিবাদলিপি ছেপেছেন, সেই সব সংবাদপত্র ও সাংবাদিক মানহানির মামলার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

চ) স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র অবস্থান (Independence) : জনগণের জানার অধিকারের প্রতি সাংবাদিকদের অবশ্যই নীতিনিষ্ঠ থাকতে হবে। জনমানুষের সত্য জানার স্বার্থ ছাড়া সাংবাদিক, অন্য যে-কোনো স্বার্থের প্রতি সাংবাদিক ঝুঁকবেন না। তাঁর আনুগত্য ও বৌক থাকবে সত্যের প্রতি। সত্যের স্বার্থ দেখবেন তিনি স্বাধীনভাবে। তাকে বাস্তব বা কল্পিত যে-কোনো ধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বা কল্পিল্লিট অব ইন্টারেস্ট এড়িয়ে চলতে হবে। ঘটনা বা বিষয়কে সাংবাদিক দেখবেন প্রভাবমুক্ত স্বতন্ত্র অবস্থান থেকে।

ছ) বিবেচনা ও পরিমিতি (Restraint) : সাংবাদিক কারো অহেতুক বা অযাচিত ক্ষতি না করার ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন ব্যক্তিগত বিষয়ে গোপনীয়তার অধিকার (right to privacy) আছে, তেমনি প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির রয়েছে সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার অধিকার। ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার, জনকল্যাণ, ব্যক্তিস্বার্থ ও জনগণের জানার অধিকার একটির সঙ্গে আরেকটির দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাংবাদিককে তার কাণ্ডজ্ঞান, মানবিকতা, ন্যায্যতার বোধ, সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা ও বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আলোকে তুল্যমূল্য বিচার করে সুবিবেচনার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জ) নিজস্বতা বা মৌলিকত্ব (Originality) : পরিবেশিত সংবাদকে মৌলিক হতে হবে, এটি কোনো প্রকারেই প্রেজিয়ারাইজড বা বুকিবৃত্তিক জালিয়াতি হবে না। সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সংবাদ পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব স্টাইল, ভাষারীতি ও অরিজিনাল কলটেন্ট বা মৌলিক নিজস্ব আধেয় পরিবেশন করতে হবে, কোনোভাবেই অন্য কোনো সংবাদপত্র, গ্রন্থ, জার্নাল বা সূত্র থেকে চুরি করা যাবে না।

ঝ) জনস্বার্থ (Public interest Fair and Inclusive Coverage) : সাংবাদিকদের লক্ষ্য এবং সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা। এই শব্দের অর্থ বেশ ব্যাপক। সাংবাদিকেরা এমন সংবাদ করবেন, যা জনগণের ভালো বা খারাপ থাকার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। খবরটি এমন নয়, যা একটি বৃহস্পতির পাঠকগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় হবে। বরং এমন বিষয়ও হতে

পারে, যা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। সাধারণভাবে সাংবাদিকতায় জনস্বার্থ বলতে বোঝায়, এমন কোনো সত্য বা ঘটনা উল্লেখ, যেখানে দুর্নীতি বা অনিয়ম আছে, যা জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সুরক্ষার জন্য হৃষ্কিস্বরূপ অথবা কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্মকাণ্ড যাতে জনগণের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু জনস্বার্থের ব্যাপ্তি এই সংজ্ঞার চেয়েও ব্যাপক হতে পারে। এই জনস্বার্থ অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বড় সুরক্ষা।

**এ৩) ন্যায্য ও সর্বব্যাপী দৃষ্টিপাত (Fair and Inclusive Coverage) :** সাংবাদিক মানুষের জন্য জরুরি ঘটনা বা বিষয় তুলে ধরতে উদ্যমী হবেন। তিনি জনগোষ্ঠীর সবগুলো অংশ, গোষ্ঠী বা শ্রেণির প্রতি ন্যায্য মনোযোগ দেবেন। কাউকে উপেক্ষা বা কারো প্রতি বৈষম্য করবেন না। বিতর্কিত বিষয়ে তিনি সংবাদ নির্বাচনে সব পক্ষের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করবেন। সমাজের সংখ্যালঘু, ভিন্ন, ব্যতিক্রমী, বধ্বনার শিকার, সমস্যায় থাকা বা দুর্বলতর অংশের কথা তুলে ধরতে তিনি বাড়িতি মনোযোগ ও নজরদারি জারি রাখবেন। মানুষের সত্য জানার অধিকারের পাশাপাশি তিনি মানুষের সত্য জানানোর প্রয়োজনীয়তার প্রতিও সংবেদনশীল থাকবেন। সব শ্রেণি ও বয়সের পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কথা মনে রেখে তিনি সুরক্ষির ব্যাপারে যত্নশীল থাকবেন। তিনি বৈষম্যমূলক ছাঁচে-ঢালা ধারণা বা ভাষা প্রকাশ-প্রচার না করতে সতর্ক থাকবেন।

### প্রেস কাউন্সিল আচরণবিধি

এর আগে নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতার যেসব সর্বজনীন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার কমবেশি সবই আছে সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কাউন্সিলের আচরণবিধিতে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪-এর ১১ (বি) ধারা অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে প্রণীত এবং ২০০২ সালে সংশোধিত আচরণবিধি বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয়। এখানে আসলে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার সাধারণ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে, যার অনুসরণ সাংবাদিককে এক ধরনের সুরক্ষাও দেয়।



বাংলাদেশের সম্প্রচার নীতিমালাও অনেকটা একই রকম। কী করা যাবে আর কী করা যাবে না এরকম বিষয় থাকায় মনে হতে পারে আচরণবিধি টুটি চেপে ধরেছে। তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো সাংবাদিকতার সাধারণ নীতি-নৈতিকতা এবং যার অনুসরণ সাংবাদিকের জন্য এক ধরনের সুরক্ষা।

**বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং  
সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩  
(২০০২ সাল সংশোধিত)**

প্রেস কাউন্সিল অ্যাস্ট্র, ১৯৭৪ এর ১১৪ (বি) ধারা অনুযায়ী প্রণীত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি :

- ১। জাতিসম্মত বিনাশী এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সংবিধান বিরোধী বা পরিপন্থি কোনো সংবাদ অথবা ভাষ্য প্রকাশ না করা;
- ২। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অর্জনকে সমুদ্দর রাখা এবং এর বিরুদ্ধ প্রচারণা থেকে বিরত থাকা;
- ৩। জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে, এমন বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। জনগণের তথা সংবাদপত্রের পাঠকগণের ব্যক্তিগত অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি পূর্ণ সমানবোধসহ সংবাদ ও সংবাদভাষ্য রচনা ও প্রকাশ করা;
- ৪। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের প্রাপ্ত তথ্যাবলির সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা;
- ৫। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনোরূপ শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জনস্বার্থে প্রকাশ করা। এ ধরনের জনস্বার্থে প্রকাশিত সংবাদ যদি সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত তথ্য যৌক্তিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে এ ধরনের প্রকাশিত সংবাদ থেকে উদ্ভৃত প্রতিকূল পরিণতি থেকে সাংবাদিককে রেহাই দেওয়া;
- ৬। গুজব ও অসমর্থিত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং যদি এসব প্রকাশ করা অনুচিত বিবেচিত হয়, তবে সেগুলো প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা;
- ৭। যে সকল সংবাদের বিষয়বস্তু অসাধু এবং ভিত্তিহীন অথবা যেগুলোর প্রকাশনায় বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা আছে সে সকল সংবাদ প্রকাশ না করা;
- ৮। সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করার অধিকার রাখেন, কিন্তু এক্সপ করতে গিয়ে :
  - (ক) সত্য ঘটনা এবং মতামতকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা;
  - (খ) পাঠককে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনো ঘটনাকে বিকৃত না করা;
  - (গ) মূলভাষ্যে অথবা শিরোনামে কোনো সংবাদকে বিকৃত না করা বা অসাধুভাবে চিহ্নিত না করা;
  - (ঘ) মূল সংবাদের ওপর মতামত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা।

- ৯। কুৎসামূলক বা জনস্বার্থপরিপন্থি না হলে, বাহ্যিক ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবিরোধী হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত যে-কোনো বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশের অধিকার সম্পদকের আছে। কিন্তু এরূপ বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হলে সম্পাদককে তা বিনা খরচে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা;
- ১০। ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষ সম্পর্কে তাদের বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ধর্ম অথবা দেশগত বিষয় নিয়ে অবজ্ঞা বা মর্যাদা হালিকর বিষয় প্রকাশ না করা। জাতীয় ঐক্য সমুদ্রত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিরক্ষসাহিত করা;
- ১১। ব্যক্তিবিশেষ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো জনগোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে তাদের স্বার্থ ও সুনামের ক্ষতিকর কোনো কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতাহীনতা ও সততার সঙ্গে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত ক্ষতিকর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দ্রুত এবং সংগত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ বা উভয় দেওয়ার সুযোগ প্রদান;
- ১২। প্রকাশিত সংবাদ যদি ক্ষতিকর হয় বা বন্ধনিষ্ঠ না হয়, তবে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার, সংশোধন বা ব্যাখ্যা করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করা;
- ১৩। জনগণকে আকর্ষণ করে অথচ জনস্বার্থপরিপন্থি চাষ্পল্যকর মুখরোচক কাহিনির মাধ্যমে পত্রিকা কাটিতির স্বার্থে রুচিহীন ও অশালীন সংবাদ ও অনুরূপ ছবি পরিবেশন না করা;
- ১৪। অপরাধ ও দুর্বীলি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সংবাদপত্রের যুক্তিসঙ্গত পদ্ধা অবলম্বন করা;
- ১৫। অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সংবাদপত্রের প্রভাবের ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। এ কারণে যে সাংবাদিক সংবাদপত্রের জন্য লিখিবেন তার সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান থাকা এবং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সূত্রসমূহ সংরক্ষণ করা;
- ১৬। কোনো অপরাধের ঘটনা বিচারাধীন থাকাকালীন সব পর্যায়ে তার খবর ছাপানো এবং মামলাবিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কোনো মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার আগ পর্যন্ত সাংবাদিককে বিরত থাকা;
- ১৭। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষসমূহের প্রতিবাদ সংবাদপত্রিতে সমন্বয় দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদলিপির সম্পাদনাকালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা;
- ১৮। সম্পাদকীয়ের কোনো ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তবে সম্পাদকের নেতৃত্ব দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করা;

- ১৯। বিদ্রোহপূর্ণ খবর প্রকাশ না করা;
- ২০। সম্পাদক কর্তৃক সংবাদপত্রের সকল প্রকাশনার পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করা;
- কোনো দুর্নীতি বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোনো অভিযোগসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমতো নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্থ করার মতো যথেষ্ট তথ্য জোগাড় করা;
- ২১। প্রতিবাদ হয়নি এমন দায়িত্বহীন প্রকাশনা খবরের উৎস হতে পারে, তবে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে, নিছক এই অজুহাতে কোনো নারীসংক্রান্ত প্রতিবেদন/ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা;
- ২২। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন তুলে ধরা সাংবাদিকের দায়িত্ব, তবে নারী-পুরুষসংক্রান্ত অথবা কোনো নারীসংক্রান্ত প্রতিবেদন/ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা;
- ২৩। কোনো ব্যক্তি সংবাদপত্র, গণমাধ্যম, প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকরূপে চাকুরী গ্রহণকালে আচরণবিধির পরিশিষ্টে উল্লিখিত শপথনামা ‘ক’ সম্পাদকের সামনে পাঠ ও স্বাক্ষর দান করতে বাধ্য থাকা;
- ২৪। প্রেস কাউন্সিল অ্যাস্ট, ১৯৭৪-এর ১১(বি) ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র প্রকাশক আচরণবিধির পরিশিষ্টে উল্লিখিত শপথনামা ‘খ’ পাঠ ও স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকা।

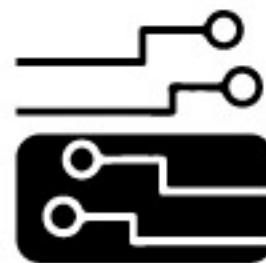
## রুঁকি থেকে যেভাবে নিরাপদ থাকবেন



সাংবাদিকদের জন্য সর্বজনীন কিছু আচরণবিধি যেমন আছে, তেমনি বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন এবং অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানও নীতিমালা তৈরি করে নেয়। এরকম আচরণবিধির অনুসরণ সাংবাদিককে যেমন সুরক্ষা দেয়, তেমনি প্রতিষ্ঠানকেও আইনি ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখে। বিশ্বের প্রতিটি বড় সংবাদমাধ্যমেরই নিজস্ব নৈতিক মানদণ্ড আছে। সেখানে আইনি রুঁকি মোকাবিলার জন্য লিঙাল গাইডেস থাকে। পরবর্তী অংশটি এমন কয়েকটি নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে।

## সোর্স

খ্যাতনামা সংবাদ সংস্থা রয়টার্স তাদের সাংবাদিকদের জন্য যে গাইডেস তৈরি করেছে, তাতে আইনি বুঁকি থেকে সুরক্ষার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সংবাদের সূত্র বা সোর্সকে। কারণ এর ওপরই সংবাদের সত্যতা ও নির্ভুলতা নির্ভর করে। আপনাকে তথ্য দেওয়ার পর সোর্স যদি অস্বীকার করে, তাহলেও আপনি বিপদে পড়তে পারেন। মামলা হলে তখন প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় আপনি কী বলে তাঁর কাছ থেকে তথ্য নিয়েছেন, তাকে পাঠানো ইমেইলে কী ছিল, তাকে বিভ্রান্ত করেছিলেন কি না ইত্যাদি। আবার স্বার্থের কারণে সোর্স আপনাকে ব্যবহারও করতে পারেন। ভুল তথ্য দিতে পারেন। তা আপনাকে আইনি বুঁকিতে ফেলতে পারে।

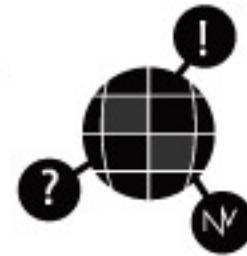


রয়টার্সের মতে, সবচেয়ে ভালো সোর্স তিনিই যিনি নির্ভরযোগ্য, সংশ্লিষ্ট তথ্য দেওয়ার জন্য উপযুক্ত অবস্থানে রয়েছেন এবং প্রতিবেদনে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি আছেন। আইনি বুঁকি এড়াতে সূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের নীতিমালায় বলা হয়েছে :

- সূত্রের সঙ্গে সৎ থাকুন, আপনার পরিচয় ও রিপোর্টের বিষয় গোপন করবেন না বা তাকে বিভ্রান্ত করবেন না।
- সোর্সের দেয়া তথ্য যাচাই করুন, কারণ নিজের স্বার্থে তিনি ভুল তথ্যও দিতে পারেন।
- প্রতিবেদন একক সোর্স-নির্ভর হলে সেই তথ্য প্রমাণের জন্য আরো তথ্য-উপাস্ত সংগ্রহ করুন।
- তথ্য দেয়ার সোর্সের কোনো স্বার্থ বা পক্ষপাত থাকলে সেটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করুন।
- সোর্স কোনো দলিল বা ডকুমেন্ট দিলে নিশ্চিত হয়ে নিন সেটি আসল।
- নিশ্চিত করুন সোর্স যাতে অনরেকর্ড বা পরিচয় জানিয়ে তথ্য দিতে রাজি থাকে।
- নাম প্রকাশে রাজি না হলে সোর্সের পরিচিতি বোঝায় এমন শব্দ ব্যবহারের বিষয়ে তাকে রাজি করান। সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগে স্বচ্ছ ও পক্ষপাতহীন ভাষা ব্যবহার করুন।
- প্রকাশের আগেই সোর্স আপনার প্রতিবেদন দেখতে চাইলে অগ্রাহ্য করুন।
- বজ্রব্য রেকর্ডের আগে অনুমতি নিন।
- ভিডিও বা অডিও থাকার পরও নোটবইয়ে নোট নিন, এটি আদালতে প্রমাণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেদন প্রকাশের পর অন্তত ১৫ মাস রেকর্ড নোটও সংরক্ষণ করুন।

## তথ্য সংগ্রহ

অনুসন্ধানী ও স্পর্শকাতর প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে মামলা হলে, আপনি কোথা থেকে তথ্য পেয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আপনি যদি জনস্বার্থে গোপনীয় কোনো তথ্য প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু সেই তথ্যটি অবৈধভাবে সংগ্রহ করে থাকেন, তাহলেও বিপদে পড়তে পারেন। এটি আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে তৈরি করতে পারে। তাই কিছু ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন :



- কাউকে ঘুষ দিয়ে তথ্য বা ডকুমেন্ট সংগ্রহ করবেন না।
- কারো পাসওয়ার্ড চুরি বা হ্যাক করে ইমেইল বা সার্ভার থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন না।
- পাবলিক নথিপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশ্বাসমূলক তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করুন।
- গুরুতর অপরাধ উল্লেচনের বিষয় না হলে গোপন বা অ্যামবুশ ইন্টারভিউ পরিহার করুন। সাক্ষাত্কার নেওয়ার সময় নিজের ক্যামেরা দেখান।
- তথ্য প্রকাশে এমবার্গো বা সময়-নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকলে মেনে চলুন।
- তথ্য গোপন রাখার শর্তে রাজি হওয়ার আগে সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলুন।

## সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

চলতি বিশে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো তথ্য সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু একজন সাংবাদিক বা একটি গণমাধ্যম যেমন সম্পাদকীয় নীতিমালা মেনে চলে, সামাজিক মাধ্যম, ব্লগ বা অনেক ওয়েবসাইট তেমন কোনো নীতিমালা মেনে চলে না। তাদের জন্য তেমন কোনো আইনও প্রযোজ্য নয়। তাই এসব সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন থাকুন। কারণ তা তথ্যপ্রযুক্তি আইনে আপনার গুরুতর শাস্তির কারণ হতে পারে।



- সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া তথ্য প্রথমে অসত্য বলে ধরে নিন এবং তারপর এর সত্যতা যাচাই শুরু করুন। যেখান থেকে তথ্য নিচ্ছেন, ফেসবুক বা টুইটারের সেই আইডি ভুয়া কি না নিশ্চিত হোন।
- প্রপাগান্ডা বা গুজবের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যমের নকল সাইট ব্যবহার করা হয়, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।
- সামাজিক মাধ্যমে পাওয়া তথ্য অন্য সূত্রের সঙ্গে যাচাই করুন।
- অনলাইনে পাওয়া তথ্য ব্যবহারের আগে কয়েকবার ভাবুন।

## কপিরাইট

বাংলাদেশে কপিরাইট আইন বা তার প্রয়োগ নিয়ে তেমন সচেতনতা নেই। কিন্তু অচিরেই তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কারণ এখন টিভি চ্যানেলগুলো ইউটিউবে তাদের কন্টেন্ট তুলে দিচ্ছে। এখান থেকে তারা আয়েরও চিন্তা করছে। অনলাইনগুলো মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টে মনোযোগী হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে, ভিডিও, অডিও, গ্রাফিক্স, ছবি, মিডিজিক এমনকি নিছক একটি লোগোর ব্যবহারও আইনি ঝুঁকি তৈরি করতে পারে— সাংবাদিক এবং প্রতিষ্ঠান দুইয়ের জন্যই। তাই—



- থার্ড পার্টি বা তৃতীয় কোনো পক্ষের কন্টেন্ট ব্যবহারের আগে অনুমতি নিন।
- সামাজিকমাধ্যমে যিনি পোস্ট করেছেন কন্টেন্টের মালিকানা তার কি না নিশ্চিত হয়ে নিন।

- অন্যের প্রতিবেদন বা বইয়ের তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রেডিট দিন।
- খেলার ছবি এবং ভিডিও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন বেশ কড়া, তাই সতর্ক থাকুন।
- গুগল বা ইউটিউবের ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারের অনুমতি আছে এমন ছবি-ভিডিও ব্যবহার করুন।
- অনেক তথ্যের ক্ষেত্রে ‘ফেয়ার ইউজ পলিসি’ নিরাপদ নয়।
- স্পর্শকাতর কলটেন্টের ক্ষেত্রে আইন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

## ব্যক্তির গোপনীয়তা

যাদের নিয়ে সংবাদ করছেন, তাদের গোপনীয়তা বজায় রাখা দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার অন্যতম অনুষঙ্গ। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লজ্জনে অনেক মানহানিসমূহ ঘটে হয়। প্রেস কাউন্সিলে এমন বেশ কিছু মামলার নজির আছে। এ ক্ষেত্রে বিবিসি একাডেমি যে বিষয়গুলো মনে রাখার পরামর্শ দিয়েছে:



- ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা অন্তরঙ্গ বিষয়, যৌন জীবন, আর্থিক বিষয়, তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।
- অনুমতি ছাড়া তাদের বাসায় কোনো কিছু অডিও বা ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে না।
- কোনো ব্যক্তি যখন জনপরিসরে (পাবলিক প্রেস) তখনো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হতে পারে, যেমন : কেউ যখন কোনো নিকটজনের শেষকৃত্যে অংশ নিচ্ছেন।
- ভাবুন আপনি কি নিজের সম্পর্কে এমন ব্যক্তিগত কোনো তথ্য প্রচার বা প্রকাশ হওয়ার বিষয়টি মনে নিতেন?
- বৃহত্তর জনস্বার্থ জড়িত থাকলে তথ্য অবশ্যই প্রকাশ করুন, কারণ সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সত্য উন্মোচন।

## শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা

বাংলাদেশের শিশু আইনে সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ নির্দেশ আছে। যার লজ্জন হলে সাংবাদিক অপরাধী হিসেবে গণ্য হতে পারেন। শিশু আইন অনুযায়ী :



- মামলায় জড়িত শিশুকে শনাক্ত করা যায় এমন বর্ণনা দেওয়া যাবে না।
- মামলায় জড়িত শিশুর কোনো ছবি প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না।
- শিশুর কল্যাণ হবে মনে করলে আদালত শনাক্তকরণের অনুমতি দিতে পারেন।

শিশুর সুরক্ষা, সম্মতি ও শিশুর ওপর সংবাদের সম্ভাব্য নেতৃত্বাচক প্রভাব, শিশুকে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, এসব বিষয় প্রতিবেদন তৈরির আগেই ভাবা জরুরি। শিশুর সংবেদনশীলতা মাথায় রেখে সারা বিশ্বেই শিশুদের বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন ও তাদের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কঠোর নেতৃত্ব আচরণবিধি মানা হয়। যেমন :

- অভিভাবকের অনুমোদন ছাড়া শিশুদের ছবি তোলা বা মন্তব্য নেওয়া থেকে বিরত থাকা।
- ভুক্তভোগী (ভিকটিম) শিশুদের নাম পাল্টানো বা তাদের ছবি ঝোপসা করে দেওয়া।
- শিশু যা বলছে, অন্য শিশু বা পূর্ণবয়স্ক কারো কাছ থেকে তার সঠিকতা নিশ্চিত করা।
- ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে শিশুর পরিচয় গোপন রাখা ও ছবি ঝোপসা করে দেওয়া।

## বুঁকির শক্তা থাকলে আগেই প্রস্তুতি

অবশ্য সব সময় যে আইন বা আচরণবিধি মেনে সাংবাদিকতা করা যায়, তা নয়। রিপোর্টের জনগুরুত্ব ও তাৎপর্য বিচার করে বিশ্বের যে-কোনো দেশেই সাংবাদিকেরা সাধারণ নীতিমালার সীমা ছাড়িয়ে যান। বিবিসি, আলজাজিরা বা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতো গণমাধ্যমও তাদের অনুসন্ধানে গোপন ক্যামেরায় ছবি ধারণ করছে। আইন ভঙ্গ হবে জেনেও নিজের পরিচয় লুকিয়ে সীমান্ত পার হয়ে অন্য দেশ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনছেন। তবে গোপনে রেকর্ডসহ বাঁকা পথে তথ্য সংগ্রহেরও নীতিমালা আছে। তা মেনেই কাজগুলো করতে হয়। মানহানির মামলার বুঁকি জেনেও ব্যক্তির গোপন তথ্য প্রকাশ করছেন। আর এসব বুঁকি নেওয়ার আগে তারা মামলাসহ যে-কোনো আইনি সমস্যা মোকাবিলার আগাম প্রস্তুতিও নিচেছেন। কিন্তু অনুসন্ধানী বা স্পর্শকাতর প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই বুঁকি যাচাই কীভাবে করবেন?



- দি মানহানিকর হয়, তাহলে নিজেকে রক্ষার জন্য আপনার যুক্তিগুলো ঠিক করুন
- প্রতিবেদনে জনস্বার্থের যুক্তি যথেষ্ট মজবুত কি না দেখে নিন
- মানহানিকর অভিযোগগুলো তুলে ধরে তার ব্যাখ্যা চেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে চিঠি বা ইমেইল পাঠান। অভিযুক্তকে জবাব দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিন (অন্তত দুই সপ্তাহ)
- ন্যায্যতার সঙ্গে অভিযুক্তের জবাব প্রতিবেদনে ব্যবহার করুন
- জবাব না দিলে তা রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলুন
- অভিযুক্ত ব্যক্তি একই বিষয়ে অন্য কোথাও প্রকাশ্য বক্তব্য দিলে তা ব্যবহার করুন
- প্রকাশের আগে সম্পাদক ও আইন বিশেষজ্ঞের চূড়ান্ত মত নিন

## গোপনীয়তা বা প্রাইভেসি ভঙ্গের শক্তা থাকলে



- নিশ্চিত হোন, আপনার প্রতিবেদন কি কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা প্রাইভেসি ক্ষুণ্ণ করছে?
- প্রতিবেদনে কি অন্য কারো কপিরাইট বা মেধাবৃত্ত লঙ্ঘন হচ্ছে?
- যদি লঙ্ঘন হয়েই থাকে তাহলে সেটি প্রকাশের যুক্তি কী? সেই তথ্য প্রকাশে কি জনস্বার্থ জড়িত আছে? ব্যক্তিগত তথ্য কতটা প্রকাশ করবেন?
- কোথাও কি ছবি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর বা নাম অস্পষ্ট করার দরকার আছে?
- আপনি কি এমন তথ্য ব্যবহার করছেন যা আপনার সোর্স বা ফিরাব ঘূর দিয়ে সংগ্রহ করেছেন? এমন অবস্থায় অবশ্যই সম্পাদক ও আইনজীবীর পরামর্শ নিন।

## প্রতিষ্ঠান কি সচেতন?

- আপনার প্রতিষ্ঠানে কি সাংবাদিকদের জন্য লিখিত নৈতিক আচরণবিধি অথবা এথিক্যাল গাইডলাইনস আছে?
- সংবাদকর্মীদের কি নৈতিক আচরণবিধি সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়?
- বার্তাকক্ষে সম্পাদকীয় কোনো দল কি আছে, যার সদস্যরা প্রতিবেদনের আইনি ঝুঁকি সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন?
- আপনার প্রতিষ্ঠানে কি এমন কোনো আইনজীবী আছেন, যিনি সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন?
- আইনজীবী না থাকলে স্পর্শকাতর প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে আইনি পরামর্শ নেওয়ার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আছে?
- মামলা হলে প্রতিষ্ঠান কি সাংবাদিক ও সম্পাদকের মামলা পরিচালনার খরচ বহন করে? আপনার প্রতিষ্ঠানের কি নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া পলিসি আছে? তা কি সবাই মানে?
- নিউজরুমের জন্য ইন্টারনেট থেকে পাওয়া ছবি, ভিডিও বা কন্টেন্ট ব্যবহারের কোনো নীতিমালা আছে?



ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর ‘হ্যাঁ’ হলে আইনি ঝুঁকি থেকে প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীরা যথেষ্ট নিরাপদ। আর ‘না’ হলে বার্তাকক্ষের জন্য এ ধরনের একটি কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। কারণ আগাম প্রস্তুতিতে সামান্য বিলিয়োগের তুলনায় একটি মামলা সামাল দেওয়ার খরচ এবং ধরক অনেক বেশি।



প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব



## প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কী

পেশাগত দায়িত্ব পালনে আপনি কতটা ঝুঁকি নেবেন তা সব সময় মাথায় রাখা কঠিন। তবে ঝুঁকি নেওয়া এবং অনিরাপদ পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে আপনাকে অবশ্যই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে আপনি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, আপনার ক্যামেরা, ল্যাপটপ, গাড়িসহ মূল্যবান যত্নপাতি নষ্ট হতে পারে। এসবের আর্থিক মূল্যমানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। এসবের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। না থাকলে প্রতিষ্ঠানকে আগ্রহী বা বাধ্য করতে হবে। শারীরিক ক্ষতির জন্য দুর্ঘটনা বিমা থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য যেসব দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

- ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করার জন্য প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে কি না?
- প্রতিষ্ঠানে সংবাদকর্মীদের জন্য বিশেষ কোনো নিরাপত্তা বা দুর্ঘটনা ভাতা আছে কি না?
- সংবাদকর্মীদের জন্য দুর্ঘটনা বিমা বা চিকিৎসা বিমা প্রচলিত আছে কি না?
- দীর্ঘ মেয়াদে কর্মীদের সহায়তা করতে জীবনবিমা, প্রভিডেড ফান্ড বা গ্র্যাচুইটির মতো সুবিধা আছে কি না?
- বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্থ বরাদ্দে প্রতিষ্ঠান কতটা আন্তরিক বা দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে?
- সংবাদকর্মীদের আইনি সহায়তা দিতে প্রতিষ্ঠানের আলাদা কোনো ব্যবস্থা আছে কি না?
- ফায়ার ড্রিল ও নিরাপত্তা ও ঝুঁকিসংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি না?
- দুর্ঘটনা, অসুস্থ্বতা বা ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী আছে কি না?

### সংবাদমাধ্যম বা সংস্থাগুলোর নিরাপত্তা পলিসি ও প্রটোকল

বিশ্বজুড়ে অনেক সংবাদ সংস্থা আছে, যাদের নিরাপত্তার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। আবার যেখানে নীতিমালা আছে সেসব জায়গাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা এসব বিষয়ে সচেতন নয়, অথবা নীতিমালা প্রণয়নে বা মূল্যায়নে সাংবাদিকদের তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না। ফলে প্রায়োগিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। তবে অনেক সংস্থা ডিজিটাল নিরাপত্তা হ্রমকিসহ আরো কিছু ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নিরাপত্তা নীতিমালা উন্নত করতে কাজ করছে। যেমন :

অনেক প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্টভাবে একটি সম্পাদকীয় নিরাপত্তা টিম গঠন করে, যাদের দায়িত্ব থাকে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা সাংবাদিকদের নিরাপত্তার খুঁটিনাটি খেয়াল রাখা এবং তাদের সুরক্ষার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা।

ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট অনুমোদনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সম্পাদকীয় টিম থাকতে পারে, যারা সাংবাদিকদের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে যাওয়ার ব্যাপারটি অনুমোদন করবে। কিছু প্রতিষ্ঠান বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় তাদের সাংবাদিকদের কাজ করার অনুমোদন দেয় না।

উপর্যুক্ত নিরাপত্তা-সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখা। যে-কোনো জরুরি অবস্থায় সাংবাদিকরা যেন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পেতে পারেন, যেমন মেডিকেল কিট, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ইত্যাদি।

বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিমা। যা স্থায়ী কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল নীতিমালা প্রণয়ন। হয়রানির ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠান ফেসবুক, টুইটার বা ভুয়া অনলাইনের খবর দেখে সাংবাদিকদের সেই ধরনের রিপোর্ট করতে বাধ্য করেন। যা রোধ করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন।

মানসিক চাপ ও ট্রুমা চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা। অনেক বড় প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে থেরাপিস্ট বা কাউপিলাররা প্রয়োজন হলে কর্মীদের মানসিক সহায়তা দেন।

সূত্র : জিআইজেএন ওয়েবসাইট

## ঝুঁকি নিরসন নয়, ঝুঁকি নিরূপণ করুন আগেই



কোনো বিপজ্জনক বিষয় কাভার করার ক্ষেত্রে হামলা-নির্যাতনের আশঙ্কা আছে কি না সেটা আগেই ভাবতে হবে, প্রস্তুতিও নিতে হবে আগে থেকেই। কোনো বিপদে পড়ে যাওয়ার আগেই ভাবতে হবে আপনার আশঙ্কার জায়গাগুলো কী এবং কীভাবে তা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ঝুঁকি নিরূপণের জন্য নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে তথ্য সংরক্ষণ করা ভালো। একটি ঝুঁকি নিরসন ফরম কেমন হতে পারে তার একটি নমুনা এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে ফরমটি বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আপনার প্রতিষ্ঠান বা নিউজরঞ্জে এ ব্যবস্থা চালু না থাকলে তা উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যক্তি উদ্যোগেই ঝুঁকি নিরসন ও তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। সব সময় যেসব বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে-

- যেখানে ঘাচ্ছন বা থাকবেন তা কি ঝুঁকিপূর্ণ? সেখানে কী ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন?
- অফিস, বক্স বা পরিবারে আপনার ভ্রমণ বা অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে জানে কি না?
- একজন সহকর্মী বা সাংবাদিক বন্ধু আপনার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন, এমন ব্যবস্থা আছে তো?

- পরিবহন বা ভ্রমণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন কি না?
- আপনার গাড়ি কি স্পটে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত? প্রেস স্টিকার কি নিরাপত্তার জন্য হ্রাস কি?
- যেখানে যাচ্ছেন সেখানে ফোন-ইন্টারনেটসহ যোগাযোগব্যবস্থা আছে কি না নিশ্চিত তো?
- ভ্রমণ বা বিশেষ ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করতে অতিথ্যোজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা তৈরি করা হয়েছে কি না?
- স্বাস্থ্যবুকি এড়াতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, সুপেয় পানি ও খাবারের ব্যবস্থা আছে কি না?
- আপনার পোশাক ঠিক আছে তো? বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টে নিরাপত্তা দেবে, এমন পোশাক সঙ্গে নিচ্ছন কি না?

## বুঁকি নিরূপণ ফরম

সাংবাদিকদের নিরাপত্তায় বিশের সেরা সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমগুলোতে বুঁকি নিরূপণ ফরম পূরণের ব্যবস্থা চালু আছে। বুঁকি নিরূপণ ফরমে থাকা তথ্যগুলো অফিসে সংরক্ষিত থাকলে কোনো রিপোর্টার বা সংবাদকর্মী কোথাও কোনো বিপদে পড়লে তা কাজে লাগবে। তবে কেবল বুঁকি নিরসন ফরম পূরণই নয়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা বুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে ভাবতে হবে। এ ধরনের বুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে রিপোর্টারদের পাঠাতে হলে কতগুলো বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন-



- নির্ধারিত ফরমে বুঁকি নিরূপণ হয়েছে হয়েছে কি না, তা মনিটর করা।
- নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভালের জন্য প্রতিষ্ঠানে একজন সিনিয়র কর্মী দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন (সাংবাদিক হলে ভালো)।
- যে-কোনো নিরাপত্তাহীনতায় সাহায্য করতে তাৎক্ষণিকভাবে জনবল, গাড়ি, নিরাপত্তা সামগ্রী বা অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা।
- সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তাবিষয়ক নিজস্ব গাইডলাইন বা নীতিমালা তৈরি করা এবং রিপোর্টারদের তা মানতে বাধ্য করা।
- সাংবাদিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয়ে বইপত্র, গাইডলাইন বা ম্যানুয়াল ব্যবহারের জন্য রাখা।
- সাংবাদিকরা অসুস্থ বা আহত হয়ে পড়লে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা।
- গুরুতর আহত, অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা, বিমার ব্যবস্থা রাখা।
- প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ ও সেবার ব্যবস্থা রাখা।

## সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বুঁকি নিরূপণ ফরমের নমুনা

### ব্যক্তিগত তথ্য

সম্পূর্ণ নাম	
ঠিকানা	
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	
পাসপোর্ট নম্বর (প্রয়োজনে)	
অফিস আইডি কার্ড নম্বর	
অ্যাড্রিসডিটেশন নম্বর (থাকলে)	

### আত্মীয়/বন্ধু/সহকর্মী বা বিশ্বাস্ত ব্যক্তির তথ্য

সম্পূর্ণ নাম	
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর	
ঠিকানা	
কখন ও কৌভাবে যোগাযোগ হবে	

### শারীরিক অসুস্থিতাসংক্রান্ত তথ্য

আপনি কোনো অসুস্থিতায় চিকিৎসাধীন কি না	
কোনো ধরনের ঔষুধ গ্রহণ করেন কি না	
কোনো কিছুতে অ্যালার্জি থাকলে বিবরণ	
চিকিৎসক/হাসপাতাল-সংক্রান্ত তথ্য	
আপনার রক্তের গ্রুপ	

**অমগ্সংক্রান্ত তথ্য**

কোথায় থাকবেন	
ঠিকানা (হোটেলের নাম)	
ফোন	
কখন/কতদিন থাকবেন	

**আপনার সঙ্গে স্থানীয় কে থাকবে**

স্থানীয় সহায়তাকারীর নাম	
ঠিকানা	
পেশা	
ফোন	

**গাড়ি/চালকের পরিচিতি**

নাম	
ঠিকানা	
ফোন	
গাড়ি নম্বর/গাড়ির ধরন	

**যাতায়াতের সময় ও রুট**

যাত্রার সময় (শুরু ও শেষ)	
গাড়ি কি ব্যক্তিগত/অফিসের/ভাড়া	
কোন পথে যাবেন (স্থানের নামসহ)	
সম্ভাব্য বিরতি	
গণপরিবহনে গোলে নাম/কোচ ও সিট নম্বর	
কোন পথে যাবেন	

## চেক লিস্ট

	হ্যাঁ	না
বুকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে বেরোনোর আগে বিষয়গুলো চেক করছন		
ভ্রমণ এলাকায় ফোনের নেটওয়ার্ক ভালো কি না (মোবাইল কোম্পানির নাম)		
প্রয়োজনে অন্য প্রতিষ্ঠানের সিম কার্ড সঙ্গে রেখেছেন কি না		
ফোনের ব্যাটারিতে পর্যাপ্ত চার্জ আছে তো?		
দরকারি নিরাপত্তা উপকরণ সঙ্গে রাখছেন কি?		
হেলমেট/লাইফ জ্যাকেট/বুলেট প্রফ জ্যাকেট/টর্চলাইট		
বিরূপ আবহাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপরকণ নিয়েছেন? (রেইনকোট/হাতা/ক্যামেরা কভার/অন্যান্য)		
সঙ্গে পর্যাপ্ত নগদ টাকা রাখা/অথবা ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড আছে কি?		
আপনার সঙ্গে কি খাবার ও নিরাপদ পানি আছে?		
ফাস্ট এইড বক্স নিয়েছেন? সেখানে সব উপকরণ ঠিকমতো আছে কি না দেখে নিয়েছেন?		
আপনি নিয়মিত কোনো ওষুধ সেবন করলে তা নিয়েছেন তো		
স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ওষুধ/স্যালাইন/ব্যান্ডেজ/স্টেরিলাইজার/ অ্যান্টিবায়োটিক/থার্মোমিটার		
জীবাণুনাশক/পোকা ও মশা প্রতিরোধক ত্রিম/অ্যান্টি হিস্টামিন/গ্লাভস		

## বিপদ এড়াতে যোগাযোগ পরিকল্পনা

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কে	
কতক্ষণ পরপর খোঝখবর জানার জন্য ফোন করবে	
প্রয়োজনে জরুরি ব্যবস্থা নিতে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে?	
নেটওয়ার্কে সমস্যা থাকলে বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতি কী হবে?	
ওয়াকিটকি কি কাজে আসবে?	

## কোন ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন

ঝুঁকির ধরন	হ্যাঁ	না	সম্ভাব্য কারণ
অপহরণ			
হামলা			
ঘোষণা			
নজরদারি			
মামলা			
সাম্প্রদায়িক			
অন্যান্য			

যার সাক্ষাত্কার নিতে যাচ্ছেন তিনি কি ঝুঁকির কারণ হতে পারেন? হলে কীভাবে?

# তথ্যসূত্র

- জার্নালিস্ট সিকিউরিটি গাইড, ফ্র্যাংক স্মিথ, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস
- সেফটি গাইড ফর জার্নালিস্টস : অ্যাহ্যান্ডবুক ফর রিপোর্টার্স ইন হাই রিস্ক এনভায়রনমেন্টস, ইউনেক্সো
- বিবিসি জার্নালিজম সেইফটি গাইড
- জার্নালিস্টস অ্যান্ড সিকিউরিটি টুলস, ইলেক্ট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন
- ট্রিমা অ্যান্ড জার্নালিজম : অ্যাপ্র্যাকটিকাল গাইড, মার্ক ব্রায়ান, ডার্ট সেন্টার
- গাইডস ফর স্টেয়িং সেইফ অ্যান্ড কাভারিং কলান্ট্রি, শ্রোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক
- সেফটি হ্যান্ডবুক ফর উইমেন জার্নালিস্টস, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব উইমেন ইন রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন, ২০১৭
- আইসিএফজে ট্রেইনিং ম্যানুয়াল
- রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস : হ্যান্ডবুক ফর জার্নালিস্টস
- ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সেইফটি ইনসিটিউট (ইনসি)
- বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা : আবু নছর মো, গাজীউল হক
- আমেরিকান সোসাইটি অব নিউজপেপার এডিটরস
- ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস, ব্রিটেন
- প্রিসিপলস অব জার্নালিজম, ফ্রম প্রজেক্ট ফর এক্সিলেস ইন জার্নালিজম
- নিউইয়র্ক টাইমস কোম্পানি পলিসি অন এথিকস ইন জার্নালিজম
- এডিটরস কোড অব প্র্যাকটিস, পিসিসি, ইউকে
- ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস
- সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্নালিস্টস
- কানাডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব জার্নালিস্টস
- অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস স্টেটমেন্ট অব নিউজ ভ্যালুজ অ্যান্ড প্রিসিপালস
- দৈনিক প্রথম আলো
- বিবিসি একাডেমি

উন্নত দেশের গণমাধ্যমগুলোতে সাংবাদিকদের  
নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে  
এবং তা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। যা  
সাংবাদিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি কমাতে  
সাহায্য করে। এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে  
বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি  
সুরক্ষাকাঠামো তুলে ধরা। যাতে তারা  
নিজেদের সম্পাদকীয় নীতিমালা, মানবসম্পদ  
কাঠামো এবং আর্থিক সম্মতা অনুযায়ী  
সাংবাদিকদের জন্য নিজস্ব একটি নিরাপত্তা-  
কাঠামো গড়ে তুলতে পারেন।

ISBN 978-984-34-5451-5



9 789843 454515 >